দ্বিতীয় ভাগ।

অর্থাৎ

প্রকৃত "গৃহলক্ষ্মী" হইতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক স্ত্রীর নিকট
কথোপকথনচ্ছলে স্বামীর তদ্বিষয়ক উপদেশ।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বি. এল. প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা।

শ্রীকেদারনাথ বসু, বি. এ. কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৮।৪ নং অখিল মিস্ত্রীর লেন।

১৩১১।

উৎসর্গ পত্র।

মাতৃবৎ পূজ্যা শ্রীযুতা * * * দেবী ঠাকুরাণীর

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

আর্য্যে!

যাঁহার নাম-মাত্র গ্রহণ করিয়া, এই অধম লেখক আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতেছে, যাঁহার অসীম ঋণ ইহজীবনে প্রতিশোধ করিবার কোনও উপায় নাই—যাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য বাঙ্গালীর শিক্ষা ও সুখের অতি সুন্দর উপকরণ—যিনি বঙ্গের শত সহস্র সন্তানের ভাবরাজ্যে চিরদিন "রাজরাজেশ্বর" রূপে বিরাজিত থাকিবেন, যাঁহাকে এই লেখক সমগ্র সাহিত্য-জগতেরই গৌরব বলিয়া মনে করেন, সেই পরম ভক্তিভাজন, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের সহিত আপনি এই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ— তাই তাঁহারই উদ্দেশে, এই অতি অকিঞ্চিৎকর উপহার আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল।

কলিকাতা। উকীল—হাইকোর্ট

প্রণত
শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

ভূমিকা।

"গৃহলক্ষ্মীর" দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। "গৃহলক্ষ্মী" প্রথম ভাগে যে শ্রেণীর উপদেশ ছিল, দ্বিতীয় ভাগে তাহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এমন কি, ইহাতে এমনই কয়েকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে, যে, স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থে তাহা প্রথমতঃ বড়ই বিসদৃশ বোধ হইবে; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই, তাহার সার্থকতা বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

যাহাকে শিখাইতে হইবে, তাহাকে চিরদিনই কি এক প্রকার শিক্ষা দিলে চলিবে? যেমন শিক্ষাগ্রহণকারীর শিক্ষাগ্রহণক্ষমতা বাড়িতে থাকে, তেমনই আবার শিক্ষার বিষয়ও উচ্চতর করা কর্ত্তব্য। সে হিসাবেও "গৃহলক্ষ্মী" প্রথম ভাগের পরে, "গৃহলক্ষ্মী"র এই দ্বিতীয় ভাগের আবশ্যকতা সমর্থন করিতে পারা যায়।

আরও একটী কথা আছে। এমন কতকগুলি বড় বড় বিষয় আছে, যাহা বালককেও শিখাইলেও বিলক্ষণ ফল লাভ করা যায়। তাহারা সে সব বিষয় প্রথমে যে ভাল ধারণা করিতে পারে, তাহা নহে—তবে শুনিতে শুনিতে তাহাদের এমনই একটা সুসংস্কার ও ধারণাবুদ্ধির বিকাশ হয় যে, তাহা দেখিলে বোধ হয়, শিক্ষার বিষয়ে, বালক বৃদ্ধ বিভিন্ন বিবেচনা করা উচিত কার্য্য নহে। স্ত্রীজাতির জ্ঞান যেরূপই থাকুক—শিক্ষাগ্রহণক্ষমতা যেরূপই হউক, তাহারা যে পদে আরূঢ়, তাহাতে তাহাদিগের উচ্চ শিক্ষারই বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এরূপ স্থলে, তাহারা

বুঝিতে পারিবে না বলিয়া, তাহাতে ক্ষান্ত হইলে কর্ত্তব্য পালন হয় না—আর বহুদর্শী লোকে বলিয়াও থাকেন, যে, বুঝাইলে তাহারা সকলই বুঝিতে পারে। এই সকল এবং অন্যান্য অনেক কথা ভাবিয়া, দুই একটী উচ্চ বিষয় এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি। এখন এই গ্রন্থ দ্বারা কাহারও কোন প্রকার উপকার হইলে, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব।

এই গ্রন্থ মুদ্রণ সময়ে সহৃদয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, একটী প্রুফ সংশোধন করিয়া ও কথোপকথনের ভাষা দুই এক স্থলে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া আমার সাতিশয় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কলিকাতা।
১৬ই ফাল্গুন, ১৩০২ সাল।

গ্রন্থকার।

সূচিপত্র।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

নিয়তির শাসন অনতিক্রমণীয়। নিয়তির প্রতিকূলতা সামান্য মানবের শক্তি নাই। মানুষ যাহা ভাবে, নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। অল্প দিন হইল, গৃহলক্ষ্মীলেখক স্বয়ং গৃহলক্ষ্মীর এই দ্বিতীয় ভাগের প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক পুনর্মুদ্রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে না হইতেই, তিনি নিয়তির অপ্রতিবিধেয় বিধির বলে ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

গ্রন্থকারের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয়গণ হাহাকার করিতেছেন, বন্ধুগণ শোকে একান্ত অভিভূত হইয়াছেন, সাহিত্য-সংসারসংসৃষ্ট সদাশয়গণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃসহ দুঃখের পরিচয় দিতেছেন এবং পরিচিত ব্যক্তিগণ নিরতিশয় বিমর্ষভাবে "আহা! অতি ভাল মানুষ" বলিয়া তদীয় সৌম্য প্রকৃতি শতগুণে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেছেন। গ্রন্থকার যে সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন এইরূপ সার্ব্বজনীন শোকেই তাহা পরিস্ফুট হইতেছে।

গ্রন্থকার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অল্প দিন মাত্র কর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার জীবনী না লেখাই ভাল। কিন্তু তাঁহার জীবনে একটি বিশেষত্ব ছিল। এই বিশেষত্ব বুঝিলে মানুষ সংসারে আপনার গন্তব্য পথ চিনিয়া লইতে পারে। অল্পদিন মাত্র কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিলেও, গ্রন্থকার আপনার বিশেষত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জীবনী কোন কোন বিষয়ে লোকের শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে।

বরিশাল জেলার সিদ্ধকাটী গ্রামের বৈদ্য রায় চৌধুরী বংশ

ধনে মানে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা কুলগৌরবে বৈদ্যদিগের মধ্যে যেরূপ সম্মানিত, সম্পত্তি ও সৎকর্ম্মেও সেইরূপ সম্ভ্রান্ত। এই প্রসিদ্ধ বংশে সিদ্ধকাটীর নিজ বাটীতে ১২৬৮ সালের চৈত্র মাসে গিরিজা-প্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁহার পিতামহ দুর্গাগতি রায় চৌধুরী জীবিত ছিলেন। পিতা মথুরানাথ রায় চৌধুরীও নিজ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্নের বয়স যখন ৫।৬ বৎসর, তখন তিনি একদা ১৭।১৮ হাত উচ্চ গৃহের ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া যান। এরূপ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলেও তাঁহার জীবনের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। বিধাতা বোধ হয়, তাঁহার চরিত্রগত মাধুর্য্যের নিদ-র্শন দেখাইবার জন্যই তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্ন প্রথমে বাসগ্রামের বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষা করেন, তৎপরে বরিশাল জেলা স্কুলে প্রবিষ্ট হয়েন। বরিশালে পাঠকালে ১২৮৪ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার পিতামহ দেহত্যাগ করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতায় যাইয়া সিটি স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। সিটি কলেজ হইতেই এফ্. এ. পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম. এ. পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর বি. এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে বরিশালে, শেষে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন।

গিরিজাপ্রসন্নের পঠদ্দশার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। ওকালতিতে তাঁহার অনুরাগ ছিল না। অনুরাগের অভাবপ্রযুক্ত তিনি উহাতে প্রতিপত্তি লাভ করিতেও প্রয়াস পান নাই। নিজের বৈষয়িক কর্ম্মেও তাঁহার তাদৃশ আসক্তি পরিস্ফুট হয় নাই। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, নিষ্ঠাবান্ গৃহী ও নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী ছিলেন। গত বৈশাখ মাসে যখন কলিকাতায় প্লেগের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তখন তিনি সপরিবারে বাড়ীতে গমন করেন। বাড়ীতে থাকিলেই তাঁহাকে অগত্যা বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত। ঐ সময়ে তিনি আমাদিগের নিকটে লিখিয়াছিলেন—"বৈষয়িক কর্ম্মে লিপ্ত হইলেই অনেক সময়ে মনুষ্যত্বে বিসর্জ্জন দিতে হয়। আমাকেও এখন মনুষ্যত্বে বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে।" ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে তিনি যে, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, এই উক্তিতেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যখন বরিশালে ওকালতি করিতেছিলেন, তখন ১৩০০ সালের আশ্বিন মাসে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর তিনি ধর্ম্মানুশীলনের দিকে অধিকতর অভিনিবিষ্ট হয়েন।

পঠদ্দশাতেই গিরিজাপ্রসন্ন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। বি. এ. পরীক্ষা দিবার সময়ে তাঁহার প্রধান গ্রন্থ গৃহলক্ষ্মীর সূত্রপাত হয়। তিনি যখন বি. এল্. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তদীয় প্রধান সমালোচনা গ্রন্থ বঙ্কিম চন্দ্রের আরম্ভ হয়। প্রথমে তাঁহার একজন বন্ধু "গৃহলক্ষ্মী" লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শেষে তিনি স্বহস্তে সমুদায় ভার গ্রহণপূর্ব্বক উহা সাঙ্গ করিয়া তুলেন। বি. এল্. পরীক্ষার সময়ে তিনি বঙ্কিম বাবুর

উপন্যাসের একটি চরিত্রের বিশ্লেষণপূর্ব্বক প্রবন্ধ লিখেন। এই-রূপে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগত সমুদয় চরিত্রের বিশ্লেষণে "বঙ্কিম-চন্দ্র" প্রস্তুত হয়। শেষবার কলিকাতায় অবস্থিতিকালে গিরিজা-প্রসন্ন তাঁহার একজন বন্ধুর সহিত একটি ছাপাখানা করেন। শেষে তিনি স্বয়ং ছাপাখানার যাবতীয় কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, এবং উহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হয়েন। এই সময়ে গৃহলক্ষ্মীর দ্বিতীয় ভাগ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় ভাগ প্রণীত ও তাঁহার ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি "হিতকথা" নামে একখানি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থেরও রচনা করেন। তাঁহার পূর্ব্বলিখিত "কয়েকখানি পত্র", নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছিল। তিনি উহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনপূর্ব্বক "দম্পতীর পত্রালাপ" নাম দিয়া উহা পুনঃপ্রকাশ করেন।

গৃহলক্ষ্মীর যথোচিত আদর হইয়াছে, এবং "গৃহলক্ষ্মী" অস্মৎ সমাজে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীরই কার্য্যসাধন করিতেছে। গিরিজাপ্রসন্ন রচনাকুশল। তাঁহার রচনার যেরূপ কোমলতা, সেইরূপ মধুরতার সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু কেবল রচনাকৌশলেই "গৃহ-লক্ষ্মী" সমাদৃত হয় নাই ; সমাদরের অন্য কারণ আছে। সেই কারণ—গ্রন্থকারের প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তি। নারীজাতিকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাইতে হইলে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, উপদেশ দিতে হয়। যিনি প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরম ভাগবত নহেন, তৎকর্ত্তৃক এই মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। গিরিজাপ্রসন্ন ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইয়া, প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীর গুণাবলী দেখাইয়া-ছেন। "বঙ্কিমচন্দ্র" এবং "দম্পতীর পত্রালাপ" এরূপ ধর্ম্মভাবের

উদ্দীপক। চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষে মনুষ্যত্ব কিরূপে পরিস্ফুট হয়, বঙ্কিমচন্দ্রে প্রধানতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি সুনীতি ও ধর্ম্মভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার গ্রন্থাবলী তদীয় ভগবদ্ভক্তিপরায়ণতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার অদ্বিতীয় নিদর্শনস্বরূপ। এই ভক্তি ও নিষ্ঠাই তাঁহার বিশেষত্ব এবং এইরূপ বিশেষত্ব তাঁহার চরিত্রের যেরূপ উৎকর্ষের পরিচায়ক, অপরের পক্ষেও সেইরূপ সুনীতির উদ্দীপক।

গিরিজাপ্রসন্নের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া, কয়েক মাস পরে গতাসু হয়। অদৃষ্টচক্রের এইরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব আবর্ত্তন দেখিয়া, তিনি অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য জ্যোতিষের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। ফলিতজ্যোতিষে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি কোষ্ঠী দেখিয়া ফলাফল বলিতে পারিতেন, এবং স্বয়ং কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতেও জানিতেন। তাঁহার গৃহলক্ষ্মীতে তদীয় জ্যোতিষাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মচর্য্যার যে সকল বহিরঙ্গ অন্তঃশুদ্ধির প্রধান সাধন, গিরিজাপ্রসন্ন তৎসমুদয়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মসম্মত সমস্ত আচার যথাবিধি পালন করিতেন। প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যোপাসনা, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, মাসবিশেষে ও বারবিশেষে হবিষ্য, একাদশী, আমাবস্যা, ইহার কোনটিই তাঁহার নিকট উপেক্ষণীয় ছিল না। সমগ্র গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি উষাকালে গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাদি করিয়া গীতাখানির আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে করিতে বাসা বাড়ীতে ফিরিতেন, তৎপরে পূজা ইত্যাদির সমাপন করিয়া,

বৈষয়িক কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইতেন। স্বপাকভোজন তাঁহার একটি প্রধান নৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল। বৈশাখ ইত্যাদি মাসে হবিষ্যকালে তিনি স্বপাকভোজন করিতেন। উপবাস বা ব্রতাদির সংযম ও পারণ সময়েও তাঁহাকে স্বপাকভোজন করিতে দেখা যাইত। গঙ্গাস্নানে তিনি গাড়ীতে যাইতেন না, জামা ইত্যাদিরও ব্যবহার করিতেন না, নিজ হস্তে গরদের জোড় ও গামছা লইয়া, খালিপায়ে কলিকাতা—চাঁপাতলার বাসাবাড়ী হইতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতেন। পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য যেন তাঁহার নিত্যসহচর ছিল। বাড়ীতে থাকিলে গঙ্গাস্নান হয় না বলিয়া, তিনি দীর্ঘকাল বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেন না। যৌবনের মধ্যাবস্থাতেই তিনি এইরূপ আচারপরায়ণ হইয়া, ভগবানে চিত্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। যে বয়সে মানুষ বিলাসী ও ভোগাভিলাষী হয়, তিনি সেই বয়সেই চিত্তসংযম ও ঈশ্বরনিষ্ঠার একশেষ দেখাইয়াছিলেন। এই সৌখীনতার সময়ে—সংসারের এই পাপপঙ্কিল ক্ষেত্রে এরূপ দৃশ্য দুর্লভ।

গুরুভক্তি, বন্ধুপ্রীতি ও স্বজনস্নেহে গিরিজাপ্রসন্নের প্রকৃতি বড় মধুর ছিল। বঙ্কিম বাবুকে তিনি গুরুস্থানে ভক্তি করিতেন ; নিজের প্রেস বঙ্কিম বাবুর নামে অভিহিত করিয়া, তিনি এই ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্ব্বে তাঁহার একজন পরম বন্ধুর একটি কন্যা সাংঘাতিক পীড়ায় দেহত্যাগ করে। বন্ধুর বাসাবাড়ী ভবানীপুরে। গিরিজাপ্রসন্ন প্রত্যহ চাঁপাতলা হইতে ভবানীপুরে যাইতেন। তিনি সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাত্রিদিন বন্ধুকন্যার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্ন দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। তিনি যে এত শীঘ্র অনন্তপদে লীন হইবেন, ইহা তাঁহার আত্মীয়গণ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার দেহ যেরূপ সবল, সেইরূপ সুস্থ ছিল। তিনি সহসা দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুঘটনা বড় আকস্মিক—বড় শোচনীয়—বড়ই ভয়প্রদ। প্লেগের আতঙ্ক উপস্থিত হইলে, তিনি যে, কলিকাতা হইতে সপরিবারে বাড়ী যান, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বাড়ীতে থাকিলে গঙ্গাস্নান হয় না, অধিকন্তু বৈষয়িক কর্ম্মের আতিশয্যে ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত হয়, এই জন্য তিনি দেশের একটি চাকরকে সঙ্গে লইয়া শ্রাবণ মাসের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। শেষে তাঁহার দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্র লেখা পড়ার জন্য বাড়ী হইতে তাঁহার নিকটে আইসে। ইতঃপূর্ব্বে সীতানাথ নামক একজন আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী তাঁহার বাসাবাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া, কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুত দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ পড়িতেন। তিনিও বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, গিরিজাপ্রসন্নের বাসায় থাকেন।

১২ই ভাদ্র (১৩০৫) সীতানাথের জ্বর হয়; ক্রমে নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসক রোগ পরীক্ষাপূর্ব্বক উহা নিউমোনিক প্লেগ বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি নাকি রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠাইতেও কহিয়াছিলেন। কিন্তু স্বজাতির অসুবিধা ও অবমাননা হইবে বলিয়া, গিরিজাপ্রসন্ন উহাতে সম্মত হয়েন নাই। যাহা হউক, সীতানাথ রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই। ১৫ই ভাদ্র প্রাতঃকালে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। গিরিজা-

প্রসন্ন সৎকারের জন্য নিমতলা শ্মশানঘাটে গমন করেন। তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের বাসায় সজাতির মৃত্যু হইয়াছে, সঙ্গে না গেলে কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটি হইবে বলিয়া, তিনি কর্ম্মচারীর কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

যে দিন সীতানাথের মৃত্যু হয়, সেই দিনই গিরিজাপ্রসন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় ও চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে যাত্রা করেন। ডাক্তারের কথায় ভীত হইয়া, নিরাপদ হইবার জন্য তিনি স্থান ছাড়িলেন। কিন্তু কাল তাঁহাকে ছাড়িল না। যে সর্ব্বসংহারক রোগ সীতানাথের জীবন হরণ করিয়াছিল, বাড়ীতে ২০শে ভাদ্র গিরিজাপ্রসন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র সেইরূপ রোগে দেহত্যাগ করিল। ঐরূপ রোগে তাঁহার চাকরটিরও মৃত্যু হইল। ভ্রাতুষ্পুত্রের পীড়ার সময়ে তিনিও ঐরূপ রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার মমতা ছাড়িয়া গেল। তিনি চারি দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। ২০শে ভাদ্র রাত্রিতে তাঁহার জ্বরের সঙ্গে নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা গেল। তৎপর দিন নিউমোনিয়া সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইল। ক্রমে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল; কিন্তু জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। গিরিজাপ্রসন্ন এই অবস্থায় ২২শে ভাদ্র প্রাতঃকালে তিনটি কন্যা ও একটি শিশু পুত্র রাখিয়া, অনন্তপদের ধ্যান্ করিতে করিতে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ছয় দিন পরে ঐ দুরন্ত রোগ তাঁহার মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মী—সাধ্বী প্রণয়িনীরও সর্ব্বদেবময় পতির অনুগমনের সহায় হইল। দেখিতে দেখিতে জলবিম্বগুলি একে একে অনন্ত সাগরের জলরাশিতে মিশিয়া গেল।

গৃহলক্ষ্মী।

দ্বিতীয় ভাগ।

ছেলের আবদার।

স্ত্রী। বলি, টাকাকড়ি আমার শ্রাদ্ধের জন্য জমান হচ্ছে না কি? ছেলেটা একটা আবদার করেছে, সেটা রাখা দূরে থা'ক, উল্টে তাকে আবার তজ্জন্য বকেছ? তোমার সবই যে সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার দেখ্‌তে পাচ্ছি।

স্বামী। হাঁ, সৃষ্টিছাড়া বই কি। আমি বাপ হয়ে তার মাথাটি খেতে চাচ্ছি না, এই ত আমার অপরাধ! তা' যেমন দিন কাল, এ এক রকম সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বটে!

স্ত্রী। ছেলের মাথা খাওয়া হয় কিসে? একটা সাটিনের জামা কিনে দিলেই ছেলের মাথা খাওয়া হয় না কি?

স্বামী। না, তা' কেন হবে? ছেলেকে বাবু যে না সাজাইল, তার যে বাপ হওয়াই ঝকমারী।

স্ত্রী। তা সত্যই ত। বাপ মা হইয়া যে এমন সোণারচাঁদদিগকে সাজাইয়া সুখী না হয়—তার—

স্বামী। তার বাপ মা হওয়াই অন্যায়, না?

স্ত্রী। তার জন্মই বৃথা।

স্বামী। (সহাস্যে) ও প্রায় এক কথাই হইল। তা বাপমার কর্ত্তব্যটা বেশ বুঝেছ কিন্তু—

স্ত্রী। না বুঝে থাকি, তোমার কাছে শিখ্‌তে চাই না। একটী ছেলে, তাতেই এই। ভগবান বুঝেসুজেই তোমাকে বেশী সন্তান দেন নাই।

স্বামী। সে কথা ঠিক। আমি একটীর জন্যই অস্থির —বেশী হ'লে যে আমি চোখে মুখে দেখ্‌তে পেতেম না। ছেলের জন্য কি কম ভাবতে হয়?

স্ত্রী। আ—ভাবনা তা খুব। ছেলের জন্য আবার ভাবনা না

স্বামী। তা তুমি বুঝ্‌বে কি করে? তোমরা ত ভাব, ছেলেকে ভাল খাওয়ান, ভাল পরানই পিতামাতার একমাত্র কর্ত্তব্য। উহা যে করিল, সেই ছেলের জন্য ভাবিল, আর উহা যে না করিল, সে ছেলেকে দেখিতে পারিল না।

স্ত্রী। তা, কথাটা মন্দই বা কি। সাধ্য সত্ত্বে যে ছেলেকে সুখে না রাখে, সে আবার ছেলের জন্য ভাবে কি?

স্বামী। বটেই ত। আচ্ছা, তুমি যে কাল তাকে মেরেছিলে?

স্ত্রী। মার্‌ব না? অন্যায় কাজ কল্লে শাসন কর্ব্বো—অন্য সময় আদর কর্‌বো, আমি ত জানি এই আমাদের কাজ।

স্বামী। তা কি করেছিল শুনিই না।

স্ত্রী। ও পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ছেলেটা খিড়কির পুকুরে বড্ড জল-ঘাঁট্‌ছিল।

স্বামী। তার পর?

স্ত্রী। তার পর কি? প্রথমে কত নিষেধ কল্লেম, শুন্‌লে না। পরে কয়েকটা থাবড়া দিয়েছি।

স্বামী। এমন মাও থাকে!

স্ত্রী। বটে?

স্বামী। বটে না ত কি? তোমার কিছু কর্ত্তে হলো না, কোন পয়সা ব্যয় হলো না, ছেলেটা একটু আমোদ কচ্ছিল, তা তুমি তাকে মেরে কাঁদালে?

স্ত্রী। বেশী জল ঘাঁট্‌লে যে জ্বর হতো? তখন যে ডাক্তার ডাক্‌তে হতো, পয়সা খরচ কর্ত্তে হতো। তা' আমি তা হতে দিই নাই বলে, আমি মন্দ হলেম।

স্বামী। জল-ঘাঁট্‌লে যে জ্বর হয়, তা কে বল্‌লে? কেন, তা যদি হবে, তবে ছেলেটা তা কর্ত্তে যাবে কেন?

স্ত্রী। আ—তুমি ন্যাকা আর কি? ছেলেমানুষ বই ত নয়—সে অত কি বোঝে? তোমাদেরই সব সময় সব ঠিক থাকে না, তা তারা ত কচি ছেলে।

স্বামী। তবে ছেলে না বুঝিয়া, যদি এমন কোন বিষয়ে সুখ

মনে করে যাহার পরিণাম ভাল নহে, তবে তাহাকে সে সুখ হইতে বিরত করাই পরামর্শ ?

স্ত্রী। তা আর না !

স্বামী। তবে আমি অপরাধটা কি করিয়াছি ? আমিও ত ঠিক তোমারই ন্যায় তার পরিণাম ভেবে, তাকে বকেছি।

স্ত্রী। সে কি রকম ?

স্বামী। সে কি রকম তবে শুন।

পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ দেখিতে পাও, তাহার অধিকাংশের বীজই বাল্যকাল হইতে মানুষের হৃদয়ে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তখন কেহ তাহা দেখে না, দেখিতে চাহে না। কিন্তু শেষে তাহা এমনই বদ্ধমূল হয় যে, বহুযত্নেও তাহা উন্মূলিত করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। ইষ্টকগৃহে যখন অশ্বত্থাদি বৃক্ষের বীজ পতিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে তখন কেহ তাহা দেখিতে পায় না। কিন্তু যখন ঐ বীজ ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া বৃক্ষাকারে পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন তাহাকে ধ্বংস করা বড় সুকঠিন কার্য্য হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে তাহা ধ্বংস করিতে গেলে ইষ্টকগৃহ ভাঙ্গিয়াই যায়। মানব-মনে বহু-প্রকার পাপ-বীজও এইরূপ অশ্বত্থের বীজের ন্যায় অজ্ঞাতসারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন তাহা সহজে কেহ বুঝিতে পারে না ; কিন্তু পরে যখন তাহা প্রকাশিত হয়, তখন তাহা নষ্ট করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠে। এই যে নরেন আজ একটা সাটিনের জামার জন্য এতটা কাণ্ড করিয়াছে—ও ব্যাপারটা বড় সামান্য মনে করিও না। সাটিনের জামা ত একটা সামান্য জিনিষ

—যদি বুঝিতাম উহা দিলে, নরেনের প্রকৃত সুখ সম্ভাবনা থাকিত, তবে আমি কি তাহা দিতে পারিতাম না। তাহা পারিতাম। আমি এত নির্দ্দয় নহি। তবে কথাটি কি জান, বালককালে ছেলেদের এইরূপ বিলাসস্পৃহা বাড়িতে দিলে, শেষে এজন্য ছেলেদের কষ্ট পাইতে হইবে। সাটিনের জামায় নরেনের আবশ্যকতা কি? শরীরের তাপরক্ষার জন্যই অঙ্গাবরণের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন জন্য যাহা আবশ্যক আমি তাহা তাহাকে দিয়াছি। সাটিনের জামা পরিয়া বাবু সাজিলে যে প্রকৃত কোন কষ্ট হয়, এরূপ নহে। সে মিছামিছি এরূপ কষ্ট কল্পনা করিয়া তাহাতে অভিভূত হইয়া, জগতের কষ্টের মাত্রা বাড়াইবে, একি ভাল? মনে কর, আজ যেন আমার চলিল। শেষে যদি তাহার না চলে? তখন তাহার কত কষ্ট হইবে, ভাব দেখি? আগে বুঝিয়া চলিলে, শেষে কাহারও কষ্ট হয় না। সাটিনের জামা পরিলে সুন্দর দেখাইবে—এই যে প্রবৃত্তি, এটাও পরিণামে বড় অমঙ্গলদায়ক হইয়া পড়ে। যে ছেলেকে দেখিবে, দিবানিশি শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যতিব্যস্ত, যাহার মাথায় তেড়ীর বাহার, অঙ্গে অনাবশ্যক সুন্দর পরিচ্ছদ—নিশ্চয়ই জানিবে, তাহার মনে মনে একটা বিষবৃক্ষের বীজ গজাইতেছে। যৌবনে তাহা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফল ফলিবে। হইতে পারে সে লেখাপড়ায় অদ্বিতীয়; হইতে পারে সে জগতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী—কিন্তু তবু তাহার সুখপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। যদি কোন ঘটনাক্রমে তাহার এই পাপবীজ

উন্মূলিত হইয়া যায়—যদি সে নিজে উহার ফল একবার ভোগ করিয়া উহাকে উচ্ছেদ করে, তবেই মঙ্গল, নতুবা তাহার বিপদ আছে। জানিয়া শুনিয়া বাপ হইয়া ছেলেকে এমন পথে কে যাইতে দেয় বল?

স্ত্রী। একটা সাটিনের জামা পরিলে এত হয় না কি?

স্বামী। এই ত তোমাদের স্ত্রীবুদ্ধি; এইরূপ ভাবেই আমাদের কথা গ্রহণ করিবে! সাটিনের জামার কি কোন দোষগুণের কথা আমি বলিয়াছি?

স্ত্রী। তবে কি বলিয়াছ?

স্বামী। বলিয়াছি সাটিনের জামা পরিবার যে প্রবৃত্তি সেটা বড় সহজ জিনিস নয়।

স্ত্রী। একটা ভাল জামা পরিতে তোমার কি কখন প্রবৃত্তি হয় না?

স্বামী। হয় বই কি। কিন্তু হয় বলিয়া, আমি সুখী নহি। আমি ভাবি, এই প্রবৃত্তি যাহাতে বিকশিত না হয়, আমাকে যদি কেহ এইরূপ চালাইতেন, আমি কৃতার্থ হইতাম। এখনও আমি যতদূর সম্ভব এ প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিই না।

স্ত্রী। তুমি যদি এমনই বল, তবে কাজ নাই তার সাটিনের জামা পরিয়া। একটা সাটিনের জামা পরিলে আর স্বর্গ হয় না!

স্বামী। তাই ত। তবে তা' না পাইয়া এত কান্নাকাটি, এত অনর্থ, বাক্‌বিতণ্ডা কেন?

স্ত্রী। আমরা কি তোমাদের মত অত বুঝি? আমরা ভাবি যে, যাহাতে ছেলের আনন্দ হয়, সেই রকম করাই কর্ত্তব্য।

স্বামী। আমিও কি তাহা বলি না।

স্ত্রী। তবে—

স্বামী। তবে কি?

স্ত্রী। তবে, সাটিনের জামা দিতে চাও না কেন? উহাতে কি ছেলের আনন্দ হয় না?

স্বামী। এক প্রকার হয় বটে। কিন্তু সেটা বড় ভাল রকমের নয়। সে কথা আর এক সময়ে বিশেষ করিয়া বুঝাইব*। এখন আমার কাজ আছে। এই একটা কথা স্থির করিয়া রাখিও, বালকাদির আবদার রাখিতে পারিলেই যে মাতা-পিতার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল তাহা নহে। বড় বিবেচনার সহিত তাহাদিগের প্রবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাহাদিগের মতিগতি দেখিয়া তাহাদের কথা শুনিতে হইবে। ছেলে কাঁদিল, আর তাহাকে সান্ত্বনা করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলে, এরূপ কার্য্যে কি কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করা যায়?

* সুখদুঃখ নামক প্রবন্ধ দেখ।

পুত্রের বিবাহ।

(প্রথম প্রবন্ধ)

স্ত্রী। আর আমি একা তোমার এ সংসার রক্ষা করিতে পারি না। এখন কি আমার শরীরে সেই বল আছে, না, সেই কষ্টসহিষ্ণুতা আছে? শোকে রোগে ধরিয়াছে, তায় বয়সও কিছু কম হয় নাই। তোমাকে কতদিন বলিয়াছি—এখন একটী বৌ আনিলে, আস্তে আস্তে তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া সংসারের কতকটা ভার তাহাকে দিতে পারি।

স্বামী। ছেলের বিবাহের জন্য তোমরা ভারি ব্যস্ত। পুত্র-বধূ আসিলে গিন্নিপনা বুঝি ভাল রকমে ফলান যায়।

স্ত্রী। তাই ত বল্‌ছিলাম—তোমায় এ সব কথা বলা না বলা সমান। তোমরা আমাদিগের দোষ বই গুণ ত দেখ না। একা আর পারি না, তাই ছেলের বিবাহের জন্য বলিতেছিলাম; তুমি তার কি ব্যাখ্যানাই কল্লে! আমাদিগের সুখ দুঃখও একটু কি দেখিতে হয় না কি?

স্বামী। (কোমল স্বরে) তা কি আমি দেখি না?

স্ত্রী। (অপ্রতিভ হইয়া কোমল স্বরে) তা' দেখ বই কি। তোমরা না দেখ্‌লে কি আমরা বাঁচিতে পারি? ওরূপ কথা আমাদিগের মুখে আনিলেও পাপ হয়। তবে কি জান, সময়ে সময়ে খাটিতে খাটিতে মন এমনই এক প্রকার হইয়া পড়ে, যেন ভাবিতে ইচ্ছা হয়, তোমরা আমাদিগের দুঃখ কষ্ট কিছুই বুঝ না।

স্বামী। এমন কি খাটিতে হয় তোমায়? চাকর আছে, চাকরাণী আছে; লোকজনেরও অভাব নাই। তবে তোমায় এত খাটিতে হয় কেন? রাঁধিতে হয় না, বাসন মাজিতে—ঘর ঝাঁট দিতেও হয় না। তবে এত কি কাজ তোমার?

স্ত্রী। এই ত! এরই জন্য বড় কষ্ট হয়, যেন কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। তোমরা মনে কর রাঁধা বাড়াই পরিশ্রমের কার্য্য—বাসন মাজতে—ঘর ঝাঁট দিতেই যত পরিশ্রম। আমরা যাহা করি তাহা কোন কাজই নহে, তাহাতে কোন পরিশ্রমই নাই। আচ্ছা, আমি দুবেলা তোমার সংসারের রান্না রাঁধব, অন্য যে সব কাজ চাক্‌রাণীতে করে তাহাও করিব, তুমি আর একজন লোক রাখিয়া আমার কাজটা করাও। তাহা হইলে আমি আর এ সব কথা তোমাকে বলিব না।

স্বামী। (হাসিতে হাসিতে) এ বয়সে আমি আর সে লোক পাব কোথায় বল?

স্ত্রী। নাও, সব সময়ে রঙ্গ ভাল লাগে না।

স্বামী। (জিব কাটিয়া) তোমার সঙ্গে কি আমার রঙ্গ করা চলে?

স্ত্রী। (হাসিয়া) এমন লোকের সঙ্গে কথায় পারা ভার।

স্বামী। আমি তবে খুব বাক্‌পটু।

স্ত্রী। আমার কাছে ত। বাইরে বোধ হয় এত স্ফূর্ত্তি খেলে না।

স্বামী। কেন?

স্ত্রী। আমরা যাই কথা জানি না, তাই আমাদিগের নিকট তোমাদের বাক্‌পটুতা দেখা যায়। যেখানে যেমনটি বলা তেমনটি শুনা হয়, সেখানে এমন করিয়া কথা বলিতে পার না কি?

স্বামী। (হাসিয়া) তা' ঠিক বলিয়াছ। আমি আর বাজে কথা বলিব না। আচ্ছা, ছেলের বিয়ের কথাই বল্‌ছি। ছেলের বয়স এই কত হল?

স্ত্রী। এই কুড়ি বছর হইয়াছে। ছেলে কি এখন ছোট? এ বয়সে কত ছেলের ছেলে-পুলে হইয়া থাকে।

স্বামী। তা ত সত্যি। কিন্তু আমার কাছে যেন এখনও বিবাহের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। আর তিন চারি বৎসর অতীত হইলে ভাল হয়।

স্ত্রী। (বিস্মিত হইয়া) ও মা—তুমি বল কি? সেই বুড় বয়সে ছেলের বিয়ে দিতে চাও? তখন যে ক'নে পাওয়া ভার হবে।

স্বামী। এখন আর সেই দিন কি আছে? এখন ত্রিশ চল্লিশ বছরেও পাত্রের ক'নে জুটে। দোজবরে পাত্রেরও জুটে আর আমার এমন ছেলের ক'নে পাওয়া যাবে না?

স্ত্রী। যাবে বই কি ; কিন্তু সে এক রকম না পাওয়ার মত। যার আর অন্য বর জুটিবে না, তাকেই পাওয়া যাবে।

স্বামী। সে জন্য তোমার ভাব্‌তে হবে না। আমি তোমাকে তোমার মনের মত পাত্রী আনিয়া দিব।

স্ত্রী। ও রকম কথা সকলেই আগে বলে। শেষে কার্য্য-কালে সে সব কথা কোথায় থাকে। আচ্ছা এখন বিয়ে দিতে তোমার আপত্তিটা কি আমায় বল্‌তে পার?

স্বামী। আপত্তি অনেক। তুমি শুনিতে চাহিতেছ, ভালই হইয়াছে। আমি এক এক করিয়া বলি।

স্ত্রী। আচ্ছা তাই হউক।

স্বামী। প্রথম আপত্তি, ইহাতে শাস্ত্রের আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়।

স্ত্রী। শাস্ত্রে বলিতেছে না কি যে বুড় বয়সে ছেলের বিয়ে দিবে? এই যে রাজ্যের লোকে করিতেছে, এর বুঝি কেহই শাস্ত্র জানে না।

স্বামী। অনেকে নাও জানিতে পারেন। অনেকে জানিয়াও জানেন না।

স্ত্রী। সকলে ত আর ইংরাজী পড়িয়া পণ্ডিত হয় নাই যে, শাস্ত্র জানিবে না?

স্বামী। এই আর একটা তোমার ভুল। ইংরাজী যাহারা না পড়িয়াছে, তাহারাও যদি শাস্ত্র মানিত, তবে হিন্দুর এত অধঃপতন ঘটিত না।

স্ত্রী। তুমি বল কি? হিন্দু আবার হিন্দুশাস্ত্র মানে না?

স্বামী। শোনই না কেন। মনু বলিয়াছেন চতুর্ব্বিংশতি বৎসরে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে, ত্রিংশৎ বৎসরে দ্বাদশ-বর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে।

স্ত্রী। মনু কে?

স্বামী। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ মধ্যে এক জন অতি প্রধান শাস্ত্রকার। তাঁহার শাস্ত্রে কাহারও দোষ দিবার সাধ্য নাই।

স্ত্রী। তবে লোকে তাহা মানে না কেন?

স্বামী। মানে না, মনে করে, নিজের স্বার্থে ব্যাঘাত পড়ে। এখন কি আর লোকের সেরূপ ধর্ম্মপ্রবণতা আছে? মনুর কথা বলিয়াছি। এখন আয়ুর্ব্বেদের কথা বলি।

স্ত্রী। আয়ুর্ব্বেদ কাহাকে বলে?

স্বামী। যে শাস্ত্রে হিন্দুর চিকিৎসাতত্ত্ব লিখিত আছে, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলে।

স্ত্রী। চিকিৎসাশাস্ত্রে আবার বিবাহের কথা?

স্বামী। তা থাকিবেই ত। যে সকল ক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ থাকে, তাহাই আয়ুর্ব্বেদের বিষয়।

স্ত্রী। আয়ুর্ব্বেদে কি আছে?

স্বামী। আয়ুর্ব্বেদে আছে ২৪ বৎসরের কম বয়স্ক পুরুষ যদি ষোড়শ বৎসরের কম বয়স্কা কন্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে, সে সন্তান সুস্থ ও সবল হয় না।

স্ত্রী। এই যে দেখিতেছি, তা হয়। কাকার ১৬ বছরে ছেলে হইয়াছিল; কাকীমার তখন বয়স ১৪ বছর। সে ছেলেটিত

বেশ সুস্থ ও সবল আছে। মাসীমার ১৩ বৎসরে নাকি বড় ছেলেটি হইয়াছিল, একবার দেখিও ত সে ছেলে কেমন?

স্বামী। আমি তোমার সহিত এ সম্বন্ধে বিচার এখন করিতে চাহি না। তুমি ২।৪টী দৃষ্টান্ত দিয়া তোমার মত সমর্থন করিবে, আমি সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার সে মত খণ্ডন করিতে পারিব। সে কথা পরে হইবে, এখন ইহাই শুনিয়া রাখ। প্রকৃত হিন্দু ত শাস্ত্রাজ্ঞা পালনে যুক্তি প্রয়োগ অনুচিত মনে করে, কিন্তু এই দেখ হিন্দুশাস্ত্রে কি বলে আর তাহারা ব্যবহারেই বা কি করে।

স্ত্রী। অবশ্যই আর কোন শাস্ত্রে ইহার ভিন্নমত থাকিবে। নতুবা অমন পাকা পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যগণও কি শাস্ত্র অবহেলা করে?

স্বামী। এই ত এরূপ যুক্তি অবলম্বনে তর্ক করিলে, আমি নাচার আছি।

স্ত্রী। না,—না, আমি কিছু বলিব না, তুমি সব বলিয়া যাও।

স্বামী। আমার দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেও অল্পবয়সে ছেলের বিবাহ দিতেই হইবে, শাস্ত্র এরূপ যখন বলে না, তখন আমাদের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়াই এ সব কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রী। সেই জন্যই ত আমি বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। এখন বিবাহ না দিলে, আমার যে কি কষ্ট, কত অসুবিধা, তাত দেখ্‌তে পাচ্ছ।

স্বামী। তোমার সুবিধা অসুবিধা ছাড়া এতে আরও অনেক দেখিবার আছে।

স্ত্রী। আর কি দেখিতে চাও?

স্বামী। ধর, এই অল্পবয়সে বিবাহ দিলে, পুত্রের লেখা পড়ায় ব্যাঘাত জন্মে।

স্ত্রী। ঐ তোমাদের একটা বাঁধা বোল। ছেলে বিয়ে কল্লেই লেখা পড়া ছেড়ে দেয়, বিয়ে না কল্লেই খুব পণ্ডিত হয়—না?

স্বামী। বিয়ে কল্লেই যে সব ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, এমন কথা আমি বলিতে পারি না। তবে এ কথা বলিতে পারি, অনেক ছেলেই বিবাহ করিয়া আর লেখাপড়া করিতে চাহে না। অজ্ঞান বালক আমোদের রস পেলে কি আর কষ্ট করিতে চায়?

স্ত্রী। আমাদের ছেলে ত তেমন নয়। তোমার কথা ছাড়া এক পা যেতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না, তা'কে বিয়ে দিলেই কি সে লেখাপড়া ছাড়বে?

স্বামী। তা' যদিও না ছাড়ুক, তবু তাহাতে লেখাপড়ার ক্ষতি হইবে।

স্ত্রী। সে আবার কি?

স্বামী। সে কথাও বলিতে হইবে? প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ব্রহ্মচর্য্যের অন্যান্য নিয়ম পালন ত এক প্রকার অসম্ভব, তবে এই একটী নিয়ম পালন করিলে অনেকটা ব্রহ্মচর্য্যপালনের ফল পাওয়া যায়। বিবাহিতের লেখাপড়ায় বিশেষ মন থাকিলেও, তাহার সেরূপ লেখাপড়া করিতে শক্তি থাকে না।

স্ত্রী। তা' আমরা অত বুঝি না। আচ্ছা লেখাপড়ার কথা

য়ে বল্‌ছো, তাওত ছেলের শেষ হইয়াছে। আর নাকি তাহার পড়িতে হইবে না?

স্বামী। (হাসিয়া) লেখা পড়ার কি শেষ আছে? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হইয়াছে বই ত নয়; শিখিয়াছে কি?

স্ত্রী। কেন, তোমার চেয়েও ত সে বেশী পড়িয়াছে, লোকে বলে। ভাল কথা তোমারওত লেখা পড়ার সময়ে বিবাহ হইয়াছিল, তখন বুঝি এ শাস্ত্র ছিল না?

স্বামী। আমি বুঝি একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়াছি?

স্ত্রী। তা' না হও; ছেলে এইরূপ পণ্ডিত হইলেই আমাদের কাজ চলিবে।

স্বামী। কাজ চলাটা কি?

স্ত্রী। এই—তাহা হইলেই, সংসার-সৃষ্টি রক্ষা করিয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিবে।

স্বামী। সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

স্ত্রী। কেন তোমার কি চলিতেছে না?

স্বামী। চলে বই কি? কাল ত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। কাল ত কাটিতেছেই বটে। তবে আমার শিক্ষার অসম্পূর্ণতার যে কষ্ট, তাহা তোমাকে কিরূপে বুঝাইব?

স্ত্রী। তাহা বুঝাইয়া কাজ নাই। আমি তাহা বুঝিতেও চাহি না। ছেলে তোমার মত হইলেই সুখী হইব।

স্বামী। কেবল তোমার সুখ হইলেই কি হইল?

স্ত্রী। সে কি কথা?

স্বামী। ছেলের সুখ-দুঃখ কি দেখিবে না?

স্ত্রী। ছেলের সুখ-দুঃখ না দেখিলে আমার সুখ-দুঃখ হইবে কিসে? ছেলে ভাল থাকিবে বলিয়াই ত ঐরূপ বলিতেছি।

স্বামী। ছেলে ভাল থাকিবে, কিসে বুঝিতেছ?

স্ত্রী। কেন, তার অভাবটা কি? প্রচুর না হউক, যাহা তোমার আছে, তাহাতেই সে সচ্ছন্দে সুখে কাটাইতে পারিবে।

স্বামী। এইটি তুমি আবার ভুল বুঝিতেছ। আমার কি-ই বা এমন আছে। আর আমার হাজার থাকিলেও ছেলের উপার্জ্জন আবশ্যক। আমার এই মত যে, হাজার বড়মানুষের ছেলে হইলেও, নিজের পরিবার প্রতিপালনে সামর্থ্য না জন্মিলে, কাহারও দারপরিগ্রহ উচিত নহে।

স্ত্রী। বড়মানুষের ছেলে আবার রোজকার করিতে যাইবে না কি?

স্বামী। সে উপার্জ্জন করিতে যা'ক কি নাই যা'ক, তাহার উপার্জ্জন-ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। আর উপার্জ্জন করিতে গেলেই দোষটা কি? স্বোপার্জ্জিত অর্থসম্ভোগে মানুষের যে সুখ জন্মে, তাহা অবহেলার বস্তু নহে।

স্ত্রী। তোমার কথাই সব স্বতন্ত্র রকমের। যাহার অর্থের আবশ্যকতা নাই সেও গায়ের রক্ত জল করিয়া দু-চা'র টাকা উপার্জ্জন করিতে যাইবে না কি? সে উপার্জ্জনে বড় সুখ, না? আপিস থেকে গলদঘর্ম্ম হইয়া যে এক এক জন বাবু বাড়ীতে

ফিরেন—তাদের দেখ্‌লেও আমার কষ্ট হয়। এতে তুমি কি সুখ দেখিতে পাও, আমি বুঝিতে পারি না।

স্বামী। তুমি তাহা বুঝিতে পারিবেও না। আমার ইচ্ছা যে ছেলে কিছু উপার্জ্জন করিতে শিখুক, তার পরে তাহার বিবাহ দিও।

স্ত্রী। (ব্যঙ্গস্বরে) ছেলেকে যদি বিবাহের জন্য ততদিনই অপেক্ষা করিতে হয়, তবে আমাদের আর তাহার বিবাহ দিতে হইবে না। সে আপনিই বিবাহ করিতে পারিবে।

স্বামী। তা যদি হয়, তবে সেত ভালই।

স্ত্রী। এই না বড় হিন্দুশাস্ত্রের কথা বলিতেছিলে—এখন আবার এ কি রকম কথা বলিতেছ?

স্বামী। (হাসিয়া) এ কি হিন্দুর শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথা? আমার কর্ত্তব্য আমি করিব—ছেলে যদি তাহার কর্ত্তব্য না করে, আমি কি করিব? তাহাকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিলেই আমার অপরাধ হয়—সে শিক্ষা পাইয়াও কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে কি আমার ত্রুটি হইবে? আর নিজে দেখিয়া বিবাহ করা যে হিন্দু-শাস্ত্রবিরুদ্ধ এ কথা তোমায় কে বলিল?

স্ত্রী। কেন, একদিন তুমিই ত বলিয়াছ—আজ কাল ছেলেরা সব আপনারাই পাত্রী খুঁজিয়া বিবাহ করে—পিতামাতার আজ্ঞা বা ইচ্ছার দিকে দৃষ্টি রাখে না।

স্বামী। সে কথা ত এখনও বলি। যাহারা অশিক্ষিত, যাহাদের অল্প বয়সে বিবাহ হয়, তাহাদের পক্ষেই আমি ওরূপ

কার্য্য অবৈধ বলিয়াছি। যে রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার বয়সের চাঞ্চল্য বিগত হইয়াছে, সে নিজে দেখিয়া যদি বিবাহ করে, তবে তাহাতে ক্ষতি কি? তবে কথা কি জান? এরূপ শিক্ষিত ব্যক্তি পিতামাতার ইচ্ছা বা আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেই পারে না। তাহারা এসব ভার পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিলে, তাহাদের উপরে রাখিয়াই সুস্থ হয়। তাহারা জানে যে, শিক্ষিত হইলেও তাহাদের বয়সের এমন একটা চাঞ্চল্য আছে যে, ও সম্বন্ধে স্থির-বিচারে তাহাদিগের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। তাই, তাহারা পিতামাতার প্রতি ও ভার রাখিতে আহ্লাদিত হয়।

স্ত্রী। তাই যেন মানিলাম। মূল কথাটার কি হইল? ছেলের রোজকারের আবশ্যকতাটা কি?

স্বামী। সেই কথাই বলিতেছি। প্রথমে বলিয়াছি যে, স্বোপার্জ্জিত অর্থব্যয়ে যে আনন্দ জন্মে—পৈত্রিক অর্থ ব্যয় করিতে সেরূপ আনন্দ জন্মে না। তারপরে ধর, উপার্জ্জন করিতে ক্ষমতা জন্মিলে সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি গুণও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

স্ত্রী। উপার্জ্জনে টাকাই বাড়ে জানি—গুণটা কি রকম বাড়ে?

স্বামী। যে উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, তাহার একটা সৎসাহস জন্মে। সেইরূপ সাহস না থাকিলে এ সংসারে সত্যের মর্য্যাদা কেহ রক্ষা করিতে পারে না। যে মানুষ পরের অন্নে প্রতিপালিত, তাহার সহস্রগুণ সত্ত্বেও সেইরূপ সৎসাহসের অভাবে তাহাকে অনেক সময়ে ন্যায়ের

মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে হয়। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অমন মহাপুরুষ ভীষ্মও দেখ, দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া তাহার দুষ্কার্য্যে বাধা দিতে সমর্থ হইতেন না। আমাদের মত লোক ত নগণ্য।

স্ত্রী। তা এ কথাও আমি মানি। পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইলে, তাহার কথার অবাধ্য হইয়া চলা যায় না। সে একটা মন্দ কাজ কর্ত্তে গেলে, তাহাতে বাধা দেওয়ার যো নাই। বরং বাধ্য হইয়া তাহাতে সহায়তাও করিতে হয়। তুমি ত আর তাহার পর নও?

স্বামী। সে কথা ঠিক। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনাকেও পুত্রের পর বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহার স্বার্থপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।

স্ত্রী। (বিস্মিত হইয়া) সে কি—এ কোন্ বুদ্ধির কার্য্য? তোমাকে তোমার পুত্রের পর বলিয়া ভাবিতে হইবে?

স্বামী। হইবে বই কি। এই দেখ না। কখন কাহার কিরূপ মতি-গতি হয়, কেহ বলিতে পারে কি? আমি এখন আমার অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ছেলের বিবাহ দিলাম—ছেলের উপার্জ্জন ক্ষমতার দিকে চাহিলাম না। কিন্তু দুদিন পরে, আমার দুর্বুদ্ধি ঘটিল—হয় সকল অর্থ অপব্যয় করিয়া ফেলিলাম—নহিলে অসৎপথে পদার্পণ করিতে পুত্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। পুত্রের সাধুমতি আমার সে উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইতে চাহিল না। কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া হয় সে আমার সহিত সেই অবৈধ

কার্য্যে যোগ দিয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করিল, নইলে আমার সহিত বিবাদ করিয়া পরিবার-প্রতিপালনে অসমর্থতা-প্রযুক্ত স্ত্রীপুত্র লইয়া নানাপ্রকার কষ্টে কাল কাটাইতে লাগিল।

স্ত্রী। তোমার যেন স্বপ্ন দেখা হচ্ছে! তুমিও এমন হবে না, আর ছেলেরও এ কষ্ট হইবে না। সে জন্য না ভাবিতে পার।

স্বামী। আমি সেরূপ হব না, কিসে বুঝিলে?

স্ত্রী। তাহা আমি বুঝিয়াছি।

স্বামী। বুঝিয়াছ? আচ্ছা ভাব দেখি, আমি যেন আবার একটী বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেছি। সে বিবাহিতা পত্নীর পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। আমি সে স্ত্রীর একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি। তখন—

স্ত্রী। (গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া) তা' ঠিকই বলিয়াছ। পিতার অর্থ থাকিলেও, পুত্রের উপার্জ্জন-ক্ষমতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

স্বামী। এমন না বলিলে ত আর বুঝিবে না! তাই এই-রূপ বলিলাম।

স্ত্রী। না, সত্যই বলিয়াছ। আমি ছেলেকে উপার্জ্জনক্ষম না দেখিয়া বিবাহ দিতে চাহি না।

লোকজন।

স্বামী। কি আজ যে বড় রৌদ্র-বেশ দেখ্‌ছি!

স্ত্রী। সংসারে থাক্‌লে সব বেশই ধর্‌তে হয়—সব বেশই দেখ্‌তে হয়!

স্বামী। বটে—ব্যাপারটা কি?

স্ত্রী। ব্যাপার আর কি—পুরুষ মানুষ যে এমন হয় এ আমি আর কোথাও দেখি নাই; মানুষ-জনে এ হ'লে কি আর গ্রাহ্য ক'রে থাকে?

স্বামী। (হাসিয়া) তা ত ঠিক।

স্ত্রী। আবার হাস্‌ছো! একটু ভারীত্ব নাই। চাকর-বাকরে মান রাখে না—ঝি-চাক্‌রাণীতে কর্ত্তা বলে একটু ভয় করে না—বলিহারি পুরুষ-মানুষ তুমি!

স্বামী। বালাই—পুরুষ মানুষ আমি কেন হ'তে যাব? যেখানে তুমি আছ, সেখানে কি আর আমি পুরুষ?

স্ত্রী। নাও, তোমার সব কথাতেই ফচ্‌কেমি। প্রায় বুড়ো হয়ে এলে, এখনও রঙ্গরস গেল না।

স্বামী। রঙ্গরস গেলেই রৌদ্ররস হয় নাকি?

স্ত্রী। তা, কি হয় না হয়, আমি জান্‌তে চাই না। তোমার সংসার সৃষ্টি তুমি বুঝিয়া লও। আমি কয়েক দিন বাপের বাড়ী যাইয়া থাকি।

স্বামী। সে আর মন্দ কথা কি। বাড়ী থেকে গদাধর চক্রবর্ত্তী এসেছেন না কি?

স্ত্রী। আমি কি তবে প্রমদা?

স্বামী। তা কেন হবে—আমার ঘরে বিধুভূষণ নাই, সরলাও নাই। তবে আজ যে বড় রাগটার বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি!

স্ত্রী। তা তুমি ত আমার রাগই দেখ—আমার দোষই দেখ্‌তে পাও--আর কেহ ত কিছু অপরাধ করে না! যদি এমনই বুঝিয়া থাক, এই একা আমার জন্য সংসারে অশান্তি ভোগ কর কেন?

স্বামী। (স্বগতঃ) গতিক বড় ভাল নহে। (প্রকাশ্যে) বলি, কাজটাই কি হয়েছে বল না?

স্ত্রী। তা কি তুমি শুন্‌বে! তা যদি শুন্‌তে, তবে কি এমন হ'তে পারে? তা শুন আর নাই শুন, আমার একবার বল্‌তে হয়। তাই বোল্‌ছি। এই দেখ, তোমার সংসারে লোকজনের অভাব নাই। কিন্তু একটা কথা বল্লে যে কেউ শুন্‌বে, এমন লোক আমার নাই। এই দেখ ঘরের চাকর বাকর, ঝি চাক্‌রাণী একটী প্রাণীকেও ডেকে পেলেম না। সকলেই খাওয়া দাওয়া করে সুখে ঘুমুচ্ছে। আমার এ পোড়া চোখে ত ঘুম নাই।

মেয়েটা টাঁা টাঁা কচ্ছে—একটু যে কেউ নিয়ে বাইরে যাবে, এমন লোকটী পেলেম না।

স্বামী। কেন, সবই কি ঘুমিয়েছে ?

স্ত্রী। হাঁ—ঘুমিয়েছে। ঘুমন্ত মানুষকে জাগান যায়, কিন্তু সজাগ মানুষকে জাগান যায় না।

স্বামী। দাও তবে, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

স্ত্রী। এইত; এতেই ত বলি—পুরুষ-মানুষ এমন হলে, লোকজন তার মান রাখে না।

স্বামী। তুমি যে মান মান ক'রে অস্থির হলে! একটু কি দেখ্‌তে হয় না? সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত এরা খেটেছে; এখন একটু আরাম কচ্ছে—এখন সামান্য কাজের জন্য কি এদের ডাকাডাকি ভাল? চাকরই হউক আর চাকরাণীই হউক—এদেরও তো মানুষের শরীর বটে। এদের প্রতি একটু দয়া রাখতে হয়। তুমি ইহাদের ঠাকুরুণ—আর এরা তোমার দাসী চাকর—এ ভাবটা চব্বিশ ঘণ্টা মনে নাই বা রাখ্‌লে।

স্ত্রী। বটে? আচ্ছা এখন হতে বরং আমাকেই তাদের চাক্‌রাণী বলে মনে কোর্ব্ব। তা হলে ত তোমার সুখ হবে?

স্বামী। সরোজ—তোমার যে কিরূপ প্রকৃতি, তাহা এই বয়সেও আমি বুঝিতে পারিলাম না। সময়ে সময়ে তোমার দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। আবার সময়ে তোমার এমনই অকারণজাত ক্রোধ দেখিতে পাই যে, তখন

যেন আমার মনে হয়, তুমি আর একটী হইয়াছ। রাগটা একটু শান্ত কর। আমি যা বলি, তা শুন।

যে ভাবেই দেখিতে যাও, মনুষ্য-মধ্যে কাহাকেও আপনার হইতে নিকৃষ্ট ভাবিয়া অহঙ্কার করিতে পার না। তুমি ত হিন্দু-পত্নী—পূর্ব্বজন্ম মানিয়া থাক। তোমার জানা থাকা উচিত যে, ইহারা ও তুমি একই জাতীয়—কেবল সুকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রভেদেই আজ তোমাদের এইরূপ প্রভেদ ঘটিয়াছে। হয় ত আর এক দিন তুমি ইহাদের দাসী, ইহারা তোমার প্রভু ছিল—কেবল ভাল মন্দ কর্ম্মফলে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। আর ভাল মন্দ কর্ম্ম-পার্থক্যে আবার পরজন্মে তোমাদের স্থান স্থিরীকৃত হইবে। আজ যে তুমি প্রভু—ইহাতে অহঙ্কারের কিছুই নাই। কাল ইহারা আবার প্রভু হইতে পারে। কোন দিন ইহারা হয়ত প্রভু ছিলও। সুতরাং জগতের অবস্থাভেদ দেখিয়া মানুষকে ছোট বড় মনে করিও না। এ কথা যে কেবলমাত্র হিন্দুই বলে —এরূপ নহে। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম না মানেন—তাঁহারাও মানুষ যে সব সমান, তাহা স্বীকার করেন। দাসী প্রভুর যে মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে কোন ইতর বিশেষ নাই, সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণই প্রায় ইহা স্বীকার করেন। অতএব এই জগতের কয়েকটী দিন, তোমার আর্থিক অবস্থা উন্নত বলিয়া ইহাদিগকে তোমার ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে।

তবে কি দাস-দাসী দ্বারা কাজ করাইবে না? তাহা নহে। ইহাদিগের দ্বারা কাজ না করাইলে, তোমার যেমন কষ্ট, ইহা-

দেরও তেমন কষ্টের সম্ভাবনা। ইহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সহায়তা না পাইলে, লোকে ইহাদিগকে অর্থ দিতে চাহিবে কেন? আর, অর্থ না পাইলেই বা ইহাদের চলিবে কেমন করিয়া? তাই ইহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে দোষ নাই; তবে কথাটা কি জান, ইহারা বেতন গ্রহণে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই ইহাদিগকে মানুষ অপেক্ষা হীন কোন জন্তু মনে করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাদিগকে যথাসম্ভব কার্য্যে নিযুক্ত কর—কিন্তু ইহাদিগের সুখ-দুঃখের প্রতিও একটু লক্ষ্য রাখিও। মানুষের কিরূপ সাধ্য হইতে পারে·না পারে, না বুঝ এমন নহে—সেই সাধ্যের অতীত কোন প্রকার পরিশ্রম ইহাদিগের দ্বারা করাইতে যাওয়া ভাল নহে। আজ দেখ, সকলেই অত্যন্ত খাটিয়াছে। এখন একটু বিশ্রাম করিতেছে—এখন কি আমার ইহাদিগকে পুনঃ কার্য্যে নিযুক্ত করা দয়ার কার্য্য?

স্ত্রী। তা ত যেন নয়—এরা যে আমার ডাক শুনিতে পাইয়াও কপট-নিদ্রায় অভিভূত আছে, ইহা ইহাদের খুব কর্ত্তব্য হইতেছে, না?

স্বামী। দাঁড়াও—আমি সবই বলিতেছি। অনেক সময়ে এরূপ হয় যে, ইহারাই আপনাদের কর্ত্তব্য না বুঝিয়া প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করে। স্বীকার করি, এরূপ অনেক স্থলে ঘটে। এ সকল স্থলে কিছু শাসন করিলে, এদের ভাল হইতে পারে সত্য, কিন্তু বড় কষ্টে বলিতেছি যে, এইরূপ যিনি শাসন করিতে যান, তাঁহার কিছু ক্ষতিই হয়—তাঁহার চরিত্র অবনত হয়।

চাকর বাকরের উপর রাগ করিতে করিতে অনেকে ক্রোধরিপুর দাসানুদাস হইয়া পড়েন। কাজেই আমি মনে করি, চাকরকে প্রথমে তাহার কর্ত্তব্য বুঝাইয়া বলা উচিত। তাহাতে যদি কোন ফল না হয়, তাহাকে জবাব দেওয়া উচিত। ক্রোধবশে তাহাকে তাড়না করা ভাল নহে। আমি স্বীকার করি, এরূপ নিয়ম অনুসরণ করিলে ভৃত্যগণের কর্ত্তব্যজ্ঞান দিন দিনই কমিতে পারে; কিন্তু বরং আমি তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত, তবু তাহাদিগকে শাসন করিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্রোধের বশীভূত হইতে চাহি না।

আর এই যে 'মান মান' করিয়া অস্থির হইতেছিলে, পৃথিবীতে ইহার অপেক্ষা অধিকতর অশান্তির বিষয় অতি অল্পই আছে। ভগবানের এমন অদ্ভুত সৃষ্টি—যাহাতে লোকে আপাততঃ সুখ অনুভব করে, প্রায় তাহাতেই তিনি অপর্য্যাপ্ত দুঃখ রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের যে সকল রিপু আছে—তাহারা যেন বিষকুম্ভপয়োমুখ মিত্রের ন্যায় আমাদিগের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে। সুখের প্রলোভন দেখাইয়া ইহারা আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। এই কাম বল, ক্রোধ বল, লোভ বল, মোহ বল, মদ বল, মাৎসর্য্য বল, সকলেরই চরিতার্থতায় এক প্রকার সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি যে বৃত্তির অধীন হইয়া উহাদিগের নিকট সম্মান আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, উহার চরিতার্থতাতেও এক প্রকার সুখ অনুভব হয়; অর্থাৎ লোকে যদি কাহাকেও সম্মান করে, তবে সেই সম্মানপ্রাপ্তি জন্য তাহার এক

প্রকার সুখ হয়। কিন্তু ঐ সুখের আশায় থাকিলে, তাহাকে যে কষ্ট পাইতে হয়, তাহা অবর্ণনীয়। আজ এ আমাকে সম্মান করিল না, ও আজ আমাকে অবহেলা করিল—এই প্রকার চিন্তা যাহার মনে রাতদিন লাগিয়া থাকে, তাহার ভাগ্যে শান্তি বড় দেখা দেন না। এরূপ চিন্তার, এরূপ বৃত্তির যত কম অনুশীলন হয়, ততই লোকের মঙ্গল। তুমিই একটু ভাবিয়া দেখ না কেন, যদি এই অসম্মান প্রাপ্তির ভয় সর্ব্বদা তোমার না থাকিত, তবে কি তোমার এত অশান্তি হইত? এই মানে আঘাত লাগিলেই আবার ক্রোধ হয়। ক্রোধ হইলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তখন তাহার মানসিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া থাকে—সেই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য করা হয়, তাহার ফলও সেইরূপ শোচনীয় হয়। ক্রোধে মত্ত হইলে বর্ত্তমানের অশান্তিত হয়ই—রাগের মাথায় কোন কাজ করিয়া বসিলে, ভবিষ্যতের জন্য তাহার অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই অশান্তি যাহাতে না হয়, তাহার চেষ্টা করা কি উচিত নহে? নাই বা সম্মান করিল ভৃত্যগণ, কাজ ত রীতিমত করিয়া থাকে?

স্ত্রী। হাঁ—যাহারা মুনিবকে সম্মান করে না তারা আবার রীতিমত কাজ করে! তুমি বেশ বুঝ!

স্বামী। যদি কাজ না করে, তবে তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগই ভাল। আর যদি কাজে কোন ত্রুটি না ঘটে, সম্মানের ত্রুটি ঘটিতেছে বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ উচিত নহে।

স্ত্রী। চাকর বাকর কি শুধু কাজের জন্য, না সম্মানের জন্য ও বটে?

স্বামী। উভয়েরই জন্য।

স্ত্রী। তাহা হইলে যে চাকর বাকর সম্মান না রাখিল, তাহাকে রাখার প্রয়োজন?

স্বামী। প্রয়োজন, কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য।

স্ত্রী। থাক্ অমন কাজ আমি চাই না। নিজেরা করিয়া খাইব।

স্বামী। তা যদি পার, তাহা হইলে এখনই আমি পরমাহ্লাদে ইহাদিগকে জবাব দিই। তা পার না বলিয়াই ত সহ্য করিতে বলিতেছি।

স্ত্রী। কেন সহ্য কর্ব্বো? ঢের চাকর বাকর পাওয়া যায়, যাহারা, কাজও করে সম্মানও রাখে। আর আমাদিগের কথা না শুনিলে তাহারা কাজটাই বা করিবে কি? এমনও ত আমি ব্যবস্থা কোথাও দেখি নাই।

স্বামী। আমাদিগের কাজের কথা না শুনিলে অবশ্য সে চাকর কাজও করিল না—মানও রাখিল না। তাহাদিগকে জবাব দিতে পার। তবে কথা কি জান, তোমরা অনেক সময়ে তাহাদিগকে অন্যায়রূপে তাড়না করিতে এমন করিয়া তোল যে, বাস্তবিকই তাহাকে জবাব দেওয়া কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। তা এইরূপই যদি চলিতে থাকে, তবে দু দশদিন অন্তরেই চাকর বাকর পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

স্থূলকথা এই যে, উহাদের প্রতি সন্তানবৎ দৃষ্টি না রাখিলে, কি উহাদের, কি তোমাদের, কাহারও পক্ষে সুখের সম্ভাবনা নাই। আর যদি উহাদিগকে সন্তানের মত দেখিতে পার, তবে অত বৃথা সম্মানের জন্য লালায়িত থাকিয়া সর্ব্বদা কষ্টও পাইতে হয় না, পদে পদে মান সম্ভ্রমও নষ্ট হয় না।

স্ত্রী। উহারা আমাদিগকে মা বাপের মত না দেখিলে, কি উহাদিগকে সন্তানের মত দেখা যায়?

স্বামী। কুপুত্র হইলে কি জনক জননী তাহাকে পিতৃমাতৃ-স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে?

স্ত্রী। নাও, তুমি কোন্ কথায় কিসের তুলনা আনিলে—তোমার সঙ্গে কথায় পারি না, তাই তুমি অনেক অন্যায় কথা কহিয়াও জিতিয়া যাও।

স্বামী। তা তর্ক কর্‌তে ত তুমিও কম একজন নও। আমি তোমার তর্কের ফেরে পড়িয়া স্বীকার করিয়া বসিয়াছি যে সম্মান রক্ষার্থ লোকের ভৃত্যাদি প্রয়োজন। আমি কিন্তু উহা মানি না।

স্ত্রী। যা দশে মানে, তা যে না মানে, সেত প্রকৃতিস্থ নহে।

স্বামী। দশে যাহা করে, তা যে না করে সেও প্রকৃতিস্থ নহে।

স্ত্রী। দশে কি করে?

স্বামী। দশে চাকর বাকরকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করে—

তাহাদিগের সুখ দুঃখ বুঝে, তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর ভাবে সারাদিন তাহাদিগকে পীড়ন করে না। রাতদিন সম্মান সম্মান করিয়া অস্থির হয় না।

স্ত্রী। আমি তা পার্ব্বো না।

স্বামী। কাজেই পার্ব্বে। আমি আজ এদিগকে জবাব দিই—দুদিন পরে, আপনা হইতেই ঠেকিয়া তাহাদিগকে স্নেহ করিতে শিখিবে।

স্ত্রী। সেত ভালই বুঝিয়াছ! (প্রস্থানোদ্যত)

স্বামী। (বাধা দিয়া) রাগ কচ্ছ কেন?

স্ত্রী। না, রাগ আর কই কল্লে'ম।

স্বামী। তবে এখান হতে চলিয়া যাইতেছ কেন? একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখ, এই যে চাকর বাকরে তোমাকে সম্মান করে না, এ দোষটা বেশী কাহার? চাকর বাকর গতর খাটিয়া খায়—তাহারা কি মুনিবকে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারে? তবে কি জান, অতিশয় নিঙ্‌ড়াইলে লেবুও তিক্ত হয়।

চাকর বাকরের ত্রুটি অনেক হয় স্বীকার করি। কিন্তু সেই সকল ত্রুটিকেই তাহাদের অভিসন্ধিমূলক ভাবিয়া তিরস্কার করা উচিত নহে। যেটাতে তাহাদের মনের কোন দোষ নাই, যাহা তাহাদের বুদ্ধির ত্রুটিতে ঘটিয়াছে, সেটার জন্য বেশী তিরস্কার করিলে, তাদের বড়ই কষ্ট হয়। প্রথমে কষ্ট হয়; একদিন, দুইদিন, তিনদিনের দিন তাহাদের বিরক্তি হয়, রাগ হয়। শেষে, তাহাদের মনেই দোষ হইয়া পড়ে। সেই জন্য বলিতেছিলাম,

যেমন ছেলেপিলে কোন অপরাধ করিলে, তাহা বুদ্ধির দোষে করিয়াছে বলিয়া ক্ষমা কর, চাকর বাকরের অপরাধও যদি সেই-রূপ বুদ্ধির দোষে ঘটিয়াছে বলিয়া ক্ষমা কর, তবে তাহারাও সাবধান হয়, তোমারও কষ্ট পাইতে হয় না। আর চাকর বাকরের সময় অসময়টাও একটু দেখিতে হয়। তুমি ত আমার স্ত্রী, কিন্তু তোমার ঘোর অসুখের সময়েও যদি আমি কোন কাজ করিতে বলি, তোমার কি মনে কষ্ট হয় না? চাকর বাকর ত উঠিয়া যাইবার ক্ষমতা রাখে, তোমার ত সে ক্ষমতা নাই। তবু তোমার দেখ তাহাতে বিরক্তি হয়, কষ্ট হয়। এই সকল ভাবিয়া তাহাদের প্রতি সুব্যবহার করিলে, তাহারা তোমাকে অবশ্যই সম্মান করিবে, অবশ্যই তোমার আজ্ঞা পালনার্থ বদ্ধপরিকর হইবে। সম্মান চাহিলেই পাওয়া যায় না, সম্মান পাইতে কিছু কাজেরও দরকার।

পুত্রের বিবাহ

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ।)

স্ত্রী। এখন ত ছেলে রোজগার কচ্ছে—এখন তা'র বিবাহের চেষ্টা কর্ত্তে পার।

স্বামী। তাইত ভাবছি—বয়সও এখনও বেশী হয় নাই—সবে একুশ বছর। ওদিকে তোমার কথাটাও চিন্তার বিষয় বটে।

স্ত্রী। আর ভেবে কাজ নাই। আমি দুচা'রটী মেয়েরও সন্ধান নিয়েছি। যদি কাজ কর্ত্তে হয়, তবে তাদের দেখে শুনে কথাবার্ত্তা স্থির কর।

স্বামী। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) আচ্ছা, তাই হবে। তুমি কোথায় কেমন পাত্রী সন্ধান জান, বল দেখি।

স্ত্রী। (সহর্ষে) এই প্রথমে ধর, দেশের মধ্যেই একটী পাত্রী আছে। ঘর ভাল। দুখানা পেতেও পার্ব্বে। পাত্রীটীও যেন সোনার পুতুল।

স্বামী। পাবার কথা কেন তুল্‌ছ? আমি কিছু নিতে চাই না, পাত্রীটি আমার পছন্দমত হইলেই হয়।

স্ত্রী। কেন নেবে না? দশজনেই ত নিচ্ছে—তুমি নেবে না কেন?

স্বামী। দশজনে একটা খারাপ কাজ করে ব'লে কি আমাকেও তাই কর্ত্তে হবে?

স্ত্রী। ছেলের বিয়েতে টাকা নেওয়া কি খারাপ কাজ?

স্বামী। তা' আর বল্‌তে! হিন্দুর সমাজ যে এই কুব্যবহারে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। এই কুপ্রথা জন্যই ত লোকে যথাসময়ে কন্যাদান করিতে পারিতেছে না—এই কুপ্রথা জন্যই ত কন্যার বিবাহে কন্যাকর্ত্তা আর পাত্রাপাত্র বিচার করিতে পারিতেছে না। এই কুপ্রথা সমাজে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যে কত পরিবারকে নিরন্ন করিয়াছে—নিরন্ন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দুর নিকট প্রাণ অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়—তাই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও হিন্দুধর্ম্ম রক্ষাজন্য কন্যাকে পাত্রস্থ করিতেছে। হিন্দুসমাজে না হইয়া যদি আর কোন এইরূপ দরিদ্র সমাজে এই প্রথা প্রচলিত হইত, বুঝি তাহা হইলে, অনেক কন্যার বিবাহই জুটিত না। হিন্দু বলিয়া আজিও গরিব গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কন্যাকে পাত্রস্থ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছে—যে পর্য্যন্ত তাহা না করিতে পারিতেছে, সে পর্য্যন্ত তাহার আহার নিদ্রা সব বন্ধ হইতেছে। কিন্তু এরূপ থাকিলে, হিন্দুও আর জাতিধর্ম্ম রাখিতে পারিবে না। পরিণামে এই দাঁড়াইবে যে, লোকে আর কন্যাকে

পাত্রস্থ করা একটা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবে না। তখন ইংলণ্ডাদি দেশের মত কন্যাকেই বর খুঁজিতে হইবে। ক্রমে ঘোর ব্যভিচার সমাজমধ্যে প্রবেশ করিবে। কুমারীগণ সন্তান প্রসব করিয়া লোকলজ্জাভয়ে তাহাদিগের বিনাশসাধন করিবে; ঠিক এখন বিলাতে যেরূপ হইতেছে, সেইরূপ হইবে। এ কি সহজ কুপ্রথা?

স্ত্রী। বটে?—এ কুপ্রথা ত এখনই দূর করা উচিত। যদি এমন হয়, তবে যে হিন্দু পাত্রপণ গ্রহণ করিয়া ছেলের বিবাহ দেয়, তাহাকে আমি যে নরকের কীট বলিয়া মনে করি। তাঁহারা কি ইহা বুঝেন না?

স্বামী। কেমন করিয়া বলিব? যাঁহারা বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত, সমাজে যাঁহারা এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁহারা যে এ কথা বুঝেন না, ইহা কেমন করিয়া বলিব?

স্ত্রী। তবে তাঁহারা এরূপ করেন কেন?

স্বামী। অতি সুন্দর রহস্যপূর্ণ কারণ আছে। সকলেই মনে করেন, তাঁহার একার কার্য্যে অত বড় বৃহৎ সমাজের ইষ্টানিষ্ট কি হইতে পারে? তিনি একা দায়গ্রস্থ হইয়া অর্থ গ্রহণ করিবেন, অন্যে ত সেরূপ দায়গ্রস্থ নহে—তাঁহারা এরূপ না করিলেও পারেন। সেই যে একটা গল্প শুনিয়াছি—এক রাজা একটা নূতন পুকুর কাটাইয়া হুকুম করিলেন যে, তাঁহার রাজ্যস্থ সকল গোয়ালাকেই উহাতে এক এক কলসী দুধ ঢালিতে হইবে। রাজাজ্ঞা সকলেই শুনিল—সকলেই শুনিয়া মনে মনে স্থির করিয়া

রাখিল যে, যখন এত লোকে দুধ ঢালিবে, তন্মধ্যে তাহার এক কলসী জল ঢালিলে, কে তাহা ধরিতে পারিবে? এইরূপ মনে করিয়া অন্ধকার রাত্রিতে সকলেই দুগ্ধের পরিবর্ত্তে সেই পুষ্করিণীতে এক এক কলসী জল ঢালিয়া গেল। রাজা প্রভাতে দেখিলেন, পুষ্করিণীতে কেহই দুগ্ধ ঢালে নাই—সকলেই জল ঢালিয়াছে। গোয়ালার এই বুদ্ধির ন্যায় আমাদের এই সমাজের বুদ্ধি হইতেছে। সকলেই নিজের কথাটা সমাজ হইতে আলাহিদা ভাবিয়া কার্য্য করিতেছেন—তাই সমাজ আর বুঝি তাহার অস্তিত্ব রাখিতে পারিতেছে না।

স্ত্রী। আচ্ছা আমি ভাবি কি—এ একটা মন্দ কাজই বা কি? মেয়েও ত সন্তান বটে। তাকে ত দু'খানা দিতে হয় এমন না করিলে মেয়েকে ত বড় কেউ কিছু দেয় না। না হয় মেয়ে এই লক্ষ্যেই কিছু পাইয়া গেল।

স্বামী। এটা তোমার বুঝিবার ভুল। তুমি কেন—অনেকেই এরূপ ভুল বলিয়া থাকেন।

স্ত্রী। ভুল কেন?

স্বামী। যে কার্য্য লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য—তাহা সম্পন্ন করিতে যদি সহজ পন্থা না দেখান যায়, লোকে তবে তাহা করিতে পারিবে কেন? সেই সমাজই ত এক দিন অসমর্থের পক্ষে হরিতকী দিয়া কন্যাদানের ব্যবস্থা করিয়াছে—এখন সেই সমাজ যদি এইরূপ পাত্রপণ চালাইতে থাকে, লোকে সে সমাজের কথায় চলিবে কেন? সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইবে—ঘোর ব্যভি-

চার ঘটিতে থাকিবে, হিন্দুর হিন্দুয়ানী—জগতে হিন্দুজাতির যে সর্ব্বপ্রধান খ্যাতি—তাহাদের রমণীর সতীত্ব—তাহা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে। এই কুপ্রথা বর্ত্তমান থাকিলে—নিশ্চয়ই হিন্দুজাতি জগত হইতে লুপ্ত হইবে। যাহা যুগযুগান্তরের ধর্ম্মবিপ্লবে ঘটিতে পারে নাই, যাহা যুগযুগান্তরের শাসনবিপ্লবে ঘটিতে পারে নাই, সামান্য সমাজবিপ্লবে তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। এই কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া রাজপুতনায় রাজপুতগণ আপনার কন্যার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়া তবু সমাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত, বাঙ্গালী সমাজধর্ম্মেরই গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবে।

স্ত্রী। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমার মনে লাগিতেছে। আমাদের তবে কিছু নিয়ে কাজ নাই। আমাদের অভাবই বা কি?

স্বামী। তুমি যে পাত্রীটির কথা বলিতেছ সে কার মেয়ে?

স্ত্রী। রাম বাবুর মেয়ে।

স্বামী। রাম বাবুর মেয়ে সুন্দরী বটে; কিন্তু সে মেয়ে ত আমি আনিতে পারি না।

স্ত্রী। কেন?

স্বামী। উহার মাতার যে কেবল কন্যা সন্তানই জন্মিয়াছে, সেই কন্যাদের মধ্যেও কাহারও পুত্র জন্মে নাই। এমন কন্যা কি আমি আনি?

স্ত্রী। কেন, তাতে কি?

স্বামী। তাতে ধর্ম্মহানি হয়।

স্ত্রী। ধর্ম্মহানি হয় কিরূপে?

স্বামী। শাস্ত্রে ওরূপ কন্যা গ্রহণে নিষেধ আছে। আর শাস্ত্রে নিষেধ না থাকিলেই বা কি ; সহজেই ত বুঝিতে পার, এমন কন্যার পুত্র সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা বড় কম।

স্ত্রী। শাস্ত্রে থাকিলে কিছু বলিতে পারি না। তবে যে এমন কন্যার পুত্র সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা কম বলিতেছ, আমরা উহা মানি না। যাহার যে ফল আছে, তাহা ফলিবেই। তোমার ও সব মত আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না।

স্বামী। এই দেখ আবার তুমি কত ভুল করিতেছ

স্ত্রী। কি ভুল করিলাম?

স্বামী। তুমি হিন্দুর প্রকৃত অদৃষ্টবাদ না বুঝিতে পারিয়া শাস্ত্রশাসনও লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতেছ।

স্ত্রী। হিন্দুর অদৃষ্ট কি অশাস্ত্রীয় নাকি ?

স্বামী। না তা' কে বলে ?

স্ত্রী। তবে যে বল, আমি শাস্ত্রশাসন অবহেলা করিতেছি ?

স্বামী। তা' বলি এই জন্য। হিন্দুর অদৃষ্টবাদ এমন নহে যে, ইহকালে কাহারও কিছু দেখিয়া শুনিয়া করিতে হইবে না। হিন্দু একথা কখনও বলিবে না যে, কেবল মাত্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যফলই ইহজীবনে ঘটিতে থাকিবে। ইহজীবনের কার্য্যফল কিছুই ফলিবে না।

স্ত্রী। অদৃষ্টের কথায় আবার পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের কার্য্যের কথা কিরূপে আসিল ?

স্বামী। হিন্দুর নিকট অদৃষ্ট অর্থ ত তাই। হিন্দু বলে যে,

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যে সকল কর্ম্মফল ভোগ হইয়া যায় নাই তাহাকেই অদৃষ্ট বলে। আর ইহজন্মের কার্য্যকে পুরুষকার বলে। অদৃষ্টকে দৈবও বলা যায়। এই দৈবও পুরুষকার, দুই যোগে ইহজীবনের ফলাফল ঘটিয়া থাকে।

স্ত্রী। তবে ইহজীবনের কার্য্য দ্বারা অদৃষ্ট খণ্ডন করা যায়?

স্বামী। যায় বই কি। কার্য্যের ফল কার্য্যের দ্বারা কেন খণ্ডন করা যাইবে না? সে কথা পারি ত আর একদিন বলিব। এখন ইহাই বুঝিয়া রাখ যে, যে হিন্দু অদৃষ্টবাদ মানিতে বলিতেছে, সেই হিন্দুর শাস্ত্রই আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

স্ত্রী। শাস্ত্রে কি পাত্রী কিরূপ হইবে, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছে?

স্বামী। তা' বলে নাই?

স্ত্রী। কি বলিয়াছে, শুনি।

স্বামী। শুন—বলিয়াছে অতি সামান্য কথা। কিন্তু সে সব কথার মূল্য ঢের। তোমাকে বলিতেছি, শুন।

মনু বলিয়াছেন—

যে স্ত্রীলোক মাতার অসপিণ্ডা অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাতা নহেন ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমগোত্র নহেন। এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হন, এমন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে।

স্ত্রী। এই জন্য বুঝি এক গোত্রে বিবাহ হয় না?

স্বামী। হাঁ।—এখন অন্যান্য দেশেও এই কথার সারবত্তা লোকে ক্রমে বুঝিতেছে। যে সব দেশে নিকটসম্পর্কীয়া ভগিনী, পিসি প্রভৃতির বিবাহ চলিত আছে, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ এই মতের পক্ষপাতী হইতেছেন।

স্ত্রী। আচ্ছা, আর কি বলিয়াছেন?

স্বামী। মনু আরও বলিয়াছেন যে, জাতকর্ম্মাদিসংস্কারক্রিয়া-হীন কুল, যে কুলে অধিকাংশ সন্তানই কন্যা জন্মে, যে কুল বেদাধ্যয়নরহিত, যে কুল বহুলোমযুক্ত, যে কুলে অর্শ রোগ আছে, যাহাতে রাজযক্ষ্মা আছে, যাহাতে অপস্মার আছে, যে, কুলে শ্বিত্ররোগ আছে, যে কুলে কুষ্ঠ রোগ আছে, এই দশকুল অন্যথা শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন হইলেও বিবাহসম্বন্ধে পরিত্যজ্য।

ইহার অর্থ সহজেই বুঝিতে পার। যে সব রোগ বংশপরম্পরায় প্রসারিত হইতে পারে, সেই সব রোগযুক্ত কুল, শাস্ত্রকার ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। যে কুলে অধিকাংশ সন্তানই কন্যা হয়, সেই কুলের কন্যা গ্রহণ করিলে, সেই কন্যাসন্তানও পুত্রপ্রসূতি না হইতে পারে। বহুলোমযুক্ত কুল কেন ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, আমি বুঝিতে পারি না। কিন্তু তবু ইহাতে আমার আস্থা আছে। অন্য দশটা কথায় যাঁহার ভূয়োদর্শন প্রতিফলিত বিজ্ঞতা দেখিতে পাই, তাঁহার দুই একটা কথা আমরা না বুঝিতে পারিলেও, তাহাতে বিশ্বাস করা উচিত।

স্ত্রী। আচ্ছা এ সম্বন্ধে আরও কিছু শাস্ত্রে আছে নাকি?

স্বামী। আছে। পিঙ্গল বা রক্তকেশী, ছয় অঙ্গুলিবিশিষ্টা,

চিররুগ্না, লোমশূন্যা অথবা বেশী লোমযুক্তা, অপরিমিতবাচা এবং পিঙ্গলনেত্রা কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই।

স্ত্রী। এর তাৎপর্য্য বেশ বুঝা যায়। জানিয়া শুনিয়া এরূপ কুৎসিত কন্যাকে কে লইয়া থাকে? ঝগড়াটে বউই বা কে নেয়? অনেক কথা কি বউঝির ভাল?

স্বামী। আরও আছে। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, স্বর্গ ও সেবাসূচক দাসাদির নামে যে কন্যার নাম, তাহাকে এবং অতি ভয়ানকনামযুক্তা কন্যাকে কেহ বিবাহ করিবে না।

স্ত্রী। ইহার অর্থ কি?

স্বামী। ইহার সকল অর্থ আমি বলিতে পারি না। ভয়ানক নামযুক্তা কন্যাকে কেন বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এক প্রকার বুঝাইতে পারি, কিন্তু অন্যগুলি সম্বন্ধে নিষেধের যে কি তাৎপর্য্য, তাহা ঠিক বলিতে পারিব না। বোধ হয়, যে কন্যার নামের সহিত কঠোরতার সংশ্রব আছে, সে কন্যাকে বিবাহ করিবে না,—ইহাই ঐ সকল কথার উদ্দেশ্য।

স্ত্রী। আচ্ছা, নাম ত সহজেই পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারা যায়।

স্বামী। জানি না। জানিয়া এ কথা আর একদিন তোমায় বুঝাইয়া বলিব।

স্ত্রী। আর কি আছে?

স্বামী। যাহার কোনও অঙ্গবিকৃতি নাই—যাহার নাম সহজে উচ্চারণ করা যায়; হংস বা গজের ন্যায় যাহার গতি, যাহার

লোম, কেশ ও দন্ত অনতিস্থূল, এমন কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে।

স্ত্রী। ইহার তাৎপর্য্য বেশ বুঝা যায়।

স্বামী। এই গেল মনুর কথা। তার পরে জ্যোতিষশাস্ত্রে আরও কিছু বলিতেছে।

স্ত্রী। জ্যোতিষ মানিলে ত অদৃষ্ট মানিতে হয়।

স্বামী। অদৃষ্ট কি আমি মানি না? আমি অদৃষ্ট মানি বলিয়াই—জ্যোতিষের কথাও শুনিতে বলিতেছি। জ্যোতিষ দ্বারা, যদি সম্ভব হয়, অদৃষ্ট জানিয়া—তাহার খণ্ডনের চেষ্টাই আমার পরামর্শ।

স্ত্রী। জ্যোতিষের মতে অদৃষ্ট কি খণ্ডন করা যায়?

স্বামী। কেন যাবে না? জ্যোতিষে ত এমন বলে না যে, তাহা খণ্ডন করা যাবে না।

স্ত্রী। জ্যোতিষে আবার পাত্রী নির্ব্বাচনের কোন বিধি আছে না কি?

স্বামী। আছে বই কি। জ্যোতিষে যাহা আছে, সাধারণভাবে তাহাও তোমার জানিয়া রাখা উচিত।

স্ত্রী। আমি কি তাহা বুঝিব?

স্বামী। বুঝিবে না কেন? যাহাতে তুমি বুঝিতে পার, আমি এই রকম ভাবেই বলিব।

স্ত্রী। (সহর্ষে) আচ্ছা তবে বল।

স্বামী। জ্যোতিষে বলে যে বর ও কন্যার গণ ও রাশি মিলন চাই।

স্ত্রী। গণ কাহাকে বলে?

স্বামী। "গণ" জ্যোতিষের একটা সাঙ্কেতিক কথা। রাশি নক্ষত্র কাহাকে বলে জান?

স্ত্রী। কাহাকে বলে জানি না, তবে উহার নাম শুনিয়াছি।

স্বামী। যে দিন যে সময়ে যাহার জন্ম হয়, সেইদিন সেই সময়ে চন্দ্র যে নক্ষত্রে ও যে রাশিতে থাকেন, তাহাকেই সেই জাতব্যক্তির জন্মনক্ষত্র ও জন্মতারা বলে—সংক্ষেপে তাহার রাশি নক্ষত্র বলে।

স্ত্রী। বুঝিতে পারিলাম না।

স্বামী। একখানা পঞ্জিকা আন।

স্ত্রী। এই পঞ্জিকা রহিয়াছে। কি করিতে হইবে বল।

স্বামী। দেখ ১৫ই শ্রাবণ দুই প্রহর বেলার সময় কি নক্ষত্র?

স্ত্রী। পাঁজিতে লেখা আছে স্বাতি নক্ষত্র। পরে লেখা আছে ৩৪।৯ ৫২ ইংরা। রাত্রি ৭।১১।২৬।

স্বামী। আর পড়িতে হইবে না। ইহার অর্থ এই যে রাত্রি ৭টা ১১মিনিট ২৬ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত স্বাতি নক্ষত্র ছিল। এই সময় মধ্যে যাহার জন্ম হইয়াছে তাহার নক্ষত্র স্বাতি নক্ষত্র।

স্ত্রী। নক্ষত্র কয়টি?

স্বামী। সাতাইশটি। ইহা প্রথমে শিখিতে হইবে।

নাম—

১ অশ্বিনী	৩ কৃত্তিকা	৫ মৃগশিরা
২ ভরণী	৪ রোহিণী	৬ আর্দ্রা

৭ পুনর্ব্বসু	১৪ চিত্রা	২১ উত্তরাষাঢ়া
৮ পুষ্যা	১৫ স্বাতি	২২ শ্রবণা
৯ অশ্লেষা	১৬ বিশাখা	২৩ ধনিষ্ঠা
১০ মঘা	১৭ অনুরাধা	২৪ শতভিষা
১১ পূর্ব্বফল্গুনী	১৮ জ্যেষ্ঠা	২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ
১২ উত্তরফল্গুনী	১৯ মূলা	২৬ উত্তরভাদ্রপদ
১৩ হস্তা	২০ পূর্ব্বাষাঢ়া	২৭ রেবতী।

এই নামগুলি ও তাহার সংখ্যাগুলি মুখস্থ করিয়া লইতে হইবে।

স্ত্রী। নক্ষত্র বুঝিলাম—এখন রাশির কথা বল।

স্বামী। আচ্ছা এই যে ১৪ই শ্রাবণ তারিখের পাঁজি দেখিতেছ—উহাতে দেখ দেখি, ঐ দিন কিসের চন্দ্র?

স্ত্রী। তাহা ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। তবে তারিখের পাঁজির বামপার্শ্বে কতকগুলি অঙ্কমধ্যে লেখা আছে "তুলার চন্দ্র"। এই না কি?

স্বামী। হাঁ ঐ; ঐ তারিখে সমস্ত দিবা রাত্রি চন্দ্র তুলাতে আছেন। যদি তাহা না থাকিতেন, লেখা থাকিত তুলার চন্দ্র দং ———অর্থাৎ সেই সময়ের পরে তুলার পরের রাশির চন্দ্র হইত।

স্ত্রী। রাশি কয়টী?

স্বামী। রাশি বারটি—যথা—

১ মেষ	২ বৃষ	৩ মিথুন	৪ কর্কট	৫ সিংহ	৬ কন্যা
৭ তুলা	৮ বিছা	৯ ধনু	১০ মকর	১১ কুম্ভ	১২ মীন

স্ত্রী। তবে তুলার চন্দ্রের পর বিছার চন্দ্র হইত?

স্বামী। ঠিক বলিয়াছ।

স্ত্রী। আচ্ছা ইহাও বুঝিলাম—এখন জাতকের রাশি বুঝি কিরূপে?

স্বামী। তাহা বলিতেছি। অন্য সময়ে যে রাশিতে চন্দ্র থাকিবে, তাহাই সেই জাতকের রাশি, যেমন ১৪ই শ্রাবণ যে জন্মিল, তাহার রাশি তুলা।

স্ত্রী। আর যদি সে ৭টা ১১ মিনিটের মধ্যে জন্মে, তবে তাহার নক্ষত্র স্বাতি পরে জন্মিলে নক্ষত্র বিশাখা, এই না?

স্বামী। হাঁ—এইরূপেই রাশি নক্ষত্র স্থির হয়।

স্ত্রী। আচ্ছা পাঁজিতে যে এই লেখা দেখিতেছি, "জন্মে তুলা রাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ" ইহাই জাতকের রাশি, বর্ণ ও গণ নাকি?

স্বামী। হাঁ।

স্ত্রী। তবে ত ইহা দেখিয়াই সহজে নির্ণয় করা যায়; যাহা বলিলে তাহা শিখিবার প্রয়োজন নাই।

স্বামী। মূলটা শিখিয়া লওয়াই ভাল। যদি পঞ্জিকায় উহা লেখা না থাকিল, যদি জন্মসনের পঞ্জিকাই না জুটিল তবে স্থির করিবে কিরূপে? তাই মূলই শিখিয়া রাখা ভাল।

স্ত্রী। আচ্ছা রাশি বুঝিয়াছি। নক্ষত্রও বুঝিয়াছি। এখন কথা হইতেছে, পাত্রীর রাশি নক্ষত্র জানিতে হইলে যে, সেই সনের পঞ্জিকা চাই। তাহা কোথায় পাইব?

স্বামী। না, তাহা খুঁজিতে হইবে না। পাত্রীর কোষ্ঠী বা ঠিকুজি থাকিলে, তাহা দেখিয়াই রাশি নক্ষত্র স্থির করিতে পারিবে।

স্ত্রী। হাঁ আমরা আবার কোষ্ঠী দেখিতে যাইব?

স্বামী। দরকার হইলে গেলে দোষ কি? নিজে একটু জান্‌লে অন্যে ঠকাইতে পারে না।

স্ত্রী। এতে আবার ঠকাঠকি?

স্বামী। আছে। তাহা পরে বলিতেছি। এখন সেই কোষ্ঠী বা ঠিকুজীর কথা বলি। সেই কোষ্ঠী বা ঠিকুজীতে জাতকের রাশি নক্ষত্র ও গণও লেখা থাকে।

স্ত্রী। তবেত আর গোলই নাই।

স্বামী। আমি কিন্তু সে লেখা দেখিয়া উহা স্থির করিতে বলিতেছি না।

স্ত্রী। তবে আর কিরূপে স্থির করিব?

স্বামী। জাতচক্র দেখিয়া।

স্ত্রী। জাতচক্র কাহাকে বলে?

স্বামী। কোষ্ঠীর প্রথমে বা মধ্যে যে রাশি ও গ্রহাদির কথা লেখা থাকে, তাহাকেই জাতচক্র বলে।

স্ত্রী। তা দেখিয়া কিরূপে রাশি নক্ষত্র স্থির করিব?

স্বামী। বুঝাইতেছি। সেই চক্রের মস্তকে মেষ রাশি, পরে তাহার বামে বৃষরাশি, পরে মিথুন রাশি, এইরূপে বার ঘরে, বার রাশি আছে।

স্ত্রী। বুঝিলাম; তাহাতে কি হইল?

স্বামী। সেই বার রাশির বার ঘরের মধ্যে যে ঘরে "চ" দেখিতে পাইবে, সেই ঘরের রাশিই সেই জাতকের জন্মরাশি। "চ" অর্থ চন্দ্র।

স্ত্রী। আচ্ছা রাশি বুঝিলাম ; নক্ষত্র বুঝিব কিরূপে ?

স্বামী। সেই যে "চ" লেখা থাকে, তাহার নীচেই একটা সংখ্যাও লেখা থাকে, ঐ সংখ্যাই সেই নক্ষত্রের সংখ্যা। এখন বুঝিলে ?

স্ত্রী। না বুঝিলাম না। মনে কর "চ" এর নীচে যেন "৫" লেখা আছে। তবে নক্ষত্র হইল কি ?

স্বামী। ৫ নম্বরের নক্ষত্র কোন্‌টী ?

স্ত্রী। (লিষ্টি দেখিয়া) মৃগশিরা।

স্বামী। তবে জানিবে যে জাতকের জন্মনক্ষত্র মৃগশিরা। আর রাশির কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

স্ত্রী। এখন রাশি নক্ষত্র বুঝিলাম। এখন বর কন্যার রাশি ও গণ মিলন কিসে হয় বল। আগে গণ কি বল।

স্বামী। গণ তিন প্রকার। দেবগণ, মনুষ্যগণ, রাক্ষসগণ। কোন কোন নক্ষত্রে জন্মিলে দেবগণ হয়, কোন কোন নক্ষত্রে জন্মিলে মানুষগণ হয়, কোন কোন নক্ষত্রে জন্মিলে রাক্ষসগণ হয়।

স্ত্রী। কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কোন্ কোন্ গণ হয়, স্থির করিব কিরূপে ?

স্বামী। তাহা বলিতেছি ; ইহার একটা শ্লোক আছে—

দমারাম দমা দিন্দু রা রাম মদরা দরা—
দূরে রাম মদরারি মামদা গণ নির্ণয়ঃ।

ইহার দ দি দূ দা ন্দু এই কয় অক্ষরে দেবগণ বুঝাইল।

মা ম এই দুই অক্ষরে মানুষগণ বুঝাইল।

রা রে রি এই তিন অক্ষরে রাক্ষসগণ বুঝাইল।

এক্ষণে গণিয়া দেখ, দ-মা-রা-ম প্রভৃতি সাতাইশটি অক্ষর ঐ শ্লোকে আছে। সাতাইশটি নক্ষত্রে যথাক্রমে ঐ সাতাইশটি অক্ষরবাচক গণ হয়।

স্ত্রী। বুঝিলাম না।

স্বামী। এখনই বুঝিবে। এই দেখ, অনুরাধা নক্ষত্র; তাহার নম্বর কত?

স্ত্রী। (লিষ্টি দেখিয়া) সতের।

স্বামী। শ্লোকের অক্ষর গুলি এক দুই করিয়া গণিয়া যাও।

স্ত্রী। (তথাকরণ) দ (১) মা (২) রা (৩) ম (৪) দ (৫) মা (৬) দি (৭) ন্দু (৮) রা (৯) রা (১০) ম (১১) ম (১২) দ (১৩) রা (১৪) দ (১৫) রা (১৬) দূ (১৭) এই "দূ" হইল।

স্বামী। এই "দূ" অর্থে দেবগণ। দেবগণের "দ" মানুষগণের "ম" ও রাক্ষসগণের "র" এই কয়টি আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণ বিবিধ স্বরবর্ণ সহিত ঐ শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণ দেখিয়া গণ স্থির করিবে।

স্ত্রী। বুঝিয়াছি।

স্বামী। এখন বল দেখি, পূর্ব্বভাদ্রপদে জন্মিলে কি গণ হয়?

স্ত্রী। পূর্ব্বভাদ্রপদ হইল ২৫ নম্বরের নক্ষত্র। দ (১) মা (২) রা (৩) ম (৪) দ (৫) মা (৬) দি (৭) ন্দু (৮) রা (৯) রা (১০) ম (১১) ম (১২) দ (১৩) রা (১৪) দ (১৫) রা (১৬) দূ (১৭) রে (১৮) রা (১৯) ম (২০) ম (২১) দ (২২) রা (২৩) রি (২৪) মা (২৫) মা—তবে মানুষগণ হইল। কেমন হইয়াছে ?

স্বামী। হইয়াছে।

স্ত্রী। আর এই প্রাচীনকালে এত শাস্ত্রও তোমার কাছে শিখিতে হইল। যা'ক এখন রাশি ও গণের মিলন কি বল।

স্বামী। গণ মিলন এইরূপ। বরের যে গণ, যদি কন্যারও সেই গণ হয়, তবে উৎকৃষ্ট মিলন হয়। দেবগণ পাত্রের সহিত দেবগণ কন্যার, মানবগণ পাত্রের সহিত মানবগণ পাত্রীর ও রাক্ষসগণ পাত্রের সহিত রাক্ষসগণ পাত্রীর বিবাহ হইলে, উত্তম মিলন হয়। আর যদি তাহা সম্ভব না হয়, দেবগণের সহিত মানবগণের মিলনও মন্দ নহে। তাহাকে মধ্যম মিলন কহে। দেবগণের সহিত অসুর বা রাক্ষসগণের মিলন অপকৃষ্ট মিলন। এ ছাড়া রাক্ষসগণও মানবগণের মিলনে অন্যতরের মৃত্যু ঘটে।

স্ত্রী। তবে ত গণ দেখা নিতান্ত উচিতই বোধ হইতেছে।

স্বামী। উচিত বই কি। উচিত বলিয়াই এই বয়সে এত কষ্ট করিয়া তোমাকে শিখাইলাম।

স্ত্রী। আমার এ কষ্ট সার্থক হইয়াছে। যাহাতে প্রাণ লইয়া টানাটানি, তাহা শিখিয়া লইতেই হয়। আর বিবাহে দম্পতীর মিলন হইবে কি না, তাহাও ত দেখা একান্তই উচিত।

স্বামী। এখন রাশি মিলনের কথা বলিতেছি।

স্ত্রী। বল।

স্বামী। মেষ রাশি যদি পুরুষের হয়, তবে পাত্রীর মেষ, মিথুন, কর্কট, মকর বা কুম্ভ হইলে রাজযোটক বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিলন হইল। পাত্রীর ধনু রাশি হইলে উত্তম মিলন হইল। পাত্রীর মীন ও বিছা হইলে মধ্যম মিলন হইল। পাত্রীর অন্য রাশি হইলে মিলন অপকৃষ্ট হইল এইরূপ একটা ফর্দ্দ দিতেছি।

পাত্রের রাশি। কন্যার রাশি।

	রাজযোটক বা উৎকৃষ্ট মিলন।	উত্তম মিলন	মধ্যম মিলন।
মেষ	মেষ, মিথুন, কর্কট, মকর, কুম্ভ	ধনু	মীন ও বিছা
বৃষ	বৃষ, কর্কট, সিংহ, বিছা, কুম্ভ, মীন	মকর	মেষ ও তুলা
মিথুন	মিথুন, সিংহ, কন্যা, মীন, মেষ	কুম্ভ	বৃষ ও মকর
কর্কট	কর্কট, কন্যা, তুলা, মকর, মেষ, বৃষ	মীন	মিথুন ও ধনু
সিংহ	সিংহ, তুলা, বিছা, বৃষ, মিথুন	মেষ	কর্কট ও মীন
কন্যা	কন্যা, বিছা, ধনু, মিথুন, কর্কট	বৃষ	সিংহ ও কুম্ভ
তুলা	তুলা, ধনু, মকর, কর্কট, সিংহ	মিথুন	কন্যা ও বৃষ
বিছা	বিছা, মকর, কুম্ভ, বৃষ, সিংহ, কন্যা	কর্কট	তুলা ও মেষ
ধনু	ধনু, কুম্ভ, মীন, কন্যা, তুলা	সিংহ	বিছা ও কর্কট
মকর	মকর, মীন, মেষ, কর্কট, তুলা, বিছা	কন্যা	ধনু ও মিথুন
কুম্ভ	কুম্ভ, মেষ, বৃষ, বিছা, ধনু	তুলা	মকর ও কন্যা
মীন	মীন, বৃষ, মিথুন, কন্যা, ধনু, মকর	বিছা	কুম্ভ ও সিংহ

সংক্ষেপে ইহাই জানিয়া রাখিলে—গণ ও রাশি মিলন বুঝিতে পারিবে।

স্ত্রী। আচ্ছা তবে ভাটপাড়ার কালী বাবুর মেয়েটি আনা যাইতে পারে কি না, দেখ দেখি।

স্বামী। সে মেয়ে আমি আনিতে চাহি না। তাহার ভাইকে দেখিয়াছ?

স্ত্রী। দেখিয়াছি, কেন বল দেখি?

স্বামী। অমন উদ্ধত স্বভাবের লোক আমি দুটী দেখি নাই। উহার ভগিনী সম্ভবতঃ উদ্ধতা হইবে।

স্ত্রী। তা না হইতেও পারে।

স্বামী। হইতেও পারে। এমন স্থলে বিশেষ বাধ্য না হইলে সে দিকে কে যায় বল?

স্ত্রী। আচ্ছা, তবে তুমি পাত্রীর অন্বেষণে লোক পাঠাও এই মাঘ মাসের মধ্যে ছেলের বিয়ে দেওয়া চাই।

স্বামী। অত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? উপযুক্ত পাত্রী পাইলে আমি কালও বিয়ে দিতে পারি—আর তাহা না পাইলে যত দিনে তাহা না পাওয়া যায়, তত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

স্ত্রী। (সহর্ষে) তা আর কে না বলে? তুমি তবে পাত্রী খুঁজিতে ২।৪ জন ঘটক নিযুক্ত কর।

ক্রিয়াকার্য্য।

স্বামী। কেমন সব আয়োজন ঠিক হইয়াছে ?

স্ত্রী। দেখিয়া লও। বিবাহের জন্য যাহা আবশ্যক, সব গুছাইয়া রাখিয়াছি। ছেলের বিবাহ—বেশীই বা কি গুছাইতে হয়।

স্বামী। বেশী কিছু গুছাইতে হয় না বটে। তবে আভ্যুদয়িকের আয়োজনটা বড় কম ব্যাপার নহে।

স্ত্রী। করিতে করিতে উহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, উৎসবের কার্য্যমাত্রেই প্রায় উহা লাগে। কিছু বেশী আর কম, এই যা বল।

স্বামী। আচ্ছা, সব আমি দেখিয়া লইতেছি। ও সম্বন্ধে তোমাকে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনেক বাড়ীতেই শেষে দেখিতে পাই, এই সকল ব্যাপারে তত শৃঙ্খলা হয় না। অথচ কিন্তু ইহা অন্যান্য কার্য্য অপেক্ষা বরং গুরুতর।

স্ত্রী। গুরুতরই ত বটে। পিতৃপুরুষকে জল পিণ্ড দেওয়া—দেবতার অর্চ্চনা করা—এর মত কি আর কাজ আছে!

স্বামী। আত্মীয় কুটুম্ব যাঁহারা আসিয়াছেন—রীতিমত তাঁহাদিগের শয়ন আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে ?

স্ত্রী। একপ্রকার করিয়াছি। তবে আমার মনের মত হয় নাই। কবে আর এমন দিন ভাগ্যে ঘটিবে যে, ইহাদিগকে এক স্থলে করিতে পারিব ? তবু দেখ, ভাল করিয়া ইহাদিগের আদর অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম না।

স্বামী। সে কি বলিতেছ—ইহাঁদিগের আদর অভ্যর্থনা হইতেছে না ?

স্ত্রী। আদর অভ্যর্থনা ত হইতেছে—সব মুখে মুখেই প্রায়; কাজ কি আর তেমন হইতেছে ?

স্বামী। কেন, মুখে মুখে আদর অভ্যর্থনা হইতেছে কেন—অন্তরের আদরে কোন ক্রটি আছে নাকি ?

স্ত্রী। (ঈষৎ কোপের সহিত)—তুমি কি তাই বুঝলে নাকি! আমি মনে মুখে দুই হইতে জানি না। যাঁহাদিগকে আদর করিয়াছি, তাঁহাদিগকে মনে মুখে দুই ভাবেই আদর করিয়াছি।

স্বামী। তবে ঐ যে কি বলিতেছিলে—

স্ত্রী। তুমি আর তাহা বুঝ নাই, না ?

স্বামী। কি—তুমি খুলেই বল না ?

স্ত্রী। ভালরূপে আদর অভ্যর্থনা করিতে গেলে, পয়সা খরচ কর্ত্তে হয়; অমনি কি হয় ?

স্বামী। কেন, ইহাদিগের কি খেতে শুতে কোন কষ্ট হচ্ছে ?

স্ত্রী। কষ্ট পেতেই তোমাদের বাড়ী এসেছেন কি না! কষ্ট

না পেলেই কি যথেষ্ট হয়? যে যেমন মানুষ, তাকে তেমন ভাবে আদর আপ্যায়িত না কর্ত্তে পাল্লে বড় লজ্জা হয়।

স্বামী। (হাসিয়া) বটে—অহঙ্কার এমনই জিনিষ বটে!

স্ত্রী। এতে অহঙ্কার হয় না, তুমি যে এদের জন্য যথাযোগ্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইতেছ না এতে অহঙ্কার হয়? লোকে কিন্তু তোমায় নিশ্চয়ই অহঙ্কারী বল্‌বে।

স্বামী। কেন বল দেখি?

স্ত্রী। লোককে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া যে যেমন মানুষ তার তেমন আদর অভ্যর্থনা না কল্লে, তোমাকে অহঙ্কারী বল্‌বে না?

স্বামী। আমি কি কাহাকেও আদর করিতে ত্রুটি করিতেছি? না, আমার বিনয়ের কি কোন অভাব দেখিতে পাও? তবে আমি এই সব ব্যাপারে বেশী ব্যয় করিতে তত ইচ্ছুক নহি। হাঁ সকলে আসিয়াছেন, যথাসম্ভব খরচপত্র করিয়া সকলকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ কর। একদিন কতকগুলা অর্থ ব্যয় করিয়া বড় লোক সাজিলে তাহাতে লাভ কি?

স্ত্রী। সাজে ত ঢের লোক।

স্বামী। তা সাজুক, আমি তাহা পারিব না। আমার অর্থ সেইরূপ বৃথা আড়ম্বরপ্রিয়তায় ব্যয়িত হইতে পারিবে না। তাহাতে যেমন অর্থব্যয় তেমনই অহঙ্কারের প্রশ্রয়।

স্ত্রী। অহঙ্কার অহঙ্কার কর্চ্চো, অহঙ্কারের কথাটা কিসে এলো?

স্বামী। যে যেমন, সে তেমন না থাকিয়া বড় চালে চল্‌তে গেলেই, অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতে হয়। কেন এক দিন ত তোমায় ইহা বলিয়াছি।

স্ত্রী। লোকে বিবাহ প্রভৃতি কাজ কর্ম্মেও দু'টাকা ব্যয় কর্ব্বে না?

স্বামী। বিবাহ বলিয়া কি কোন বিশেষ নিয়ম হইবে নাকি? কোন কাজেই অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় ভাল নহে।

স্ত্রী। তুমি এই কথা বল্‌ছো, ও পাড়ার শ্যাম বাবুর মেয়ের বিয়েতে কত খরচ হয়েছে জানত?

স্বামী। শ্যাম বাবুর তাতে কত টাকা ধার্ কর্‌তে হয়েছিল জান ত?

স্ত্রী। তা' আর কে জান্‌তে যায়? লোকে ত তার কত সুখ্যাতি কচ্ছে, বল্‌ছে শ্যাম বাবুর মত মুক্তহস্ত লোক এখনকার দিনে দেখা যায় না।

স্বামী। আবার এই ধার শুধ্‌তে না পার্‌লে, এই সব লোকেই বল্‌বে শ্যামবাবুর মত আহম্মক বড় দেখা যায় না। ধার করে কে বিয়েতে খরচ করে থাকে?

স্ত্রী। আচ্ছা, যাদব বাবুর ছেলের বিয়েতে কত ধুমধাম হলো।

স্বামী। তার দশ লাখ আছে, দশ হাজার খরচ করেছে আমার দশ হাজার নেই, আমি দশ শত খরচ করি কিরূপে?

স্ত্রী। আমি কি তোমায় খরচ কর্ত্তে বল্‌ছি নাকি?

স্বামী। তা বল্লেই বা শুনি কিরূপে? আয় বুঝিঁয়া যে ব্যয় না করে, তার মত মূর্খ দুনিয়ায় নাই। আমি এমন হাজার গৃহস্থের কথা বলিতে পারি, যাঁরা এই আয় ব্যয় না বুঝিয়া সর্ব্ব-স্বান্ত হইয়াছেন। খরচের ঝোঁক বড় ঝোঁক। টাকা ব্যয় কর্ত্তে লাগ্‌লে কতক্ষণ?

স্ত্রী। তবে খরচ কর কেন? পুঁজি করে রাখ্‌লেই ত বেশ বাড়ে।

স্বামী। আবশ্যক ব্যয় না কর্ল্লে অর্থ উপার্জ্জনের দরকার?

স্ত্রী। আবশ্যক ব্যয় তুমি কাকে বল?

স্বামী। যাহা না করিলে নয়।

স্ত্রী। যা'ক, তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া কর্‌তে চাই না। আমাকে এখন কি কর্ত্তে হবে, তাই বল।

স্বামী। তোমাকে ইহাই বলি সর্ব্বদা অভ্যাগতদিগের তত্ত্বাবধান করিবে। যাহাতে তাঁহাদের আহারের কষ্ট না হয়, শয়নের কষ্ট না হয়, যাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাহারই চেষ্টা কর্‌বে। কাহারও কোন অসুখ কল্লে, তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিবে। তাঁহাদিগের নিকট ঘরের দাসীর ন্যায় বিনীত ও আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত থাকিবে। এই ঘর যেন তাঁহাদের, তুমি যেন তাঁহাদেরই লোক, এইরূপ ভাবে চলিবে।

স্ত্রী। আচ্ছা বল।

স্বামী। চটিলে না কি?

স্ত্রী। (গম্ভীর ভাবে) চটিব কেন ?

স্বামী। এই দাসীর ন্যায় থাকিতে বলিয়াছি, বলিয়া।

স্ত্রী। আমরা হইলাম দাসী, ঠাকুরাণীর ন্যায় থাকিতে বলিবে কেন ?

স্বামী। ঠাকুরাণী হইতে হইলেই দাসীর ন্যায় থাকিতে হয়। এ যে বুঝে না, সে ঠাকুরাণীও হইতে পারে না। তবে আর তোমাকে কিছু বলিব না।

স্ত্রী। (হাসিয়া) না বল; সত্যই কি আমি ঠাকুরাণীর ন্যায় থাকিতে চাই ? তবে তোমার কথার শ্রী দেখিয়া সময়ে সময়ে একটু রাগও হয়।

স্বামী। তা নয় এবারে সুশ্রী করিয়া কথা বলিব।

স্ত্রী। যাও, যা' বলিতে হয়, শীঘ্র শীঘ্র বল। আমার কাজের অন্ত নাই।

স্বামী। এই আর অধিক কি বলিব। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দৃষ্টি রাখিবে, অভ্যাগতগণের ছোট ছোট ছেলেপিলের দিকে। তাদের শান্ত রাখ্‌তে পাল্লেই সব ঠিক হইবে।

স্ত্রী। কিন্তু ঐটিতেই বড় গোল। দশ রকমের দশ জন বালক কেহ বা দুরন্ত ডানপিটে, কেহ বা অতি শান্ত, এদের দিনরাত ঝগড়া ঝাঁটি হচ্চে—এদের যে শান্ত রাখা, সে বড় কম কথা নয়।

স্বামী। তাই রাখ্‌তে হবে। তাই রাখ দেখি, দেখবে বেশী খরচ পত্র না করিয়াও তুমি বেশ সুখ্যাতি পাইবে। সকলেই

সন্তুষ্ট হইবে। অভ্যাগতগণের সন্তানাদিকে মাতৃবৎ যত্নে পালন কর, দেখিবে সকলেই তোমার গুণে মুগ্ধ হইবে। তোমার সহস্র দোষ ক্ষমা করিবে।

স্ত্রী। তা' ঠিক বলিয়াছ। আমি ওদিকে চেষ্টাই করি নাই। যাঁহারা আসিয়াছেন, আমি তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত থাকি; ছেলেপুলে সব কে যে কি করে বেড়ায়, খোঁজও নিতে পারি না।

স্বামী। এটা তোমার অন্যায় কাজ হইতেছে। এখন থেকে আমি যাহা বলিলাম তাই করিবে। কর্ম্মের বাড়ী—ভিড়ের মধ্যে তাহারা কে কোথায় কি খাইল না খাইল, কে কেমন—আছে না আছে, এর খোঁজ না নিলে তোমার কর্ত্তব্য পালন হইল না।

স্ত্রী। আচ্ছা, আমি তবে সেই চেষ্টাতেই যাই—

স্বামী। তাই যাও। এদিকে দুটা বিনয়ের কথা বলিলেই ক্রুটি মাপ হবে, কিন্তু সে দিকের ক্রুটি কিছুতেই মাপ হইবার নহে।

নববধূ।

স্বামী। কেমন হয়েছে বউটি ?

স্ত্রী। কেন, তুমি কি আর দেখ নাই ?

স্বামী। দেখিয়াছি বই কি। তবু তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্ত্রী। বউটি বেশ হইয়াছে।

স্বামী। এখন তিনি কি করিতেছেন ?

স্ত্রী। ও মা, ও আবার কি রকম কথা! বৌমাকে আবার ওরূপ বল্‌ছো!

স্বামী। তাহা বলতে হয়। পুত্রবধূ সম্মান ও স্নেহ উভয়েরই পাত্রী।

স্ত্রী। কি জানি—তোমাদের এখনকার কি রকম চলন হইতেছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।

স্বামী। এখনকার চলন নহে—এটা প্রাচীন রীতি। আমি এই রীতিটা পছন্দ করি বলিয়াই, তাহার অনুবর্ত্তী হইতে চাহি।

স্ত্রী। তা তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর; —আমিত বৌউকে অত সম্মান কর্ত্তে পার্ব্বোনা না।

স্বামী। তোমাকে কি আমি অমন কর্ত্তে বল্‌চি ?

স্ত্রী। তা যেন বল নাই। তবু, তুমি তাহাকে আসুন বসুন বল্‌বে আমি এস, বস বল্‌বো—সেটা কেমন হইবে ?

স্বামী। বেশ হইবে। বৌমার আহার হইয়াছে ?

স্ত্রী। ও মা, সবে দশটা বাজিয়াছে। আর কাহারও খাওয়া দাওয়া হয় নাই, এখনই বৌমার আহার হইবে ?

স্বামী। ঘরের সকলের খাওয়া দাওয়ার পরে বৌমার আহার হইবে না কি ?

স্ত্রী। বৌ মানুষ কি আগে খেতে পারে ?

স্বামী। কেন পার্ব্বে না ? তোমারা খাওয়াইলেই পারে। তোমারা তাহাকে সকলের আগে খাওয়াও না কেন ?

স্ত্রী। তোমার সকলেই উদ্ভট্টি কথা !

স্বামী। উদ্ভট্টি কথা নয়—ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।

স্ত্রী। হাঁ শাস্ত্রে তোমাকে ইহা করিতে বলিতেছে !

স্বামী। মিথ্যা নয়। মনু বলিয়াছেন—নববিবাহিতা স্ত্রী, পুত্রবধূ বা দুহিতা প্রভৃতিকে, রোগীদিগকে এবং গর্ভবতীদিগকে কোন বিচার না করিয়া অতিথির অগ্রেই ভোজন করাইবে।

স্ত্রী। এত অতিথির অগ্রে ভোজনের কথা বলা হইল। সর্ব্বাগ্রে যে ইহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে, এ কথা কে বলিল ?

স্বামী। শুনিয়াই যাও। "যে বিচক্ষণ ব্যক্তি উহাদিগকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে আপনি ভোজন করে, মরণান্তে তাহার দেহ শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হয়।" অতিথি সকলের অগ্রে খাওয়াইতে হয়—কিন্তু পূর্ব্বে যাহাদের কথা বলিয়াছি—উহাদিগকে অতিথিরও অগ্রে ভোজন করাইবে।

স্ত্রী। ইহার তাৎপর্য্য ত বুঝিতে পারিলাম না।

স্বামী। আমি বুঝাইয়া দিতেছি। বালক, রোগী ও গর্ভবতীকে কেন আগে খাওয়াইবে ইহা বোধ হয় বুঝিয়াছ?

স্ত্রী। বুঝিয়াছি।

স্বামী। নবাগত পুত্রবধূ সম্বন্ধে আমি ওরূপ আদেশের এইরূপ তাৎপর্য্য বুছিয়াছি। নবাগত পুত্রবধূ যখন আপনার মা বাপ, ভাই ভগিনী, সকল পরিত্যাগ করিয়া পরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়, তখন তাহার আহারাদি বিষয়ে গৃহস্বামী বা গৃহিণীর দৃষ্টি না থাকিলে, তাহার কষ্টের একশেষ হয়। লজ্জায় সে আপনার ক্ষুধার কথা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে পারে না—তাহার কষ্ট বুঝিবে এমন লোকও বড় তাহার পতিগৃহে প্রথমে থাকে না। তাই শাস্ত্রকার তাহাদের আহারাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্ত্রী। ব্যবস্থাটি ভাল,—আমি স্বীকার করি। সত্যই প্রথমে যখন পতিগৃহে আসিতে হয়, তখন শাশুড়ী থাকিলে তিনি যদি বউকে মেয়ের মত না দেখেন, তবে তাহার কষ্টের সীমা থাকে না।

স্বামী। বোধ হয়, এই কষ্ট দূর করিবার জন্যই শাস্ত্রে এইরূপ আদেশ রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ত জীবনের খুঁটিনাটি সবই খুঁজিয়া দেখিতেন।

স্ত্রী। তাইত—এ সব কথা শুনিলে যে, বিস্মিত হইতে হয়। শাস্ত্রকারগণ অমন বড় বড় বিষয়ের উপদেশ দিতে যাইয়া এমন সামান্য বিষয়ের প্রতিও যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই, ইহা কম আশ্চর্য্যের কথা নহে। আমরা শুনিয়া থাকি—শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীজাতির প্রতি সদয় নহেন।

স্বামী। এ কথা কে বলিয়াছে? হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তোমাদের সুখ সন্তোষের দিকে যতটা চাহিয়াছেন, এমন বুঝি আর কোন দেশের শাস্ত্রকারগণ চাহেন নাই। কথাটা উঠাইয়াছ—তবে এ সম্বন্ধে মনু যাহা বলেন, তাহা তোমাকে শুনাইতেছি। "স্ত্রীলোককে বহুমান পূর্ব্বক ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা বহুকল্যাণকারী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবগণের কর্ত্তব্য। যে কুলে নারিগণের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন আছেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারের ক্রিয়া কর্ম্ম সমুদয়ই বৃথা। যে পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকেরা সদাই দুঃখিত থাকেন, সেই কুল আশু বিনষ্ট হয়। আবার যথায় স্ত্রীলোকের কোনও দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকগণ অসংকৃত হইয়া যে গৃহে অভিসম্পাত করেন, সেই কুল অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব যাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা

করেন, বিবিধ সৎকার্য্যকালে এবং উৎসবকালে নিত্যই অশন বসন ভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীলোকের সমাদর করিবেন। যে পরিবার মধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ে পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করে। বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতী না হইলে নারী স্বামীর প্রমোদ জন্মাইতে পারে না। আবার স্বামীর প্রীতি জন্মাইতে না পারিলেও সন্তানোৎপাদন হয় না। স্ত্রী যদি ভূষণাদি দ্বারা মনোহর ভাবে সজ্জিত থাকেন, তবে সমুদয় গৃহই শোভা পাইতে থাকে। আর স্ত্রী যদি রুচিকর না হন, তাহা হইলে সমুদয় গৃহই শোভাহীন হয়।"

স্ত্রী। বটে—এত কথা শাস্ত্রে আছে—তবে আমরা দু'খানা গহনা চাহিলেই তোমরা বিরক্ত হও কেন?

স্বামী। তোমরা গহনা চাহিবে এমন কথা কি শাস্ত্রে আছে?

স্ত্রী। কেন ঐ যে আছে—স্ত্রীলোককে ভূষণাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা কর্ত্তব্য।

স্বামী। তাহাতে কি এমন বুঝায় যে স্ত্রী স্বামীকে গহনার জন্য বিরক্ত করিবে?

স্ত্রী। গহনা চাহিলেই কি বিরক্ত করা হয় নাকি?

স্বামী। যেখানে স্বামীর প্রতি শাস্ত্রকারের এমন সুস্পষ্ট আদেশ রহিয়াছে—সেখানে স্বামী কি কখন স্ত্রীকে যথাসাধ্য ভূষিত করিতে ত্রুটি করে? তবে এর পরেও যদি কোন স্ত্রী

গহনার ফরমায়েস করিতে থাকে—স্বামীর একটু বিরক্তি জন্মিলেই বা অপরাধ কি? যাহা নিজেরাই করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি—তাহা করিবার জন্য আবার ফরমায়েস কেন?

স্ত্রী। তাই নাকি! আমি কিন্তু জানিতাম, গহনার উপরে তোমার বিদ্বেষ আছে।

স্বামী। (হাসিয়া) তাহা ঠিক। এক দিন বিদ্বেষ ছিল বটে। কিন্তু এখন বউমাকে যে বড় সাজাইতে ইচ্ছা হইতেছে।

স্ত্রী। সকলই সকলের অদৃষ্টে ঘটে।

স্বামী। এতেও আবার রাগ হয় নাকি?

স্ত্রী। (জিব কাটিয়া) ছি! অমন কথা বল্‌তে আছে! আমার বউমাকে সাজাইবে, তার চেয়ে কি আর আমার সুখ আছে? আমি কোন দিনই এত সাজিয়া গুজিয়া সুখী হই নাই।

স্বামী। শুধু সাজান নহে। এই ত সব শুনিলে—এখন যাহাতে বউমাকে এই শাস্ত্রবিধি অনুসারে সর্ব্বদা প্রীত ও প্রফুল্ল রাখিতে পার, তারই চেষ্টা করিতে হইবেক।

স্ত্রী। শাস্ত্রে ত তোমাদিগকেই ঐরূপ চেষ্টা করিতে বলিয়াছে আমাদিগকে ত কিছু করিতে বলে নাই।

স্বামী। (হাসিয়া) তা ত ঠিক। তবে আমার কর্ত্তব্যটা তোমারও কর্ত্তব্য নয় কি? তোমার সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য, আমার একার কর্ত্তব্য। কিন্তু অপরের সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য, তোমারও কি কর্ত্তব্য নহে?

স্ত্রী। (বিনীতভাবে) তা নয়, কে বলিল? আর বৌমার সুখস্বচ্ছন্দতা কি তোমার দেখিলে চলিবে? ও ত আমাকেই দেখিতে হইবে।

স্বামী। বউমার শয়নের বন্দোবস্ত কোথায় করিয়াছ?

স্ত্রী। কেন? ঐ ঘরে। যেখানে ছেলে শোয়।

স্বামী। তাহা হইবে না। তাহাকে পৃথক্ রাখিতে হইবে।

স্ত্রী। (জিব কাটিয়া) বল কি—তোমার কি একটুকুও লজ্জা নাই।

স্বামী। লজ্জা গেল কিসে?

স্ত্রী। ছেলে বৌ একত্র থাকিতে পারিবে না—এ কেমন কথা! এমন কথাত আর আমি কোথাও শুনি নাই!

স্বামী। (ঈষৎ রাগের সহিত) তাহা না শুনিলেই কি কথাটা খারাপ হইল?

স্ত্রী। (নিরুত্তর)।

স্বামী। কি—কথা কওনা যে?

স্ত্রী। তোমার ভাব দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছি। এও কি তোমার শাস্ত্রে আছে নাকি?

স্বামী। আছে বইকি। স্ত্রীলোকের গর্ভাধান সংস্কারের পূর্ব্বে স্বামীসহবাস নিষিদ্ধ।

স্ত্রী। শাস্ত্রে যাহাই থাকুক—আমি লজ্জার মাথা খাইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিব না—তুমি বৌমাকে তাহার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেও।

স্বামী। যদি ওরূপ নাই পার, বরং বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিব। কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রকারের ইচ্ছা পালন হইল না।

স্ত্রী। কি ইচ্ছা?

স্বামী। শাস্ত্রকারগণের এইরূপই যেন ইচ্ছা, যে বউটি অল্প বয়স হইতেই শাশুড়ীর কাছে আসিয়া তাহার নিকট গৃহস্থালী অভ্যাস করিবে। তা, নাই হউক সে অভিপ্রায় পালন—যদি গর্ভাধান সংস্কার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাহাকে আলাহিদা না রাখিতে পার, তবে তাহাকে পিত্রালয়েই পাঠাইয়া দিব।

স্ত্রী। তুমি যদি এমনই বল, না হয় একটা কৌশলে তাকে আলাহিদা রাখিব।

স্বামী। কৌশল আবার কেন? তুমিও যে বড় রুচিরোগ-গ্রস্ত হইলে। এমন সব বিষয়ে সরল ভাবই ভাল।

স্ত্রী। তবে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। আমি কিছুই পারিব না।

স্বামী। (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তোমার মতে মত দিলাম। যে ভাবে হউক, ছেলে বউকে পৃথক রাখিতে চেষ্টা করিবে।

স্ত্রী। পূর্ব্বেও কি এমন থাকিত?

স্বামী। তাহা জানি না। তবে অনুমান হয়, পূর্ব্বে এত সাবধানতার আবশ্যকতা হয় নাই।

স্ত্রী। কেন?

স্বামী। পূর্ব্বে ব্রহ্মচারিগণ এ সব বিষয়ের ভাল মন্দ বুঝিয়াই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তাঁহারা সংযমী ছিলেন—তাঁহাদের সম্বন্ধে অত ভাবিবার বিষয় ছিল না।

একটী হিন্দুবিধি।

স্ত্রী। আমি তা পারিব না। তোমার যেমন লজ্জা সঙ্কোচ নাই—আমি এখনও এত লজ্জাশূন্য হইতে পারি নাই।

স্বামী। না পারিলে চলিবে কেন?

স্ত্রী। এতদিন চলিয়া আসিল কিরূপে? অন্য সকলের চলে কিরূপে? তোমার নিত্য নূতন কথা, আমি আর শুনিয়া উঠিতে পারি না।

স্বামী। (ঈষৎ রাগ প্রকাশ করিয়া) না পার, আর বলিব না।

স্ত্রী। আচ্ছা, একটু ভাবিয়া দেখ দেখি, আমি ঐরূপ করিতে গেলে আমার কি আর মানসম্ভ্রম থাকিবে?

স্বামী। ছেলে বউর বিছানা পৃথক করিয়া দিলেই তোমার মান যাইবে?

স্ত্রী। নাও—আর বকিও না। পৃথিবীতে আর বুদ্ধিমান মনুষ্যও নাই—আর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও নাই। তোমার সব বিষয়েই একটা বাড়াবাড়ি দেখিতে পাই। কি, এতে এমন কি হইবে

যে আতঙ্কে তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছ? ছেলেত আর কচি-খোকা নহে।

স্বামী। এমন কি হইবে, তাহা যদি তুমি বুঝিতে, বা তোমাকে সম্যক্ বুঝাইতে পারিতাম, তবে আর তোমার মুখে এমন কথা শুনিতে পাইতাম না।

স্ত্রী। ও ত তোমাদের বাঁধা কথা পড়িয়াই আছে—চির-কালই কি ঐ কথা চলিবে!

স্বামী। (হাসিয়া) না—এখন তোমাকে ওরূপ বলা ঠিক নহে। এখন তোমাকে বুঝাইতে পারিলে, তুমি সকলই বুঝিতে পার।

স্ত্রী। ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি।

স্বামী। ঠাট্টা নয়—সত্যই বল্‌ছি।

স্ত্রী। তবে কথাটা কি, আমাকে বুঝাও দেখি?

স্বামী। না বুঝাইলে আমার কথা শুনিবে না?

স্ত্রী। তাই কি বলিয়াছি? আমি বলিয়াছি, আমি ওরূপ করিতে পারিব না, আমার বড় লজ্জা করে।

স্বামী। কর্ত্তব্যপালনে বৃথা লজ্জা করিলে চলিবে কেন?

স্ত্রী। তেমন কর্ত্তব্য হইলে লজ্জা হইবেই বা কেন?

স্বামী। তেমন কর্ত্তব্যই বটে। তোমাকে অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে হইল। দেখ, হিন্দুর শাস্ত্রে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য স্ত্রীসহবাস বিহিত হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রেই কেবল মাত্র পুত্রোৎপাদন স্ত্রীসহবাসের এক মাত্র

লক্ষ্য। এই লক্ষ্য প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীসহবাসের কতকগুলি নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। সেই নিয়মগুলি পালন করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মানুযায়ী স্ত্রীসহবাস হয়। আজকাল অনেকে সে নিয়ম জানেন না, বা জানিয়াও পালন করেন না। এই নিয়মগুলি পালন না করাতে আমাদের নানাবিধ অনিষ্ট হইতেছে। তোমাকে আর একদিন বলিয়াছি যে, আমাদিগের এমন অনেকগুলি কার্য্য আছে, যাহা নিয়মিতরূপে অনুষ্ঠান করা আমাদিগের একান্ত আবশ্যক—অথচ সেই প্রকার অনুষ্ঠানে এক প্রকার সুখ অনুভব হয় বলিয়া আমরা তাহার মাত্রা বাড়াইয়া নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকি। আহার তাহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। শরীর রক্ষার্থ নিয়মিত আহারের আবশ্যক। কিন্তু আহারে এক প্রকার সুখ আছে বলিয়া আমরা সময়ে সময়ে অনিয়মিত আহারে কুণ্ঠিত হই না। স্ত্রীসহবাসও সেইরূপই একটী কার্য্য। পুত্রোৎপাদন স্ত্রীসহবাসের উদ্দেশ্য। কিন্তু স্ত্রীসহবাসে সুখ হয় বলিয়া জগতের অধিকাংশ লোকই উহাতে নিয়মাধীন হইতে চাহে না। আবার এদিকে দেখ। অপরিমিত আহারে যেমন শরীর রক্ষা দূরে থাকুক, অজীর্ণাদি উৎপন্ন হইয়া শরীরকে রুগ্ন ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, অনিয়মিত স্ত্রীসংসর্গেও তেমনিই লোকের উত্তম পুত্র জন্মাইবার ক্ষমতা লুপ্ত করিয়া তাহার শরীর ও মন একান্ত কলুষিত করিয়া ফেলে। কিন্তু উপস্থিত সুখের এমনই দুর্জ্জয় শক্তি যে, অতি বড় জ্ঞানীও সময় সময় ইহার আকর্ষণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। স্ত্রীসংসর্গ অতি গুরুতর ব্যাপার।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন ; বুঝিয়া ইহার নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, আর কোন ধর্ম্মে স্ত্রীসংসর্গ সম্বন্ধে এমন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। হিন্দু আহারবিহারজনিত সুখকে সুখ বলিয়াই গণ্য করেন না। উহার পরিণাম ভাবিয়া, উহার শক্তি ও ক্ষমতা ভাবিয়া, হিন্দু উহা উন্নত শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে একবারে পরিত্যাগ করিতেই বলিয়াছেন, আর যাহা-দিগের উহা পরিত্যাগ অসম্ভব, এমন গৃহস্থাশ্রমীদিগকে উহা অতি সাবধানে উপভোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আর উপভোগই বা বলি কেন? হিন্দু স্ত্রীসহবাস করিবেন সুখ উপভোগের জন্য নহে ; কর্ত্তব্যবিশেষ পালন জন্য। এই জন্য যে সকল নিয়ম রহিয়াছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শুন।

রজোদর্শন হইতে ষোড়শদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের গর্ভা-ধানের যোগ্যকাল। ইহার মধ্যে প্রথম চারিদিন ত্যাগ করিয়া যুগ্মদিনে স্ত্রীসহবাস করিবে। ঐ যুগ্মদিন যদি পর্ব্ব দিন হয়, তবে সেই দিবস ত্যাগ করিবে। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এই পাঁচটিকে পর্ব্ব বলে। ইহার মধ্যে রজো-দর্শনের যত অধিক দিন পরে স্ত্রীসংসর্গ হয়, ততই সুপুত্র হই-বার সম্ভাবনা। দিবাতে স্ত্রীসংসর্গ করিলে ক্লীব ও অল্পবীর্য্য সন্তান জন্মে।

এই ষোড়শ দিনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত, নির্দ্দিষ্ট দিন ভিন্ন এবং স্ত্রীর প্রীতিসাধন জন্য ভিন্ন, স্ত্রীগমন শাস্ত্র বিহিত নহে। ঐরূপ করিলে হিন্দুশাস্ত্র মতে পাপভাগী হইতে হয়।

একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই ইহাতে দেখিতে পাইবে যে, সাধারণতঃ যে সুখলাভের জন্য লোকে স্ত্রীসংসর্গ করিতে অনুরক্তি প্রকাশ করে, শাস্ত্র সে সুখের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই। লক্ষ্য একমাত্র সুপুত্র জন্মাইবার দিকে। এমন উন্নত কথা, বোধ হয় অন্য কোন ধর্ম্মেই নাই। যদি মানুষ এই শাস্ত্রের কেবলমাত্র এই বিধিটিও পালন করিত, জগতে দুঃখের বোঝা বুঝি, বার আনাই কমিয়া যাইত। হায় হায়! আমরা এখন অধঃপতিত হইয়াছি—আমরা এখন লজ্জা—লজ্জা করিয়া এমন সুন্দর বিধি সন্তানবর্গকে শিখাইতে কুণ্ঠিত হই। আমার যেন মনে হয়, লজ্জার একটা বৃথা আবরণ দেওয়াতেই এই সুশিক্ষাটি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। পিতা মাতা পুত্র পুত্রবধূকে ইহা জানিতে দিলেন না লজ্জার ভয়ে; পুত্র পুত্রবধূ জানিল যে একমাত্র লজ্জারক্ষা হইলেই ও সম্বন্ধে যথেষ্ট কর্ত্তব্য পালিত হইল। লজ্জা-রক্ষা—সে একটা মুস্কিলের কথাই বা কি। কাজেই গোপনে এই পাপের স্রোত হিন্দুর ঘরেও প্রবাহিত হইতে লাগিল। আজ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এই পাপস্রোতে কত নরনারীকে ভাসা-ইয়া লইয়া যাইতেছে। অন্য ধর্ম্মের লোকের কথা বলিব না, তাহাদের মতে, বৈধ স্ত্রীসহবাসজনিত সুখের বিধি আছে—তাহা-দের মতে পরস্ত্রীগমন ও শরীরের স্বাস্থ্যভগ্ন করাই ঐ সম্বন্ধীয় পাপের সমষ্টি। যে ধর্ম্মে পরস্ত্রীগমন বা স্বাস্থ্যভগ্ন ত দূরের কথা—সুখেচ্ছায় স্ত্রীসহবাস করা মাত্রকেই পাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মের লোকদিগকেই দেখ দেখি, আজ তাহারা

কি হইয়া গিয়াছে! লজ্জা করিবে—এই যে সম্মুখে রাশি রাশি নরনারী পাপ স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া নরকের অধিক নরকে দগ্ধ হইয়া মরিতেছে—ইহা দেখিয়াও এই শিক্ষা বিষয়ে লজ্জা করিবে? এ লজ্জা ত হিন্দুর লজ্জা নহে—এ লজ্জা ত জ্ঞানের লজ্জা নহে। এ লজ্জা অনার্য্যের লজ্জা। এরূপ লজ্জা প্রশ্রয় পাইলে, কালে বোধ হয়, লোকে পুত্রকে পুত্র বলিতেও লজ্জা করিবে।

স্ত্রী। অত চেঁচাইতেছে কেন, একটু আস্তে বল।

স্বামী। আস্তে বলিবার কথা নহে। দেখিয়া শুনিয়া এসব আমার অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। তুমি বলিতেছ কি না তোমার লজ্জা করে?

স্ত্রী। আচ্ছা, লজ্জার বিষয়ই যদি না হয়, তুমি নরেনকে কেন সব বুঝাইয়া বল না।

স্বামী। নরেনকে কি আমি এ সব শিক্ষা দিই নাই, মনে করিতেছ?

স্ত্রী। (জিব কাটিয়া) বল কি, এই সকল কথা তাহাকে কি প্রকারে বলিলে?

স্বামী। আমি ত আর তোমার মত অজ্ঞান স্ত্রীলোক নহি যে, কাজের কথাতেও লজ্জা করিব।

স্ত্রী। তবে আর বৌমার বিছানা অন্য ঘরে দিতে বলিতেছ কেন?

স্বামী। বলিতেছি এই জন্য যে, আমি কেবলমাত্র শিক্ষা

দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। একে তাহাদের বয়স অল্প—সংযম শিক্ষা তত হয় নাই, তাহাতে আবার তাহাদের মতামত আমি জানি না, কাজেই আমি যে কয়দিন বাঁচিয়া আছি, আমার কর্ত্তব্য এইরূপেই পালন করিতে চাহি। যে কয়দিন স্ত্রীসহবাস একান্ত নিষিদ্ধ, সেই কয় দিন উহাদের একত্র রাখিতে চাহি না।

স্ত্রী। কি জানি, যাহা ভাল বুঝ, কর। ইহাতে ভাল করিতে গিয়া পাছে অনিষ্ট না হয়।

স্বামী। অনিষ্ট হইবে কেন?

স্ত্রী। আমরা কি তোমাদের চেয়ে বেশী বুঝি?

স্বামী। এ সব বিষয় বুঝিতে পার। ভালর দিক্ না বুঝিলেও মন্দর দিক্ বেশ বুঝ।

স্ত্রী। তবে আমি কিছু বলিতে চাহি না।

স্বামী। বলই না; রাগ করিলে চলিবে কেন?

স্ত্রী। উপদেশাদি দ্বারা কাহারও মন ফিরাইতে পারিলেই প্রকৃত কার্য্য হয়—জোর করিয়া কাহাকেও কি ধর্ম্মপথে নিতে পারা যায়?

স্বামী। শাসন ও উপদেশ দুইই স্থলবিশেষে দরকার। শিশু আগুনে হাত দিতে গেলে কি অগ্নির দাহ শক্তি বুঝাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে? রোগী কুপথ্যপ্রয়াসী হইলে কি তাহার মতানুযায়ী পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে?

স্ত্রী। এখন যেমন দিন কাল পড়িয়াছে, শেষে আমাদের মান থাকিলে হয়।

স্বামী। আবার ঐ কথা। আমরা আমাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিব, তাহাতে আমাদিগের মানাপমান পরিণাম ফল অত ভাবিলে চলিবে কেন ?

স্ত্রী। যাহা ভাল বুঝ কর। আমি তোমারই আজ্ঞা পালন করিব।

স্বামী। দাঁড়াও—আমি হিন্দুশাস্ত্রের আরও কিছু তোমাকে বলি।

স্ত্রী। আবার কি কথা।

স্বামী। রজস্বলা স্ত্রী সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের কথা। হিন্দু-শাস্ত্রকার রজস্বলা স্ত্রীকে কয়েকটি কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কার্য্যগুলি এই ;—রজস্বলা স্ত্রী ত্রিরাত্র অঞ্জন গ্রহণ করিবেন না। জলে মগ্ন হইয়া স্নান করিবেন না। দড়ী পাকাইবেন না। অগ্নিস্পর্শ করিবেন না। দণ্ডধারণ করিবেন না। মাংস ভোজন করিবেন না। পরগৃহ এবং নিজ শয্যা দর্শন করিবেন না। উচ্চ হাস্য করিবেন না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবেন না। তাম্র পাত্রে জল পান করিবেন না। বামহস্ত দ্বারা জল পান করিবেন না।

স্ত্রী। এত কি পালন করা যায় ?

স্বামী। যদি বিশ্বাস থাকে, এইরূপ না করিলে কোন বিশেষ অমঙ্গল হইবে, তবে পারা যায়।

স্ত্রী। সেরূপ বিশ্বাস কি সহজে হয় ? আমরা এখন শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রায় অর্দ্ধ অবিশ্বাসী। আমরা যেটা আমাদের যুক্তির

সহিত মিলাইয়া লইতে পারি, তাহাই বিশ্বাস করি, অন্য সকল অন্ততঃ মনে মনেও অগ্রাহ্য করি।

স্বামী। কথাটি ঠিক বটে। কিন্তু আমার মত স্বতন্ত্র। যাঁহাদের অসীম জ্ঞানে একবার বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহাদের প্রতি কথাই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। আচ্ছা এমন কিছু বলিতে পার কি, যে ঐ সকল নিয়ম পালন করিলে কোন অনিষ্ট হইবে?

স্ত্রী। তা' কেন হইবে? অনেকটা অসুবিধা হইতে পারে।

স্বামী। সামান্য অসুবিধার জন্য এই সকল শ্রদ্ধেয় ঋষি-বাক্য লঙ্ঘন করিবে?

স্ত্রী। উচিত ত নয়; তবু—

স্বামী। আবার তবু কি—

স্ত্রী। তবু যেন ততটা বাঁধনি মনে আসে না।

স্বামী। সেইটুকুই ত ভাল নহে।

স্ত্রী। ভাল আর কে বলে!

স্বামী। ইহাও চিত্তের একটা দুর্ব্বলতা। যদি ভাল না বাস তবে তাহাতে রত হও কেন? আমার বোধ হয়—এ সকল যে ভাল ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে অমন হইতে পারে না। তোমরা যে ভাল বল, সেটা অন্তরের একান্ত বিশ্বাসের কথা নয়; ও সম্বন্ধে তোমাদের মত হয়ত এখনও দৃঢ় হয় নাই, নতুবা প্রকৃত অন্তরের বিশ্বাস তোমরা বুঝিতে পার না, তাই এক রকম বলিয়া অন্য রকম কার্য্য কর। মনে দৃঢ় সংকল্প কর, বৌমা

যাহাতে ঐ সকল নিয়ম পালন করেন তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে, তাহা হইলে সব অসুবিধা দূরে যাইবে।

স্ত্রী। আচ্ছা, তাহাই করিলাম। যখন শাস্ত্রের এমন আদেশ রহিয়াছে, যখন উহা পালনে এমন কোন একটা অসুবিধা দেখিতে পাই না, যখন তুমি এমন করিয়া বলিতেছ, তখন আমি নিশ্চয়ই এ সকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিব। লজ্জা বা আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্র পুত্রবধূর কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটিতে দিব না।

স্বামী। আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম।

কন্যার শিক্ষা।

১। অবিবাহিতা কন্যা।

স্ত্রী। দেখ দেখি—মালা আজ কেমন সুন্দর পূজার উদ্যোগ করে রেখেছে!

স্বামী। বাঃ—বড় সুন্দর করেছ ত! তাকে কে কর্ত্তে বল্লে?

স্ত্রী। আমি বলিয়াছি। আমার কথা শুনে সে আহ্লাদে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার নিকটে বসে এইরূপ গুছিয়ে রেখেছে।

স্বামী। ও চন্দন কে কল্লে?

স্ত্রী। সবই সে করিয়াছে? নৈবেদ্দি সে করিয়াছে, চন্দন সে ঘসেছে—জল সে এনেছে—দুর্ব্বো সে তুলিয়াছে—ফুল সে আনিয়াছে।

স্বামী। বড় সুন্দর হইয়াছে ত! আচ্ছা, চন্দন ঘস্‌তে তার কষ্ট হয় নি? একরত্তি মেয়ে, এতটা চন্দন ঘসেছে? তুমি নিষেধ কল্লে না কেন?

স্ত্রী। নিষেধ ত করেছিলুম—সে নিষেধ কে শুনে? এ সব

কাজ কর্ত্তে যে তার কত আহ্লাদ, তা যদি দেখ্‌তে, তবে আনন্দে অধীর হয়ে পড়্‌তে।

স্বামী। আচ্ছা মালা আর কি কি কাজ শিখেছে?

স্ত্রী। এই ধর পূজোর সাজ গুছাইতে শিখেছে—রাঁধ্‌তে শিখেছে,—

স্বামী। রাঁধ্‌তে শিখেছে! বল কি?

স্ত্রী। হাঁ শিখেছে। তবে কি তোমার সংসারের রান্না রাঁধ্‌তে শিখেছে? তা নয়—

স্বামী। তবে কি ধূলো খেলার রান্না শিখেছে না কি?

স্ত্রী। না গো না। সকাল বেলা আমি ছেলে পিলেদের দুটী ভাত খাওয়াই। মালা সেই ভাত রাঁধিতে পারে—সেইই এখন তা, রাঁধে।

স্বামী। শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। আর কি শিখেছে?

স্ত্রী। ঘর ঝাঁট দিতে পারে—বিছানা করিতে পারে—ছেলে মেয়েকে দুধ খাওয়াইতে পারে।

স্বামী। বটে—আর কি পারে?

স্ত্রী। ওমা—একরত্তি মেয়ে এই সব শিখেছে; তবু জিজ্ঞেস কচ্ছো আর কি পারে? এগুলি কি কম হলো?

স্বামী। (হাসিয়া) তা নয়। এসব শুনিয়া আমার বড় আহ্লাদ হচ্ছে তাই ও রকম জিজ্ঞাসা কচ্ছি। যাহা শিখিয়াছে, মালার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; কিন্তু—

স্ত্রী। কিন্তু আবার কি—

স্বামী। এই সকল শিখিয়াছে বলিয়া চুপ করিয়া থাকিও না, এখনও শিখিবার অনেক আছে।

স্ত্রী। তা' তোমায় বল্‌তে হবে না। লেখা পড়া ত বেশী শিখে নাই—

স্বামী। তা' যাহা শিখিয়াছে, সম্প্রতি সেই পর্য্যন্তই থাকুক। বিবাহ হইলে স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়া পরে আর শিখান যাইবে।

স্ত্রী। স্বামী আর কি লেখাপড়ায় অমত কর্ব্বে? তার আবার একটা বুঝা পড়া কি?

স্বামী। এখন দিন আর এক রকম হইয়া পড়িতেছে। এখন অনেক স্বামী স্ত্রীর লেখাপড়া নিজের মতে চালাইতে চাহেন।

স্ত্রী। তোমার কথা বুঝিলাম না।

স্বামী। কোন স্বামী চাহেন যে, স্ত্রী সংস্কৃত শিখুক—কোন স্বামী চাহেন যে স্ত্রী ইংরাজী শিখুক—কেহ বা বাঙ্গালাতেই সন্তুষ্ট। কেহ বা বেশী লেখাপড়া শিখাইতে চাহেন না, কেহ বা যতদূর শিখিতে পারে, ততদূর শিখাইতে চাহেন। আমার মত এই যে, এমন ভাবে এখন শিখাই যে, কোন প্রকার স্বামীই তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন।

স্ত্রী। সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা তিনই শিখাইবে নাকি?

স্বামী। তা নয়। আমি বাঙ্গালা শিখাইতেছি। তাহাও বেশী নয়। এমন রকম করিয়া রাখিতেছি যে, স্বামী ইচ্ছা করিয়া যে পথে নিতে চাহেন সেই পথেই যাইতে পারিবে।

স্ত্রী। স্বামীর লেখাপড়া বেশী শিখাইতে অমত হয় কেন?

স্বামী। তাঁহারা মনে করেন, তাহাতে গৃহস্থালী কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয় না। স্ত্রী রাতদিন নবেল নাটক নিয়াই থাকিতে চাহে, কাজ কর্ম্মের ধারে যাইতে চাহে না।

স্ত্রী। (হাসিয়া) তা' দুই এক জনের এমন হইয়াও থাকে বটে।

স্বামী। সুশিক্ষা না দিলে, অনেকেরই হয়।

স্ত্রী। কুশিক্ষা আর কে দিয়া থাকে?

স্বামী। কুশিক্ষা দেয় না বটে—কিন্তু শিক্ষার সামঞ্জস্য না করিয়া দেওয়াতে সুশিক্ষার কুফল ফলিয়া থাকে। কেবলমাত্র লেখাপড়া শিখাইয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিলে, তাহার পক্ষে গৃহস্থালী করা বড় কষ্টজনক হইয়া উঠে, সুতরাং স্বামীও তাহাতে সন্তুষ্ট হন না।

স্ত্রী। তা' ঠিক—তবে সে রকম শিক্ষাতে বরং আপত্তি হউক—অন্য প্রকারে শিক্ষায় আপত্তি কেন?

স্বামী। কেন—তাহা তোমার বুঝিয়া দরকার নাই—আমরও বুঝাইয়া দরকার নাই। আমাদের উদ্দেশ্য কন্যাকে জামাতার মতানুযায়ী গঠিত করিয়া দেওয়া। আমরা এমন ভাবে কন্যাকে শিক্ষা প্রদান করিব যে জামাতার যে ভাবে ইচ্ছা, তাহাকে সেই ভাবে চালাইতে পারিবেন।

স্ত্রী। জামাতা যদি মূর্খ হন, আর এরূপ ইচ্ছা করেন যে স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইয়া কাজ নাই, তবে—

স্বামী। তবে কন্যা লেখাপড়া নাই শিখিল।

স্ত্রী। (বিস্মিত হইয়া) বল কি! জামাই মূর্খ হইলে মেয়ের যে লেখাপড়া শিক্ষায় আরও বেশী দরকার হইয়া পড়ে।

স্বামী। (হাসিয়া) কেন? স্বামীকে শিখাইতে নাকি?

স্ত্রী। (লজ্জিত হইয়া) তা, নয়—তবু—

স্বামী। আর তবু কি? হিন্দু স্ত্রী মূর্খ স্বামীর শিক্ষক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কখনও সুখশান্তি পাইতে পারিবেন না। তবে স্বামী পণ্ডিত হইলে, তাহাকে স্ত্রী শিখাইতে পারে বটে।

স্ত্রী। পণ্ডিত স্বামীকে আবার কি শিখাইবে?

স্বামী। সকলই শিখাইতে পারে। ধর্ম্ম—সহিষ্ণুতা—দয়া—মায়া সবই শিখাইতে পারে। তুমি "আনন্দমঠ" পড়িয়াছ?

স্ত্রী। পড়িয়াছি। কেন?

স্বামী। তাহাতে"শান্তি" "জীবনান্দ"কে কেমন শিখাইয়াছিল! মূর্খ স্বামী হইলে কি ঐরূপ ফল হইত?

স্ত্রী। তাহা হইলে, সীতারামের ন্যায় হইত বুঝি।

স্বামী। বাঃ, এইত দেখি বেশ সমালোচনা করিতে শিখিয়াছ!

স্ত্রী। কেন ঠিক কি বলি নাই?

স্বামী। সীতারাম কি মূর্খ ছিল?

স্ত্রী। মূর্খ না হইলেও—যা'ক সে সব কথায় আমার কাজ নাই।

স্বামী। সেই ভাল কথা। আমি বলিতেছিলাম কি, কন্যার

শিক্ষার ভার জামাতার উপরে রাখিয়া তাহাকে সেই শিক্ষার জন্য উপযুক্ত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইল।

স্ত্রী। যেমন কলেজে শিক্ষা পাইবার জন্য এণ্ট্রেন্স পড়ায় তেমন বুঝি?

স্বামী। যেমন এম, এ পরিক্ষার জন্য বি, এ পর্য্যন্ত পড়ায় তেমনও হইতে পারে।

কন্যার শিক্ষা।

স্ত্রী। কেন, লীলা কেন ওসব কাজ কর্ত্তে যাবে ?

স্বামী। কাজগুলি বড় খারাপ নাকি ?

স্ত্রী। খারাপ না হউক, ভাল কাজ হউক। বাপের এসেছে দুদিন আরাম বিরাম কর্ব্বে, যা' ইচ্ছে হবে খাবে, দশখানা পর্ব্বে, তা' ওকে কাজের ফরমায়েস্ কেন ? এখানে খেটে কষ্ট পেতে এসেছে নাকি ?

স্বামী। কাজ কল্লেই কি কষ্ট পেতে হয় ?

স্ত্রী। কি হয় না হয়, একবার করে দেখ্‌লেই ত বুঝ্‌তে পার !

স্বামী। (হাসিয়া) আমরা রাতদিন বসিয়াই কাটাই কি না !

স্ত্রী। বসিয়া কাটাও না, কি করে থাক ? কাজ ত একটা কলম ঘুরান বই নয় !

স্বামী। বটে ? তবে তুমি কেন এই কাজটা কর না, আমি তোমার কাজ কচ্ছি।

স্ত্রী। আচ্ছা একদিন আমার কাজ তুমি করে দেখাও, তার পরে তোমার কাজ আমি কর্ব্বো। একদিন এই ছেলেটি রাখ দেখি—

স্বামী। তোমরা কি মনে কর, আমরা ওসব কাজ কর্ত্তে পারি না?

স্ত্রী। পার বেশ ত; একদিন করিয়া দেখাও না!

স্বামী। যখন আবশ্যক পড়িবে, দেখাইব।

স্ত্রী। লীলারও যখন আবশ্যক পড়িবে, কাজ করিবে।

স্বামী। (কথায় হারিয়া, একটু গম্ভীরভাবে) তুমি এ কথাটি ভাল বুঝিতেছ না।

স্ত্রী। মন্দই বা কি বুঝিতেছি, দেখিতে পাইতেছি না। বার মাস শ্বশুর ঘরে ত দিন রাত খাটিতেই আছে, এখানে এসেও কি একটু জিরুতে পাবে না? মেয়েমানুষ জন্মাইলে কি রাতদিন খাটিতেই হইবে?

স্বামী। মেয়েমানুষ কেন, মানুষ জন্মাইলেই তাহাকে খাটিতে হইবে। খাটাই তাহার কাজ। সে কাজ যে করিতে পারে, তারই ভাগ্যে সুখ শান্তি ঘটে, যে তাহা না পারে, তাহাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

স্ত্রী। বক্তৃতা অমন ঢের শুনে থাকি—কাজের বেলা কাহা-কেও পাওয়া যায় না। আমি লীলাকে কোন কাজ কর্ত্তে দেব না।

স্বামী। বা! কি শুভানুধ্যায়ী মাতা—মেয়ের সুখশান্তির দিকে কি অদ্ভুত মাতৃবৎ দৃষ্টি!

স্ত্রী। তা' লীলার যেমন কপাল, তুমি এইরূপই বল্‌বে ত! যে ঘরে পড়েছে, রাতদিন না খাটিলে রক্ষে নাই। তা' কি সময় মত খাওয়া আছে।

স্বামী। তা' খাটুনি কিছু বেশী আছে সত্য, কিন্তু সে ঘর কি মন্দ? লীলার বড় জোর কপাল, তাই এমন সুখী পরিবারে প্রবেশ করিয়াছে! লোকজনে ঘরটী পরিপূর্ণ—কোন প্রকার অভাবও নাই। এমন ঘর—তোমার কাছে আজ খারাপ হয়ে পড়্‌লো!

স্ত্রী। (সজল নেত্রে)—ঘর মন্দ না হয়, ভালই আছে; বাছার খাট্‌তে খাট্‌তে শরীর কেমন হয়েছে দেখেছ?

স্বামী। সেই জন্যই ত আমি এখানেও খাট্‌তে বোল্‌ছি।

স্ত্রী। সেই জন্যইত আমিও লীলার অদৃষ্ট ভেবে অবাক্ হচ্ছি। পেটেই নয় না ধরেছ—সন্তান ত বটে—একটুও দয়া মমতা নাই কি?

স্বামী। (দুঃখিত হইয়া) তুমি আজ অনর্থক আমাকে রূঢ় বলিতেছ। লীলাকে আমি স্নেহ করি না—একথা তুমি কি করিয়া বলিলে, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কথা ত শুনিবে না, বুঝিবে না—ভগবান্ তোমাদের জিহ্বাগ্রে ছুরিকা দিয়াছেন—আমাদিগকে আঘাত কর্‌তে খুব মজবুত!

স্ত্রী। (স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নিতান্ত অপরাধী ভাবে)—আমি তোমায় কি এমন বলিয়াছি—তুমি লীলাকে রাতদিন কাজে ফরমায়েস্ কর—তা দেখ্‌লে আমার কষ্ট হয়,

তাই তোমাকে ওরূপ বলিয়াছি। (বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে)—মায়ের মন যে সন্তানের কষ্ট দেখ্‌লে কেমন করে, তা যদি বুঝ্‌তে—আমার কোন অপরাধ নিতে না।

স্বামী। আমি তোমার কোন অপরাধ নিতেছি না। আমি বলিতেছি কি যে, এ রকম কাজ কর্ম্ম করার অভ্যাস না রাখ্‌লে লীলার কষ্ট হইবে। মনে কর, সেখানে ১০।১২ ঘণ্টা খাট্‌তে হয় এখানে যদি একেবারে অলস হইয়া থাকে, তবে এখান হইতে যখন সেখানে যাবে, তখন তাহার কত কষ্ট হইবে। কাজ কর্ম্মে একটু অভ্যাস রাখাই ভাল।

স্ত্রী। সেখানে গেলে কষ্ট ত পাইতেই হইবে—সেই জন্য কি এখানে যে কয় দিন থাকিবে, তাহাকে কষ্ট দিতে হইবে? এ যে ভাল অভ্যাস দেখ্‌তে পাচ্ছি! কষ্ট পাওয়া আবার কাহারও অভ্যাস কর্ত্তে হয় নাকি?

স্বামী। (হাসিয়া) তাও হয়। আর আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে লীলার কষ্ট বাড়িবে না, বরং কমিবে। এখানে আমি যাহা তাহাকে করিতে বলি, তাহা করিতে লীলার আনন্দ বই কষ্ট হয় না। তুমি ত বকিতেছ, আচ্ছা লীলাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না, তাহার কষ্ট হয়, না আহ্লাদ হয়! আমার কাজ দেখিয়া ত বুঝিতে পার। আমি বুঝিয়াই তাকে কাজে বলি। যে কাজে পরিশ্রমও বেশ কর্ত্তে হয়, অথচ সে পরিশ্রম কর্ত্তে আহ্লাদ বই কষ্ট হয় না, এমন কাজেই আমি তাহাকে নিযুক্ত করি। আমার অভিপ্রায় যে আহ্লাদজনক কার্য্য করিতে

করিতে লীলা শ্রমসহিষ্ণু হইলে, সেখানে কোন প্রকার কাজ করিতেই তাহার কষ্ট বোধ হইবে না। কষ্ট ত শরীরের? তোমার যে কাজ করিতে কষ্ট হইবে, একজন মুটের সে কাজ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। কেন না, তাহার শ্রমসহিষ্ণুতা জন্মিয়াছে। লীলার যখন শ্বশুর বাড়ী যাইয়া খাটিতেই হইবে, তখন তাহাকে শ্রমসহিষ্ণু করিয়া দিতে হইবে। তুমি কি আমার কৌশল দেখিতে পাইতেছ না? আমি লীলাকে পরিশ্রমপটু করিতেছি—অথচ আমি এখানে তাহাকে এমন সব কাজে নিযুক্ত করিতেছি যে, পরিশ্রম হইলেও, তাহাতে সে আহ্লাদিত হইতেছে। কষ্ট দিয়াও তাহাকে শ্রমসহিষ্ণু করিতে পারিলে পিতামাতার মতই কাজ করা হয়—তা' আমি যেরূপ তাহাকে কষ্ট না দিয়া শ্রমসহিষ্ণু করিতেছি, তাহাতে সমজ্‌দার লোক হইলে, আমি প্রশংসাই পাইতে পারিতাম। তুমি কি না, রাত দিন তজ্জন্য আমাকে বকৃছ!

স্ত্রী। (ব্যথিত হইয়া)—তা' সমজ্‌দার লোক ত নয়ই জান, ও কথা দশবার আমাকে না শুনাইয়া—

স্বামী। আচ্ছা, আমি কি এক বর্ণও মিথ্যা বলিয়াছি?

স্ত্রী। কি জানি, কাজ কর্ত্তে পরিশ্রম হয়, অথচ কষ্টও হয় না—এ কেমন রকমের কাজ, তা ত আমি বুঝি না।

স্বামী। (স্বগতঃ) রক্ষা পাইলাম—এখন পথে আসিয়াছে। (প্রকাশ্যে) এই মনে কর সে দিন আমি ছানা, চিনি আনিয়া তাহাকে সন্দেশ পাক করিতে বলিয়াছিলাম। সন্দেশ পাক

করিতে তাহার পরিশ্রম কি কম হইয়াছিল? কিন্তু দেখিয়াছ কি, সে কেমন হাসিতে হাসিতে কত আহ্লাদের সহিত তাহা করিতে গেল ও করিল?

স্ত্রী। সে তুমি খাইতে চাহিয়াছ, তাহা তৈয়ার করিয়া দিতে তাহার আহ্লাদ হইবে না?

স্বামী। এ ত দেখি বুঝিতে পার! এটুকু কেন বুঝ না, যে, আমি যদি বুঝিয়া বলি, তবে লীলা আমার প্রতি কথানুযায়ী কার্য্য করিতেই, ঐরূপ আহ্লাদিত হইবে। তোমার মা বাপ যদি তোমাকে এরূপ শিখাইতেন, তবে আর আজ আমার এ কষ্ট পাইতে হইত না! (স্ত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টি)

স্ত্রী। (মুখ গম্ভীর করিয়া) আমার মা বাপ মূর্খ ছিলেন, তোমার মত বুদ্ধি তাঁদের কোথা হইতে আসিবে?

স্বামী। (হাসিয়া) এখনও ঠাট্টা করিলে লাগে?

স্ত্রী। (সমভাবে) ঠাট্টা কি? সত্যই ত বলিয়াছি আমার মা বাপ আমাকে শিখাইলে কি, তোমাদিগকে এত কষ্ট পাইতে হইত?

স্বামী। (কোমলতর স্বরে) আমি কি তাই বলিয়াছি? আমি বলিয়াছি যে তোমার মা বাপ তোমাকে শিখাইলে, লীলাকে আজ তুমিই শিখাইতে পারিতে, আমার আর শিখাইবার কষ্ট পাইতে হইত না।

স্ত্রী। (একটু সান্ত্বনা পাইয়া) তোমরা বুদ্ধিমান লোক—বাক্যের কৌশল জান—যা বল, তাই খাটাইতে পার। আচ্ছা

জিজ্ঞাসা করি—লীলার ত খাটিতে কোন কষ্ট হয় না, তাহাকে শিখাইতে তোমার দুটা কথা বলায় এত কষ্ট হয় কেন? তোমরা পুরুষ মানুষ বলিয়া নাকি?

স্বামী। সত্য সত্যই কি তাহাকে শিখাইতে আমার কথা কহায় কষ্ট হয়? ও একটা কথার কথা।

স্ত্রী। (হাসিয়া) খুব শিখাইলে যা হউক।

স্বামী। (স্বগতঃ—বাঁচিলাম) এখন সে সব কথা যাক—এখন লীলাকে সে কাজ করিতে বলিবে কিনা বল?

স্ত্রী। তুমি তাহার পিতা—তুমি তাহাকে কাজ করিতে বলিবে, তা' আমার কাছে কি?

স্বামী। এতক্ষণ আমি তার কি ছিলাম?

স্ত্রী। (হাসিয়া)—আমি এতক্ষণ তোমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। এখন আমারও বোধ হইতেছে—এখানে বসিয়া থাকিলে তাহার শরীর নষ্ট হইবে। শ্রমসহিষ্ণুতা ত যাইবেই—শরীরের ব্যামো পীড়াও হইতে পারে। একটু একটু খাটাই ভাল। তার পরে, তুমি যে ভাবে তাহাকে খাটাইতেছ তাহাতে আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে। আমি এখন তোমার মনের ভাব সব বুঝিতে পারিয়াছি। আর আমি তোমাকে কোন বাধা দিব না।

স্বামী। আর একটা দেখিতেছ, যে সকল কাজ সেখানে বেশী করে নাই, তাহাই আমি তাহাকে দিয়া করাইতেছি—অথচ এমন ভাবে করাইতেছি যে তাহা করিতে তাহার প্রচুর আনন্দ

হইতেছে। এইরূপ করিয়াই মেয়েদিগকে কাজ শিখাইতে হয়। বাপের বাড়ী আসিলে তাহাকে ভাল খাওয়াইয়া আদর কর—ভাল পরাইয়া আদর কর—কিন্তু অলসভাবে বসাইয়া রাখিয়া আদর করিও না। আমার মত যে শ্বশুর বাড়ীতে যেমন খাটিতে হয়, যেমন থাকিতে হয়, যেমন খাইতে হয়, মেয়েকে বাপের বাড়ীও তেমনই খাটান, তেমনই রাখা, তেমনই খাওয়ান ভাল। তা' অত কথা তোমাদিগকে এখন বুঝাইতে চাহি না। এখন যদি তোমরা প্রকৃত সন্তানের হিতৈষী হও, তবে তাহাদিগকে কখনও বাপের বাড়ীর আহ্লাদে, অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিও না। পুত্রের শিক্ষার জন্য যেরূপ ভাবিতে হয়, কন্যার শিক্ষার জন্য ততোধিক ভাবিতে হয়। পুত্র তাহার নিজের ঘরে কিরূপে সুখে থাকিতে পারিবে, তাহাই শিখিবে—কন্যাকে কিন্তু শিখাইতে হইবে, সে কিরূপে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারভুক্ত হইয়া, তাহাদিগকে আপন করিয়া, তাহাদিগের চিত্তরঞ্জন করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিবে। সুপাত্র দেখিয়া কন্যা বিবাহ দিতে পারিলেই অনেকে কন্যা সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইল মনে করেন। এটি তাঁহাদের নিতান্ত ভুল। কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষিত করিয়া না দিলে, মনের মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাত্রকরে তাহাকে অর্পণ করিলেই, কন্যার সুখ হইতে পারে না। পুত্রের শিক্ষা অন্যের উপর রাখিতে পার—কন্যার শিক্ষক পিতা মাতা ও ভ্রাতা। বড় সাবধানে কন্যার শিক্ষাবিধান করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত সে অবিবাহিতা থাকিবে, তাহাকে এমন ভাবে শিক্ষা দিবে, যে, যে প্রকার

পরিবার মধ্যেই সে পড়ুক না কেন, ধনীর ঘরেই হউক, কি দরিদ্রের কুটীরেই হউক, বিদ্বান পাত্রেই হউক, কি মূর্খ হস্তেই হউক, তজ্জন্য তাহাকে কষ্ট পাইতে না হয়। কোন বিষয়েই বিশেষ শিক্ষা না দিয়া—সকল বিষয়েই কিছু কিছু শিক্ষা দিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরে তাহার বিবাহ হইলে—সেই পাত্রের শিক্ষা ও মন বুঝিয়া—সেই পরিবারের চাল চলন ব্যবহারাদি সব ভাল করিয়া বুঝাইয়া, তাহাকে এমন করিয়া শিক্ষা দিবে যে, সেও যেন সেই পরিবারের মধ্যে বিনা আয়াসে সহজে মিশিয়া যাইতে পারে। ছেলের শিক্ষা জন্য এত ভাবিতে হয় না।

স্ত্রী। বিবাহের পরে কি শিক্ষার সময় থাকে?

স্বামী। হিন্দুনিয়মে বিবাহ দিলে, যথেষ্ট সময় থাকে। আমি হিন্দুর ঘরের কথাই বলিতেছি। ভিন্ন সমাজের লোকের পক্ষে আমার এ কথা সঙ্গত হইবে কেন?

স্ত্রী। এই শিক্ষার জন্যই কি তবে, মেয়েদের অল্পবয়সে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা।

স্বামী। খুব সম্ভব। তা' সে সকল কথায় বেশী আবশ্যকতা নাই। লীলার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেই যথার্থ মায়ের কাজ করিলে। বহু পরিবার মধ্যে সে পড়িয়াছে, অনেক লোকের মন জোগাইয়া তাহাকে চলিতে হইবে—তাহার শিক্ষা একটু ভাল রকমের চাই। লেখাপড়া সে যাহা শিখিয়াছে তাহাই যথেষ্ট। অর্থাৎ

উহার অধিক সে শিখিতে হয় শিখুক—আমাদিগের দৃষ্টি সেদিকে দিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদিগের দৃষ্টি দেওয়া উচিত—তাহার অন্যান্য শিক্ষার প্রতি। কেমন করিয়া সে অনায়াসে বিপুল সংসারের সমস্ত খাটুনি অকাতরে করিয়া আনন্দিত হইতে পারে, কেমন করিয়া সে সেই পরিবারের সমস্ত প্রকৃতি একেবারে আত্মস্থ করিয়া, তাহাদিগের সহিত সমানভাবে চলিয়া যাইতে পারে—তাহারা যেরূপ খায়, যেরূপ পরে, যেরূপ কাজ করে, কেমন করিয়া তাহার সেইরূপ খাওয়ায়, সেইরূপ পরায়, সেইরূপ করায় কোন কষ্ট না হইয়া প্রত্যুত আনন্দ হইতে পারে, আমরা এখন তাহাই তাহাকে শিক্ষা দিব।

স্ত্রী। আর তোমাকে বলিতে হইবে না। এখন দেখিতে পাইবে, আমার মা বাপ আমাকে কিছু শিখাইয়া ছিলেন কি না—

স্বামী। (হাসিয়া) আমি তবে সুস্থ হইলাম।

স্ত্রী। না, অত সুস্থ হইলেও চলিবে না। তোমরা হা'ল না ধরিলে কি আমরা কিছু পারি?

স্বামী। একবার তোমাদিগকে বুঝাইয়া লইলে, তোমরা আমাদিগের চেয়ে সহস্রগুণে ভাল পার।

স্ত্রী। (সাহ্লাদে) হাজার হউক—তোমাদের ছাড়া আমরা কিছুই নয়।

স্বামী। (স্বগতঃ) আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে।

আহার।

স্বামী। এমন যেন আর না হয়।

স্ত্রী। যদি নিষেধ কর, তবে নাই হইল। কিন্তু আমি ইহার কিছু তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না।

স্বামী। কি বুঝিতে চাও?

স্ত্রী। ইহাই বুঝিতে চাই যে ধর্ম্মের সঙ্গে আহারের সম্বন্ধ কি?

স্বামী। (হাসিয়া) এ যে ম্লেচ্ছের কথা—

স্ত্রী। তবে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহি না। আমি কি অখাদ্য ভোজনের কথা বলিয়াছি? আমি বলিয়াছি, যাহা খাইতে নিষেধ নাই, তাহারই আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি?

স্বামী। উভয় প্রশ্নেরই একই উত্তর?

স্ত্রী। সে কি রকম?

স্বামী। বলিতেছি। আচ্ছা আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, জিজ্ঞাসা করিতেছ, আহারের সঙ্গে মনের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাও না?

স্ত্রী। সে কি রকম ?

স্বামী। বটে ? আচ্ছা মদ খাইলে কি হয়, জান ?

স্ত্রী। জানি ; নেশা হয়।

স্বামী। তখনি মন পরিবর্ত্তিত হয় না ?

স্ত্রী। (কিছু চিন্তা করিয়া অবনত মস্তকে) হয় বই কি।

স্বামী। তবে মদ খাওয়ার সহিত মনের সম্বন্ধ আছে বলা যাইতে পারে।

স্ত্রী। (অতি আস্তে) পারে। (কিছুকাল পরে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে) মদ খাইলে নেশা হয় বলিয়া, কি অন্যান্য খাদ্যও সেইরূপ হইবে নাকি ?

স্বামী। (হাসিয়া) তা' কেন হইবে ? খাদ্যের মধ্যে একমাত্র মদেরই সহিত মনের সম্বন্ধ আছে অন্য কোন খাদ্যের সহিত মনের কোন সম্বন্ধ নাই ! না ?

স্ত্রী। (ধীরভাবে) তা' থাকিতে পারে। কে জানে অত কথা ?

স্বামী। জান না, তবে বলিতে এস কেন ? তুমি জান না বলিয়াই আমি তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। একটু শুনিলেই বুঝিতে পারিবে।

মদ খাইলে নেশা হয়, ইহা সকলেই জানেন। ইহা দেখিয়া এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, আহারের সহিত মনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই সম্বন্ধ বুঝিয়া খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। সে গুলি

তোমাদের জানা আবশ্যক ও তদনুযায়ী তোমাদের চলা আবশ্যক।

স্ত্রী। তা' না জানে কে? কিন্তু সে মতে এখন আর চলে কয় জনে?

স্বামী। না চলিবার কারণ এই যে, তাহারা তোমারই মত আহারের সহিত ধর্ম্মের বা মনের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পায় না।

স্ত্রী। তাহা হইতে পারে।

স্বামী। হইতে পারে কেন, তাহাই হইয়াছে। তাই আমার ইচ্ছা হইতেছে যে তোমাকে আহারের সহিত মনের সম্বন্ধ ভাল করিয়া বুঝাই ও সেই সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারগণের কথাগুলি শুনাই।

স্ত্রী। সে ত ভাল কথাই—তুমি বল, আমি মনোযোগ করিয়া শুনিতেছি।

স্বামী। এখন গীতার কথাই সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। আমি সেই গীতার কথাই তোমাকে শুনাইব। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, তিন প্রকার আহার তিন প্রকার লোকের প্রিয়। আয়ু, সত্ত্বা, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধক, রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী ও চিত্ত-পরিতোষকর—এইরূপ আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। অর্থাৎ সাত্ত্বিকগণ আহার্য্য দ্রব্যে এই সকল গুণ অন্বেষণ করেন।

স্ত্রী। সাত্ত্বিকগণ কাহাকে বলে?

স্বামী। এ ত মুস্কিল। ভগবান গীতায় মানুষকে তিন ভাগে

বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন। যিনি সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁহাকে সাত্ত্বিক, যিনি রজোগুণপ্রধান তাহাকে রাজস ও যিনি তমোগুণ-প্রধান তাহাকে তামস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

স্ত্রী। সত্ত্ব, রজ, তম কি?

স্বামী। ইহাদিগকে গুণ বলে। ইহা তোমাকে সম্যক্ বুঝাইতে পারি, এরূপ সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে এই তিন গুণের বিভিন্ন কার্য্য তোমাকে বলিয়া গুণত্রয়ের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

স্ত্রী। আমার বেশী বুঝিয়াও কাজ নাই। মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিতে পারে, এমন কিছু বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

স্বামী। ভগবান গুণত্রয়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, জ্ঞানপ্রকাশক, উপদ্রবশূন্য। ইহাতে জ্ঞানে ও নির্ম্মল সুখে মানবের আসক্তি জন্মাইয়া থাকে। ইহাই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। এই গুণ যাঁহার অধিক আছে, তাঁহাকেও সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। রজোগুণে মানুষের ভোগাভিলাষ জন্মাইয়া থাকে এবং ইহাতে মানুষকে সতত কর্ম্মে নিয়োজিত করে। যাহার এই গুণ অধিক আছে, তাহাকে রাজস বলিয়া জানিবে। তমোগুণ লোককে সর্ব্বদা নিদ্রা, আলস্য, ভ্রান্তি ও মোহপ্রিয় করিয়া থাকে। এই গুণ যাহার অধিক আছে, তাহাকে তামস লোক বলে। সকল মানুষেরই অল্পাধিক পরিমাণে এই তিন গুণই আছে। কখনও আমাদিগের অন্তরে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, কখন ও বা রজোগুণ প্রবল হয়, আর কখনও বা তমোগুণ প্রবল

হইয়া পড়ে। যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন চিত্তে জ্ঞানের সঞ্চার হয়, এবং অতি নির্ম্মল একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হয়। যখন রজোগুণ প্রবল হয়, তখন চিত্তে লোভ, কার্য্যে প্রবৃত্তি, কর্ম্মে উদ্যম, অশান্তি ও বিবিধ প্রকার আশার উদ্রেক হইয়া থাকে। যখন তমোগুণ প্রবল হয়, তখন চিত্তে মোহ, আলস্য উদ্যমশীলতা প্রভৃতিই সঞ্চারিত হয়। সাত্ত্বিক গুণের ফলে প্রায় নির্ম্মল সুখ হয়, রাজস কর্ম্মে সুখ ও দুঃখ উভয়ই উৎপন্ন করে— তমোগুণ অজ্ঞানই উৎপন্ন করে। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি, রজোগুণ হইতে লোভের উৎপত্তি, তমোগুণ হইতে প্রমোদ ও মোহের উৎপত্তি। বুঝিলে?

স্ত্রী। ভাল বুঝি নাই। তবে এক রকম বুঝিয়াছি এখন আহারের কথা বল।

স্বামী। সাত্ত্বিকগণের প্রিয় আহারের কথা বলিয়াছি। যে আহারে শরীরের পুষ্টি সাধন করে, অথচ মনের কোন প্রকার বিকার উপস্থিত করে না, কাম ক্রোধাদি রিপু যে আহারে উত্তেজিত না হইয়া, শান্তভাবে থাকে, তাহাই সাত্ত্বিক আহার।

স্ত্রী। আহারে আবার ক্রোধাদি বৃদ্ধি করে না কি?

স্বামী। হাঁ, করে। যাহারা মাংসাহারী, তাহারা যেরূপ ক্রোধী ও কামুক, যাহারা ফলমূলাহারী, তাহারা সেরূপ নহে। এইরূপ খাদ্যাদি বিশেষ রিপুবিশেষে উত্তেজিত ও শান্ত করিতে পারে। নিম্বাদি তিক্ত খাদ্যগুলি কামরিপুর দমনকারী। পক্ষা-

স্তরে মাসকলাই, হংসডিম্ব, মসুর প্রভৃতি খাদ্য উহার উত্তেজক। এইরূপ জানিবে।

স্ত্রী। বুঝিলাম। এখন আর দুই রকম আহার কি, বল।

স্বামী। অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী এবং যাহাতে দুঃখ ও মনোবিকার সঞ্চার হয়, যাহাতে শারীরিক নানা প্রকার ব্যাধিও জন্মিয়া থাকে, তাহাই রাজসগণের প্রিয় আহার। মদ্যমাংসাদি এই রাজস আহার। সাহেবগণ এই সকল আহার ভাল বাসেন।

পচা দ্রব্য, শুষ্ক দ্রব্য, দুর্গন্ধ দ্রব্য, বাসি দ্রব্য, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, অপবিত্র দ্রব্য—ইহাই তামসগণের প্রিয় আহার। অর্থাৎ ইহাতে আমাদের তমোগুণ বৃদ্ধি হয়।

স্ত্রী। বুঝিলাম—কিন্তু কোন্ আহার বলকারক, নির্ম্মল, সত্বগুণযুক্ত, তাহা বুঝিব কিরূপে? এই তাহার জন্য আবার দ্রব্যগুণ পড়িতে হইবে না কি?

স্বামী। পড়িলে ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহা না পড়িলেও চলিবে। শাস্ত্রকারগণ এই সকল খাদ্যাখাদ্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া তোমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন। তাহাই জানিলে কাজ চলিবে।

স্ত্রী। শাস্ত্রকারগণ কি মৎস্য, মাংস, কালিয়া, পোলাও খাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন?

স্বামী। নিষেধ করিয়াছেন বই কি। কিন্তু আবার অপার্য্য-

মানে বিধিও দিয়াছেন। তাঁহারা যে প্রকার বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে এ সকল না খাইতে পারিলেই ভাল—অগত্যা যদি খাইতে হয়, তাহা হইলে তাহা শাস্ত্রবিধি অনুসারে খাইবে।

স্ত্রী। তবে আহারেও শাস্ত্র মানিতে হইবে?

স্বামী। মানিতে হইবে না? হিন্দুকে প্রতি কার্য্যে শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইবে। শাস্ত্র মানিয়া চলার অর্থ—সৎপথে চলা।

স্ত্রী। আহারের সহিত যে মনের এত সম্বন্ধ, তাহা আগে জানিতাম না।

স্বামী। তাহা আমি বুঝিয়াছি বলিয়াই, এই সকল কথা বলিলাম। তোমরা আমাদের আহারের কর্ত্তা। কি খাইব না খাইব, তোমরাই ব্যবস্থা করিয়া থাক, তাই আজ আহারতত্ত্ব তোমাকে কথঞ্চিৎ বলিলাম। একটা কথা মনে করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিও। দুগ্ধ ও তজ্জাত দ্রব্যাদি সকলই অতি সাত্ত্বিক খাদ্য। যথাসম্ভব এই সকল খাদ্যই ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে যত্ন করিবে। অধিক পরিমাণে মৎস্য মাংসাদি বা উষ্ণ দ্রব্যাদি ভোজনের রীতি ভাল নহে। অগত্যা যদি সে সকল খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে অতি অল্প পরিমাণেই তাহা করিবে।

স্ত্রী। বিধবাদিগের ভোজন দ্রব্য বুঝি সত্ত্বগুণ প্রধান?

স্বামী। ঠিক বলিয়াছ। তাহাই আদর্শ আহার। তবে ইহাও বলিতে হয়, যদি কেহ রজোগুণপ্রধান হইয়া সর্ব্বদা পরিশ্রমে রত

হয়েন, তাহাকে রাজস আহার না দিলে চলিবে না। রোগী-দিগকে চিকিৎসকগণ যেরূপ আহারের ব্যবস্থা করেন, তাহাই দিতে হইবে। শাস্ত্রাজ্ঞাও এইরূপ। এই সকল বুঝিয়া বালক-বালিকাগণের ও আমাদিগের আহারের ব্যবস্থা করিলেই আমার অদ্যকার আলোচনা সার্থক হইবে।

পরিবেশন।

স্বামী। আজ যে বড় দেবভোগের আয়োজন দেখ্‌তে পাচ্ছি—এ সব কিসের জন্য?

স্ত্রী। তা দেবভোগের জন্যই আয়োজন বটে। তোমরাই আমাদের দেবতা; অন্য দেবতা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে।

স্বামী। তবে বুঝি আমার এসব দেখাই সার হবে?

স্ত্রী। কেন?

স্বামী। দেবভোগ ত দেবতাগণ প্রত্যক্ষভাবে খাইয়া থাকেন না তা' যাহারা দেয়, তাহারাই খায়—নইলে অপরকে বিলাইয়া দেয়।

স্ত্রী। আমার এ দেবতা খাইতে জানেন—তাঁহাকে দেখাইয়া লইলে চলিবে কেন?

স্বামী। (হাসিয়া) সে কথাটী ঠিক থাকিলেই হয়। অনেক স্থানে দেখিয়াছি, গুরুঠাকুরকে ভোগের আয়োজন এমনই করিয়া দেওয়া হয় যে, ঠাকুর বেশ বুঝিতে পারেন যে প্রসাদ রাখিতে

হইবে। প্রসাদ রাখিতে হইবে এই ভাব মনে থাকিলে, তাঁহার খাওয়া যেরূপ হয়, তাহা বুঝিতেই পার।

স্ত্রী। (হাসিয়া) না, তোমার সে ভয় নাই। তোমার প্রসাদ রাখিতে হইবে না।

স্বামী। রহস্য যা'ক, আজ এত আয়োজন কেন?

স্ত্রী। তুমি খাবে বলিয়া।

স্বামী। আমি ত রোজই খাই—কই এমন আয়োজন ত রোজ হয় না।

স্ত্রী। রোজ কি এমন করিতে পারা যায়? তবে অনেক দিন তোমার ভাল খাওয়া হয় নাই, তাই আজ কিছু বেশী আয়োজন করিয়াছি।

স্বামী। তা বেশ করিয়াছ। ভাল খেতে কি আর অসাধ? তবে—

স্ত্রী। তবে কি?

স্বামী। তবে, বিনা কাজকর্ম্মে এত ব্যয় করিয়া খাওয়া দাওয়াটা তত ভাল লাগে না।

স্ত্রী। ভাল খেতেও চাও, আবার ব্যয়ও না হয়! বেশ ইচ্ছাটি কিন্তু!

স্বামী। কত ব্যয় হলো আজ?

স্ত্রী। বেশী ব্যয় হয় নাই। সকলের জন্য ত আর এ সব হয় নাই, শুধু তোমারই জন্য করেছি—এতে আর কি ব্যয় হবে?

স্বামী। (বিস্মিত হইয়া) সে কি? সকলের জন্য এ কর নাই—কেবল আমার জন্য এ কে কর্‌তে বল্লে?

স্ত্রী। কর্ত্তে আর কে বল্‌বে? সকলে ত কতই খায়—তুমি সর্ব্বদা বাড়ী থাক না, তাই তোমার জন্য একটু বিশেষ করেছি বলে, রাগ হলো?

স্বামী। না রাগ কেন হবে—এতে তোমার পতিভক্তি দেখে খুসীই হব! সকলে যাহা খায়, পতিদেবতাকে তাহা খাইতে না দিলে কি পতিভক্তি প্রদর্শন হয়!

স্ত্রী। (অবাক হইয়া) ইহাতে দোষটা কি, তাহাই বল না—শেষে তিরস্কার যে ভাবে ইচ্ছা করিতেই ত পারিবে।

স্বামী। কেন এতে যে কি দোষ হয়, তাহা জান না?

স্ত্রী। না।

স্বামী। তবে শুন। প্রথমে হিন্দুশাস্ত্রের কথা বলি—পরে আমাদের যুক্তির কথা বলিব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—যিনি আপনার জন্য কোন দ্রব্য পাক করেন, তিনি সেই দ্রব্যের সহিত পাপই ভোজন করেন। অর্থাৎ নিজে সক্ করিয়া আপনার রসনা পরিতৃপ্তির জন্য কোনও দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলে তাহাতে পাপ জন্মে। একদিন বলিয়াছি যে, আহার মনের সাত্ত্বিক ভাব রক্ষা করিয়া শরীর পোষণ জন্যই হওয়া কর্ত্তব্য। সেই জন্য আহারে যদি কোন প্রকার সুখোৎপত্তি হয়, তবে না হয় তাহা সম্ভোগ করিলাম। কিন্তু তাহাও শ্রেষ্ঠ সংযমীর কর্ত্তব্য নহে—যা'ক সে কথা এখন নাই বা বলি-

লাম। এখন ইহাই বুঝিলে যথেষ্ট হইবে যে, শরীর ও মন উভ-য়ের স্বাস্থ্য রক্ষা করাই আহারের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই লক্ষ্য-দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি আহারে কোন প্রকার সুখোৎ-পত্তি হয়, তাহাও সম্ভোগ করিতে পারা যায়। কিন্তু এই প্রধান লক্ষ্যটিকে ইতর লক্ষ্য মনে করিয়া, সুখসম্ভোগকেই আহারের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলিয়া ধরিলেই আহারে পাপ জন্মে। সেরূপ স্থলে আপনার জন্যই পাক করা হয়। আপনার জন্য অর্থ আপনার সুখের জন্য। মনুতেও এই প্রকার শাসন আছে। তাঁহার মতে যে গৃহস্থ অন্য সকলকে বঞ্চিত করিয়া নিজে কোন ভাল আহার্য্য ভোজন করেন, তিনি ঘোর নরক প্রাপ্ত হন। এই ত গেল শাস্ত্রের কথা। এমনই কেন দেখ না। এক পরিবারস্থ সকলকে বঞ্চনা করিয়া আমার নিজের সুখভোগের ইচ্ছা কি ঘোরতর স্বার্থপরতা নহে? বিষয় ত অতি সামান্য—ক্ষণিক রসনার পরিতৃপ্তি। কিন্তু ইহার পরিণাম-ফল ভয়ানক। এই সকল সামান্য কার্য্য হইতেই লোকের স্বার্থপরতা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দোষই বল গুণই বল, লোকের অভ্যাসের সহিত ইহা এরূপ মিশ্রিত হইয়া থাকে যে, বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টিতেও লোকে সেই মিশ্রণ ভাল অনুভব করিতে পারে না। তাই সকল সময়েই আমাদিগের সতর্কভাবে সেই দোষগুলির মিশ্রণ দেখি-বার চেষ্টা করিতে হয়। তাহা না হইলে আস্তে আস্তে ইহা অভ্যাসের সহিত মিশিয়া কোন ব্যক্তিকে সম্যক্ পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেও, সেই পরিবর্ত্তিত ব্যক্তি তাহা সহজে বুঝিতে

পারিবেন না। তিনি মনে করিবেন, যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন—অথচ কিন্তু তাহাতে আকাশ পাতাল ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা হইতেই আমাদের একান্নবর্ত্তী প্রথা নষ্ট হইয়া যায়। তুমি যেমন এটাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিলে, অন্যের নিকট ইহা ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এটা তোমার নিজের দোষ, কি আমার দোষ—তাই তুমি ইহাকে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র বলিয়া মনকে বুঝাইলে। অন্য পরের দোষ বলিয়া এটাকে যতদূর সম্ভব বৃহৎ বুঝিতে চেষ্টা করিল। তোমার ও অন্যের মত মিশিল না। মূলেই অনৈক্য হইয়া পড়িল তুমিও সরল মনে দেখিলে, এ দোষ অতি ক্ষুদ্র, ইহা অন্যের মার্জ্জনা করা উচিত। অন্যেও ঠিক সেইরূপই সরল চিত্তে মনে করিল, এ দোষ অতি গুরুতর—এরূপ সামান্য বিষয়েও স্বার্থপরতা কিছুতেই সহ্য করা যায় না। ইহা হইতে কলহের উৎপত্তি হইল। একান্নবর্ত্তীপরিবার প্রথার উচ্ছেদ হইল।

স্ত্রী। আমি কি সেইরূপ তোমার ভাই বন্ধু কাহাকে বঞ্চনা করিয়া তোমাকে খাওয়াইতেছি নাকি ?

স্বামী। তা ত নয়। ভাই বন্ধুকে রাখিয়া এরূপ করিলে কি হয়, সেই কথাই আগে বলিলাম। চাকর বাকরের কথাও বলিতেছি।

স্ত্রী। তা'দেরও কি তোমার সমান যত্ন করিতে হইবে নাকি ?

স্বামী। আহারের বিষয়ে তাহা করিতে পারিলে ভাল বই

কিছু মন্দ হয় না। তবে তাহা আমাদের ন্যায় সামান্য শিক্ষিতের পক্ষে সম্ভবপর নয়! ততদূর নাই বা গেলে—যে গুলি ঘরে রান্না হয়, তাহা ত সকলকেই বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়?

স্ত্রী। সকলকে তাহা দিতে গেলে কত বেশী খরচ পড়িয়া যায়?

স্বামী। তা' এখন কি করিবে। যদি সে ব্যয় করা অনুচিত মনে কর, যাহা সকলকে দিতে পার, এমন জিনিষ রাঁধিলেই ত হয়।

স্ত্রী। তা' কি চলে? মনে কর, আজ তোমার অসুখ করিয়াছে। তোমাকে মাংসের ঝোল দিতে হইবে—সকলকে কি তাই দিয়া উঠিতে পারা যায়?

স্বামী। অসুখ হইলে যে স্বতন্ত্র কথা। সেখানে সুখের জন্য ত আহার হয় না। সেখানে আহারের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সে সম্বন্ধে কি আমি কখন তোমায় কিছু বলিয়াছি?

স্ত্রী। না' তাহা বল নাই। আচ্ছা ধরিয়া লও না কেন, ইহাও এক প্রকার সেই রকমের পথ্য।

স্বামী। সে কি রকম?

স্ত্রী। অন্যে যাহা দিয়া খাইলে তৃপ্তিলাভ করে, তোমার যদি তাহাতে তৃপ্তি না হয়, তবে তাহাদিগের হইতে তোমার একটু বিশেষ করায় দোষটা কি?

স্বামী। অন্যে যাহা খাইলে তৃপ্ত হয়, আমার তাহাতে অতৃপ্ত হইবার কারণ?

স্ত্রী। কারণ অভ্যাস। তাহারা অল্পেই তৃপ্ত হইতে বাল্যাবধি অভ্যস্থ হইয়াছে—তোমার সে অভ্যাস হয় নাই—

স্বামী। সামান্য আহারে তৃপ্ত হইতে অভ্যাস জন্মাইয়া কি তাহারা এমন একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে, বিশেষ আহার্য্য তাহারা পাইবে না ?

স্ত্রী। ঐ দেখ তোমার কথার শ্রী ! আমি কি তাহাই বলিয়াছি ? তুমি যে সকলকে সমান করিতে চাও, সেটা কেন তৃপ্তি সম্বন্ধে হউক না ?

স্বামী। তা' কি কেহ সমান করিয়া রাখিতে পারে ? কাহার কিসে কিরূপ তৃপ্তি হয়, তাহা কি জানার সম্ভাবনা আছে না কি ?

স্ত্রী। মোটামুটি একটা বুঝা যায় কি।

স্বামী। আচ্ছা, আমি যেন তোমার কথাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম। তুমি তাহাদিগকে যেরূপ খাওয়াও তাহাতেই তাহারা আমার ন্যায় পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু আর একটা কথার কি উত্তর করিবে ?

স্ত্রী। কোন্ কথার ?

স্বামী। আচ্ছা এই যে আমার জন্য যাহা আয়োজন করিয়াছ, ইহা কি তাদের খাইতে ইচ্ছা হয় না ?

স্ত্রী। এমন অভ্যাস হইলে, তার কি করা যায় ?

স্বামী অন্যায় অভিলাষ কেন ?

স্ত্রী। বাঃ চাকর বাকরে মুণিবের মত খাইতে পরিতে

অভিলাষ করিলে, সেটা কি তাহার পক্ষে ভাল হইত নাকি?

স্বামী। তার পক্ষে সেটা যেন মন্দই হইল। মুণিবের পক্ষে তাহা জানিয়া শুনিয়া তাহাদিগকে না দিয়া খাওয়াটা কি ভাল হয় নাকি?

স্ত্রী। কেন মন্দটাই কি? অন্যের অন্যায় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে না দেওয়াই ভাল।

স্বামী। আচ্ছা যে মুনিবে তাহা দেয়, তাহাকে লোকে প্রশংসা করে, না, নিন্দা করে?

স্ত্রী। লোকে তাহাকে প্রশংসাই করে।

স্বামী। যে তাহা না দেয়, লোকে তাকে কি বলে?

স্ত্রী। আন্দাজ মত হইলে কিছুই বলে না, বাড়াবাড়ি হইলে নিন্দা করে।

স্বামী। তবে তুমি আমার পক্ষে কোন্‌টি চাও? প্রশংসা ভাল, না, নিন্দা ভাল?

স্ত্রী। এ বিষয়ে আমি প্রশংসাও চাহি না, নিন্দাও চাহি না। লোকের মুখের দিকে অত চাহিয়া কি কাজ করা চলে?

স্বামী। আমি যদি প্রশংসা চাহি।

স্ত্রী। তাহা হইলে সর্ব্বস্ব লোককে বিলাইয়া দিয়া একদিনেই তাহা পাইতে পার!

স্বামী। বটে?

স্ত্রী। যা'ক তোমার সহিত আমি আর গলাবাজি করিতে পারি না। যাহা ভাল বুঝ, বলিও, আমি তাহাই করিব।

স্বামী। আমার যেন মনে হয়, পরিবার সকলকে না দিয়া কোন দ্রব্য ভোজন করা অন্যায়। অতিথি অভ্যাগত একান্ন-বর্ত্তীপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে ত কথাই নাই—চাকর বাকর প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। তুমি যেরূপ কূট তর্কাদি দ্বারা তোমার কার্য্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলে এ সব বিষয়ে ও প্রকার কূট তর্কাদি আমার মনে যেন কেমন বোধ হয়। তোমার কথার সারবত্তা আমি অস্বীকার করিতে সমর্থ না হইলেও, ওগুলি যেন কেমন মনের সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়। তাই আমার ইচ্ছা বেশী হউক, কম হউক, সকলকেই সকল জিনিষ দিয়া তবে আমাদিগকে ভোগ করিতে, দিবে।

ব্রততত্ত্ব।

স্ত্রী। আচ্ছা তুমি যে এমন করিয়া সকল প্রকার সুখাদ্য ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ইহাতে কি ধর্ম্ম হয় নাকি?

স্বামী। আহারজনিত সুখ ত্যাগ করিতে পারিলে ত ধর্ম্মাচরণ হয়-ই।

স্ত্রী। তবে যে শাস্ত্রে বলিয়া থাকে—শরীরই ধর্ম্ম সাধনের সহায়, অতএব সর্ব্বাগ্রে তাহার রক্ষার্থ যত্ন করিবে।

স্বামী। শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা সত্য বলিয়া মানি।

স্ত্রী। তবে এ সব কেন? এ সব করিলে যে শরীর চলিবে না।

স্বামী। চলিবে। শরীররক্ষা জন্য আহার করিতে, রসনার তৃপ্তি খুঁজিতে হয় না।

স্ত্রী। ভোজনে তৃপ্তি না ঘটিলে, ভুক্তদ্রব্যের কি পরিপাক হয়? পরিপাক না হইলে আহারের প্রয়োজন?

স্বামী। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের জন্য যে তৃপ্তিটুকু আবশ্যক, তাহা পাইতে আমি নারাজ নহি—আমি আহারের সুখ চাহি না।

স্ত্রী। কেন? এতে ত কাহারও কোন অপকার হয় না—পরিমিত হইলে শরীরেরও কান্তিপুষ্টি হয়, এতে তোমার অমত হইবার কারণ?

স্বামী। কারণ বলিতেছি। দেখ, দুঃখত্যাগই মানব জীবনের প্রধান বাহাদুরী। যাহাতে কোন কষ্ট না হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করাই মানুষের প্রকৃত চেষ্টা। এই চেষ্টা দুই প্রকারে লোক করিতে পারে। এক প্রকার, মনের কামনামাত্রেরই পূরণ দ্বারা। মনের কামনা পূর্ণ হইলে আর অভাব বোধ হয় না; অভাব বোধ না হইলে, আর কষ্টও হয় না। আর এক প্রকার, মনে কোন প্রকার কামনা না জন্মিতে দিয়া। কামনা না জন্মিলে তাহার পূরণ জন্য ইচ্ছাও হয় না—সে ইচ্ছা না হইলে অভাববোধও হয় না—অভাববোধ না হইলে কষ্টও বোধ হয় না। বুঝিয়াছ?

স্ত্রী। বুঝিয়াছি। ইচ্ছার পূরণ দ্বারাই লোকে সুখ লাভ করিয়া দুঃখ ত্যাগ করিতে পারে; ইচ্ছা না হইতে দিয়া লোকে সুখ লাভ বা দুঃখত্যাগের চেষ্টা কিরূপে করে, বুঝি না।

স্বামী। এখনই বুঝিবে। বাজারে একটি কমলালেবু দেখিয়া খোকার খাইতে ইচ্ছা হইল। সেই ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত পূর্ণ না হইতে পারিল, সে পর্য্যন্ত সে কষ্ট পাইতে লাগিল, কাঁদিতে লাগিল; আমি তাহাকে একটি কমলালেবু কিনিয়া দিলাম—সে সুখী হইল, তাহার দুঃখ দূর হইল। এই কমলালেবু দেখিয়া আমার কিন্তু তাহা খাইতে ইচ্ছাই হইল না—এস্থলে আমার কি এই খোকার ভুক্ত কষ্টটি ত্যাগ করা হইল না?

স্ত্রী। ইচ্ছা না হইলে, যেমন দুঃখ হয় না, তেমন সুখও ত হয় না।

স্বামী। তাহা ঠিক হইতে পারে। কিন্তু বল দেখি, দুঃখ-মিশ্রিত সুখ ভোগ করা ভাল, না দুঃখ সুখ কিছুই না ভোগ করা ভাল ?

স্ত্রী। তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না।

স্বামী। যিনি সুখ চাহেন তাঁহার ভাগ্যে দুঃখই বেশী হয়, সুখ বড় একটা হয় না ; আর যিনি দুঃখ সুখ কিছুই চাহেন না তাঁহারই প্রকৃত সুখ হয়।

স্ত্রী। তবে সুখ দুঃখ উভয়ই ত্যাগ করিতে চেষ্টা করা ভাল।

স্বামী। এই সুখদুঃখত্যাগ অভ্যাসের জন্যই আমি এইরূপ করিতেছি। হিন্দুর ব্রত এই অভ্যাস শিখাইতে—নিবৃত্তিধর্ম্ম শিখাইতেই হিন্দুর ব্রত ধর্ম্ম।

স্ত্রী। কিছু বুঝিলাম না।

স্বামী। মানুষ মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া সুখ আয়ত্তাধীন করিতে সক্ষম হয় না—এ পৃথিবীতে এমন মানুষ হয় নাই,—হইতেও পারে না—যিনি মনের হরেক রকম ইচ্ছা যথারূপে পূর্ণ করিয়া চিরদিন সুখে কাটাইয়া গিয়াছেন। প্রবৃত্তির সেবায় যে সুখ হয়, তাহার উপর মানুষ একাধিপত্য করিতে পারে না। কিন্তু মনে কোন ইচ্ছা হইতে না দিয়া নিবৃত্তিধর্ম্ম পালন করিয়া সুখের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। ব্রত সেই নিবৃত্তিধর্ম্ম অভ্যাস করিতে শিখায়।

স্ত্রী। ব্রতে নিবৃত্তি ধর্ম্ম কিরূপে শিক্ষা দেয় ?

স্বামী। তাহা বলিতেছি। আগে নিবৃত্তিধর্ম্ম যে প্রবৃত্তি-সেবা হইতে উচ্চতর তাহা স্বীকার কর।

স্ত্রী। তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। মনের সকল কামনা কাহারও পূর্ণ করার সম্ভাবনা নাই। কাজেই মনে কামনা না হইতে দিতে পারিলেই ভাল হয়। শুধু কামনাই বা বলি কেন ? অন্য অনেক বিষয়েও ঐরূপ। যেমন ক্রোধ হইলে মানুষের কষ্ট হয়—ক্রোধ না হইলে কোন গোল নাই। আমি নিবৃত্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি।

স্বামী। তবে ব্রতনিয়ম এই ধর্ম্ম কিরূপে শিখায়, বলিতেছি। প্রতি ব্রতেই দেখিবে, কোন না কোন প্রকার সুখভোগ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিয়াছে ?

স্ত্রী। তাই কি ?

স্বামী। ভাবিয়া দেখ। এমন শাস্ত্রবিহিত ব্রত নাই—যাহা নিবৃত্তিধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন আচরিত হইতে পারে। শাস্ত্রকারগণ, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রতাদি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবৃত্তিধর্ম্ম শিখাইয়া, ক্রমে আমাদিগকে নিবৃত্তিশীল হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

স্ত্রী। এই জন্য তুমি বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘমাস ব্রহ্মচর্য্য কর, একাদশীর উপবাস কর, পর্ব্বাদির নিয়ম প্রতিপালন কর ?

স্বামী। হাঁ, এই জন্যই। যাহা ভাল, তাহা একদিনও সঙ্কল্প করিয়া করিতে পারিলে, হৃদয়ের বল বৃদ্ধি হয়—শ্রেয়োলাভ হয়।

স্ত্রী। আমাদিগের ব্রতনিয়মের ব্যবস্থাও কি এই জন্য ?

স্বামী। মূল সকলেরই এক প্রকার। তবে তোমাদের ব্রতাদিতে নিবৃত্তিধর্ম্ম শিক্ষার সহিত কিছু ভক্তির বিকাশ জন্য শিক্ষাও আছে।

স্ত্রী। তবে এ গুলি কুসংস্কার নহে?

স্বামী। হিন্দুরমণীকে আমি এরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিলে তাহার উত্তর দিই না।

স্ত্রী। কেন তুমিই ত বলিয়াছ, কোন বিষয় বুঝিতে হইলে এই ভাবে প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে হইবে।

স্বামী। তাহা ঠিক।

স্ত্রী। একটু কথার ধারা ছাড়াইলেই রক্ষা নাই! এরূপ গোঁড়ামি ত্যাগ জন্যও একটা ব্রত গ্রহণ করিও।

স্বামী। (হাসিয়া) তা' দেখিব।

অতিথি সেবা।

স্ত্রী। এতরাত্রে কোথা হইতে কে এল—তোমরা যা' পার কর—আমি এখন কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না; সমস্ত দিন খেটে খেটে হয়রান্ হই—রাত্রিতেও একটু সোয়াস্তি নাই।

স্বামী। (প্রবেশ করিয়া) কি বলিতেছ?

স্ত্রী। বলিতেছি, আমার অদৃষ্টের ভোগের কথা। সারাটি দিন ত দেখিয়াছ, একটুকুও বিশ্রাম পাই নাই। এখন এসে তোমার এক চাকর বল্‌ছে যে, বাইরে কে একজন ব্রাহ্মণ অতিথ এসেছেন, তাঁর আহারের যোগাড় করে দিতে হবে। বল দেখি, এ ভোগ কি সহা যায়?

স্বামী। (ঈষৎ ক্রোধের সহিত) তা' তোমার সহিয়া কাজ নাই। বল কোথায় কি আছে, আমিই সব গুছাইয়া দিতেছি।

স্ত্রী। (রাগিয়া) দেও না—ঐ ত ঐ ভাড়ার ঘরে সবই আছে—এক জনের মত বাহির করিয়া দেও।

স্বামী। তবে চাবিটে দেও দেখি।

স্ত্রী। (যথার্থই স্বামীকে কার্য্যতৎপর দেখিয়া অপ্রতিভ ও নরম হইয়া)—নাও, তুমি ত সবই পারিবে, আমি দিচ্ছি।

স্বামী। কেন আর এমন কাজে হাত দিবে সেই অতিথি ত তোমার ভাই বা বোনাই নয়, তার জন্য এত কষ্ট তুমি কেন কর্ত্তে যাবে?

স্ত্রী। তোমার বুঝি ভাই, বো—

স্বামী। আমার ভাইয়ের চেয়েও বড়, আমার দেবতা।

স্ত্রী। ঈস্ আজ যে বড় ভক্তি বেড়ে গেছে!

স্বামী। ভক্তি কিছুই বাড়ে নাই। আমি চিরদিনই অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করি।

স্ত্রী। তা' তোমরা করিতে পার কর, আমাদের অত ধর্ম্ম কর্ম্মে কাজ নাই।

স্বামী। (গম্ভীর ভাবে) তোমার কি আবার একটা পৃথক্ ধর্ম্ম আছে না কি?

স্ত্রী। (হাসিয়া) তাই কি বোল্‌ছি—বোল্‌ছি যে আমি অত পারিয়া উঠি না।

স্বামী। (হাসিয়া) তবে সহধর্ম্মিণী কার্য্যে এস্তাফা দেও।

স্ত্রী। (হাসিতে হাসিতে) আমি তা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমি দাসী হইতে রাজী আছি—"সহধর্ম্মিণী" অত বড় পদে আমার কাজ নাই। যে যেমন মানুষ, তার তেমন পদ নহিলে চালাইতে পারিবে কেন?

স্বামী। তবে "সহধর্ম্মিণী" পদখালির বিজ্ঞাপন দিব?

স্ত্রী। স্বচ্ছন্দে দেও। প্রার্থী অনেক জুটিবে ; কিন্তু—

স্বামী। কিন্তু কি—

স্ত্রী। (আস্তে) কিন্তু কাজ চালাইতে পারার মত লোক বেশী জুটিবে না।

স্বামী। (হাসিতে হাসিতে) তবে যে দাসীর পদে আছে, তাহাকেই সহধর্ম্মিণী পদে প্রমোসন দিয়া, দাসীর পদের বিজ্ঞাপন দিব।

স্ত্রী। নাও—আর কথায় কাজ নাই—এখন কি করিতে হইবে বল ?

স্বামী। করিতে যাহা হইবে তাহা ত বলিয়াছি। সেই কাজ সারিয়া আইস, তোমাকে গৃহস্থধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি।

স্ত্রী। তাই ভাল। কাজটা সেরে এসে বক্তৃতা শুনিব।

স্বামী। হিন্দুর নিকট গৃহস্থের গৃহ একটী আশ্রম বিশেষ। ইহাকে গৃহস্থাশ্রম বলে। গৃহস্থ একটী আশ্রয় গ্রহণ করেন—ধর্ম্মাচরণের জন্য, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নহে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই আশ্রমবিহিত কর্ম্ম যেরূপ বলিয়া গিয়াছেন—শুন।

মনু বলিয়াছেন, বিবিধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ জন্য গৃহস্থ প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। এই পাঁচটি যজ্ঞের নাম, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং মনুষ্যযজ্ঞ। শাস্ত্রাদি পাঠ ও তাহা অন্যকে শিক্ষা দিবার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ ; অন্নপানাদি দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ ; হোমের নাম

দেবযজ্ঞ ; পশুপক্ষ্যাদিকে অন্যাদিদানরূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ ; এবং অতিথিসেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ।

শক্তি থাকিতে যে গৃহস্থ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ একদিনও পরিত্যাগ না করেন, তিনি নিত্য গৃহে বাস করিলেও পঞ্চসূনা* পাপে লিপ্ত হন না। দেবতা, অতিথি, ভরণীয় পোষ্যবর্গ, পিতৃলোক ও আত্মা, এই পাঁচ জনকে যে ব্যক্তি উক্ত পঞ্চ যজ্ঞ দ্বারা অন্নাদি না দেয়, সে নিশ্বাস-প্রশ্বাস-বিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে।

যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় প্রাণী জীবিত আছে, সেইরূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ জীবন ধারণ করিতেছেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু তিন আশ্রমীই গৃহস্থ কর্ত্তৃক প্রতিদিন ও অন্নাদি দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন ; এই কারণে গৃহস্থাশ্রমই সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি পরকালে অক্ষয় স্বর্গ কামনা এবং ইহকালে সুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অতি যত্নের সহিত গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইলে অথবা ইন্দ্রিয়গণ সুসংযত না থাকিলে, এই পবিত্র গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা যায় না। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ এবং অতিথিগণ গৃহস্থের উপরই প্রত্যাশা রাখেন ; অতএব ইহাঁদিগের প্রতি নিম্নোক্ত কার্য্য সকল সম্পাদন করা, জ্ঞানবান্ গৃহস্থের উচিত। স্বাধ্যায় পাঠে ঋষিগণের, হোম দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, অন্নদ্বারা মনুষ্যগণের এবং পশুপক্ষ্যাদি জীবগণের যথাবিধি তৃপ্তি সাধন

* বিবিধ প্রকার প্রাণিহিংসা জনিত পাপ।

করিবে। অন্নাদি দ্বারা, জল দ্বারা অথবা দুগ্ধ ও ফল মূলাদির দ্বারা পিতৃগণের প্রীতি-উদ্দেশে প্রতিদিন যথাসম্ভব শ্রাদ্ধ করিবে।

সম্ভ্রান্ত অতিথিকে গৃহস্থ বিধিপূর্ব্বক সৎকার করিয়া আসন, পাদপ্রক্ষালন জন্য জল ও যথাশক্তি অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিবেন। উঞ্ছবৃত্তিজীবি হউন, অথবা প্রতিদিন পঞ্চাগ্নিতে হোম করুন, গৃহাগত ব্রাহ্মণ অতিথি অনাদৃত হইলে, তাঁহার সমুদায় সুকৃতি সেই অতিথি হরণ করিয়া থাকেন। অতি দরিদ্র হইলেও, অতিথির শয়ন জন্য তৃণ, বসিবার জন্য ভূমি, পাদ প্রক্ষালনের জন্য জল ও স্নিগ্ধকর প্রিয় বচন, এ সকলের অভাব সজ্জনের গৃহে কখনই হইতে দিবে না।

সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক আনীত সায়ংকালের অতিথি যেন কোন ক্রমেই প্রত্যাখ্যেয় নহে। যথাকালেই আসুন আর অকালেই আসুন, গৃহাগত অতিথিকে কখনও উপবাসী রাখিবে না। যে দ্রব্য অতিথিকে ভোজন করাইতে পারিবে না, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইলেও স্বয়ং ভোজন করিবে না। অতিথি প্রসন্ন হইলে গৃহস্থ ধন, যশ, আয়ু ও স্বর্গলাভ করেন। কত আর জানাইব?

স্ত্রী। যে পঞ্চযজ্ঞের কথা বলিলে, তাহার সকলই আমাদিগের করিতে হইবে না কি?

স্বামী। তোমাদিগকে কিছু করিতে আমি বলিতেছি না। তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি এইজন্য যে আমাদিগের যে সকল কার্য্য অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহারই অনুষ্ঠানে তোমাদিগের সহায়তা করিতে হইবে। তোমাদিগের পৃথকরূপে

কিছু না করিলেও চলিবে। আমাদিগের কর্ত্তব্যের কথা তোমাদিগের জানিয়া রাখা ভাল, নতুবা আমাদিগের সহায়তা করিবে কিরূপে?

স্ত্রী। আচ্ছা অতিথিসেবায় এমন মহৎ ধর্ম্ম কেন?

স্বামী। তাহা আমি কি বুঝি? যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া থাকি—তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া সুখী হই ও শান্তি পাইয়া থাকি. তবে এ সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা তাহা বলিতে পারি। কিন্তু তাহা ঠিক কি না জানি না।

স্ত্রী। ঠিক না হউক, তবু একটা ত কিছু বুঝিয়াছ, তাহাই বল না।

স্বামী। সেবাধর্ম্ম পৃথিবীর একটা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। আপনাকে প্রকৃত সেবক পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ভগবানকে প্রকৃত সেবা করাই সেবাধর্ম্মের আদর্শ কার্য্য। ভগবানের সেবা সহজ কার্য্য নহে—তাহার জন্য সাধনা চাই। তিনি বিরাটপুরুষ—তাঁহাকে চিন্তায় ধারণা করা যায় না, তাঁহাকে সেবা করা—কত বড় সেবকের কাজ! তাই, তিনি সকল ভূতেই আছেন—সকল মনুষ্যেই আছেন, এই ভাবিয়া মনুষ্যসেবা দ্বারা এই সেবাধর্ম্মের বিকাশ করিতে হয়। পিতামাতা প্রভৃতির সেবা পুত্রের, পতিসেবা স্ত্রীর, গুরু সেবা সকলের—এই জন্যই মহদ্ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই সকল স্থলে যাঁহাকে সেবা করিতে হইবে তাঁহাকে কতকটা ভগবৎ স্থানীয় ভাবিতে পারা যায় তাই,

এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু ইহাঁদিগের সহিত একটা অতি নিকট সম্বন্ধ আছে—তাই এই সেবা অনেক স্থানেই প্রত্যুপকার বা এমনই একটা কিছুর জন্ম হইয়া পড়ে। নিষ্কাম সেবাধর্ম্ম বিকাশের জন্ম পরসেবা আবশ্যক। যাঁহার সহিত কোন সংশ্রব নাই—সম্বন্ধ নাই—যাঁহার সহিত দিনেকের তরে মাত্র দেখা—তাঁহাকেই সেবা প্রকৃত নিষ্কাম সেবা। হিন্দু অতিথিকে এই স্থানাভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যাকে তাকে এরূপ সেবা করা অসম্ভব, তাই যিনি জ্ঞানী ও গুণসম্পন্ন এমন ব্রাহ্মণই কেবল মাত্র অতিথিপদবাচ্য হইয়াছেন। তাই মনু অতিথি কাহাকে বলে—এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, গৃহাগত বন্ধু, জ্ঞাতি এবং গুরুও অতিথিবাচ্য নহেন এক রাত্রি মাত্র পরগৃহে বাস করেন বলিয়া ব্রাহ্মণকে অতিথি বলা যায়। "অনিত্যা স্থিতি" এই ব্যুৎপত্তিতে অতিথি নাম কথিত হইয়া থাকে। ভার্য্যা এবং অগ্নি সন্নিহিত থাকিলে, এক গ্রামবাসী অথবা গৃহাগত ব্রাহ্মণকে অতিথি বলা যায় না। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ অতিথি সম্বন্ধে যেরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে বোধ হয়—জ্ঞানী ও আশ্রয়-প্রার্থী—সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্কীয় ও অল্পকালস্থায়ী লোককেই অতিথি বলা হইয়াছে। এইরূপ অতিথিকে—প্রকৃত পক্ষে দেবতার ন্যায় সেবা করা যাইতে পারে। তিনি অতি অল্পকাল থাকিবেন, এবং তাঁহার গুণও আছে—সুতরাং তৎপ্রতি ভক্তিপক্ষে অবস্থা অনুকূলই বটে। আবার তিনি সম্পূর্ণরূপে পর, এইরূপ অতিথিসেবা দ্বারা আস্তে আস্তে সেবাধর্ম্মের বিকাশ হয়। আবার অতিথির যেরূপ সংজ্ঞা দেখিলে, তাহাতে

তিনি আশ্রয়শূন্য বটেন, তাঁহাকে আশ্রয় প্রদানের ব্যবস্থা না করিলে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটে—এই জন্য শাস্ত্রকার অতিথি-সেবা গৃহস্থের এক পরমধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আমি ইহাই বুঝিয়াছি। বুঝিলে?

স্ত্রী। যতটা বলিয়াছ ততটা না হউক, খানিকটা বুঝিয়াছি এবং অতিথিসেবা যে একটা 'আমাদের ধর্ম্ম, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

স্বামী। তবেই শ্রম সার্থক হইয়াছে।

শোক।

স্বামী। অদৃষ্টে যাহা ছিল, ঘটিয়াছে; এর জন্য এখন এমন করিয়া শরীর মাটি করিলে কি হইবে?

স্ত্রী। কিছু হইবে না, তাহা ত বুঝি। তবু মন কি প্রবোধ মানে? প্রতি কথায় প্রতি কার্য্যে বাছাকে আমার মনে পড়ে —বাছা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার চিহ্ন যে সকলই বর্ত্তমান আছে। যখন সে সকল কথা ভাবি, আমার বুক যেন ফাটিয়া যায়। ভাবিতে ভাবিতে যেন পাগলের মত হইয়া পড়ি। কেন আমার এমন হইল। পরমেশ্বর অভাগিনীর অদৃষ্টে কেন এত দুঃখ লিখিলেন?

স্বামী। পরমেশ্বর কাহারও অদৃষ্টে সুখ দুঃখ লিখেন না। লোকে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমন ফলভোগ করে। অজ্ঞান, অকৃতজ্ঞ মানব, তাই নিজের দোষ তাঁহাতে আরোপ করে।

স্ত্রী। কি এমন দুষ্কার্য্য করিয়াছি যে, আমার হৃৎপিণ্ড এই-রূপে ছিঁড়িয়া গেল? বালিকাকালেই তোমাদের সংসারে আসিয়াছি। সেই দিন হইতে কবে কি করিয়াছি না করিয়াছি

তুমি ত সকলই অবগত আছ। বল আমার কোন্ পাপে এমন সোণারচাঁদ ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল? আহা! বাছার যে মৃত্যুযন্ত্রণা, তাহা ভাবিলে এক মুহূর্ত্তও সুস্থ থাকিতে পারি না। আচ্ছা আমিই যেন পাপিনী হইলাম, আমার ভাগ্যে অমন সোণার চাঁদ টিকিবে কেন? বাছার আমার ত কোন পাপ ছিল না—এই শিশুবয়সে তাহার কেন এমন নিদারুণ যন্ত্রণা হইল? আহা, সে কি যন্ত্রণা! সর্ব্ব শরীর যেন কে মুচ্ড়াইতে লাগিল—মাংসগুলি যেন কে জোরে টানিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নিতে লাগিল। আর 'জল জল' করিয়াই বাছার আমার প্রাণটা গেল। রোগ বাড়িবে বলিয়া, সামান্য জলের তৃষ্ণাটাওত আমি নিবারণ করিতে পারিলাম না। বাছা আমার, কার কি করিয়াছিল?

স্বামী। জানি না। সকল কথা বুঝিবার শক্তি মানবের নাই। অথবা অন্যের থাকিলেও, আমার ন্যায় পাপীর তাহা নাই। ক্ষীণবুদ্ধি, অবিশ্বাসীর চক্ষু প্রসন্ন করা বুঝি তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তবে হিন্দুগৃহে জন্মিয়াছি, এ কথা বলিতে পারি, দুষ্কৃতি না থাকিলে কাহারও এমন কষ্ট হইতে পারে না।

স্ত্রী। আমিও তাই ভাবি। কিন্তু দুই এক সময়ে উহা স্মরণ থাকে না। তখন মনে ভাবি, বুঝি প্রতিপালনের দোষেই বাছাকে হারাইলাম—বুঝি সুচিকিৎসার অভাবেই বাছার প্রাণটি গেল। ঐ যখন ভাবি—তখন কে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার এ হৃদয়ে চাপিয়া ধরে। আচ্ছা এমন কি হয় না?

স্বামী। কি হয় না?

স্ত্রী। প্রতিপালনের দোষে কি ছেলে মারা যায় না? চিকিৎসার অভাবে কি লোক নষ্ট হয় না?

স্বামী। এ অতি গুরুতর কথা। তবে আমার যে বিশ্বাস তাহাই বলিতে পারি—সত্য মিথ্যা, ভগবান জানেন। কিন্তু ইহা ঠিক যে আমার যাহা বিশ্বাস, তাহা যদি সত্য হয়, তবে শোকের সান্ত্বনা আছে—নতুবা কিছুতেই সান্ত্বনা নাই।

স্ত্রী। কি বিশ্বাস তোমার?

স্বামী। মানুষ যখন জন্মে, তখন একটা অদৃষ্ট লইয়া জন্মে। ঐ অদৃষ্টের অর্থ আর কিছুই নহে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অদ্ভুত কর্ম্মফল মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সে যে সকল কার্য্য করিয়াছে—তাহার মধ্যে সকল কার্য্যের ফল তাহার সেই সকল জন্মে ভোগ হইতে না পারিলে, বাকী যে ভোগটুকু থাকে, তাহাকেই অদৃষ্ট বলে। সেই ফলটুকু ভোগের জন্য জন্ম হয়—কিন্তু মানুষ সতত ক্রিয়াশীল। ইহ জন্মেও তাহার কার্য্য চলিতে থাকে। সেই অদৃষ্ট আর ইহজন্মের কার্য্য এই দুইটির সমবায় তাহার জীবনে ফলিয়া থাকে। যখন অদৃষ্ট প্রবল হয়, তখন পুরুষকার বা ইহজন্মের কার্য্য ও চেষ্টা নিয়মিত ফলপ্রদানে অসমর্থ হয়—আবার যখন পুরুষকার প্রবল হয়, তখন পূর্ব্বজন্মের অদৃষ্টও অনেকটা কাটিয়া যাইয়া থাকে। এই অদৃষ্টকেই দৈব বলে। কখন দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক একই শ্রেণীর দুইটি ব্যক্তি একই কার্য্যে একই প্রকার চেষ্টা করিয়াও একই ফল পাইতে পারে না—তখন দৈব বা অদৃষ্টই ইহার কারণ জানিবে। এই অদৃষ্টজন্যই লোকে

জন্মমাত্র কেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি কেহ বা নিদারুণ দারিদ্র্যদুঃখে প্রপীড়িত। কেহ বা জন্ম হইতেই সুস্থ—কেহ বা জন্ম হইতেই রুগ্ন। এই অদৃষ্টজন্যই আমাদিগের এই শোকভোগ করিতে হইতেছে। ভগবানের দোষ কি? তিনি মঙ্গলময়—তিনি কি কাহারও অমঙ্গল করেন?

স্ত্রী। তবে কি অপ্রতিপালনে বা অচিকিৎসায় কিছু হয় না?

স্বামী। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ এরূপ নহে যে, ইহকালের কার্য্যের কোনই ফল হয় না। ফলতঃ আমি বরং ইহাই জানি যে, কার্য্যমাত্রেরই ফল আছে। অপ্রতিপালনে যে ফল মন্দ হইতে পারে না, তাহা কে বলিল? তবে, আমি এইরূপ বিশ্বাস করি যে, আমরা সন্তানপ্রতিপালন ভালরূপে না জানিলেও, এমত অপ্রতিপালন কিছু করি নাই, যাহার শাস্তি স্বরূপ বা ফল স্বরূপ আমাদিগের পুত্র-বিয়োগ ঘটিতে পারে। সুচিকিৎসা না হইয়া থাকিলেও, এমন অচিকিৎসা কিছু ঘটে নাই, যাহার জন্য বাছার আমাদের প্রাণত্যাগ ঘটিয়াছে। তাই আমি মানি যে, আমাদের কোন ত্রুটি থাকিলেও পুত্রের মৃত্যুর মূল কারণ সেই দৈব বা অদৃষ্ট। সেই দৈবজন্যই তাহার ভুগিয়া মরিতে হইয়াছে—সেই দৈবজন্যই আমাদিগকে ভুগিয়া মরিতে হইতেছে। অদৃষ্টের সমতা অনুসারেই লোকের সম্বন্ধ হয়। আমাদিগের অদৃষ্ট প্রায় সমান বলিয়া হিন্দুগৃহে স্বামী স্ত্রী হইয়া যুক্ত হইয়াছি তাহার অদৃষ্ট আমাদিগের অদৃষ্টে কতক সম্বন্ধ যুক্ত ছিল বলিয়াই, সে পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিল, আমরা পিতামাতা হইয়াছিলাম।

স্ত্রী। আচ্ছা সকলেই কি তোমার মত বিশ্বাস করে?

স্বামী। তাহা জানি না। তবে ইহাই বলিতে পারি, এরূপ বিশ্বাসে বিশেষ কোন বাধা দেখিতে পাই না। হিন্দুর ত ইহাই শাস্ত্র, ব্রাহ্মণগণও কেহ কেহ এরূপ বিশ্বাস করেন। এরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া আমি জানিতে পারি নাই।

স্ত্রী। এরূপ বিশ্বাসে আর কিছু থাকুক, না থাকুক, সান্ত্বনা আছে।

স্বামী। এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে শোকের সময় অনেককে নাস্তিক হইতে হয়। আমি এ সম্বন্ধে একটি অতি ক্ষুদ্র গল্প পড়িয়া শুনাই। গল্পটিতে অনেক সত্য আছে।

স্ত্রী। কি সে আছে?

স্বামী। "জন্মভূমিতে"।

"মানব জীবনের তিনটী দিন।"

প্রথম একদিন।

প্রভাতে—স্বর্গে।

বসন্তকাল—রজনী প্রভাত হইয়াছে। কালিকাপুরের একটি সুরম্য প্রাসাদের সন্নিকটে রমনীয় উদ্যান। উদ্যান মধ্যে সুন্দর সরোবর। শুভ্র মর্ম্মর প্রস্তরে তাহার সোপানবলী গঠিত। সরোবরটি স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ। তীরে নানা প্রকার বৃক্ষে বিবিধ ফল পুষ্প শোভমান রহিয়াছে; আর সরোবরের সেই স্বচ্ছ সলিলে সেই ফুল্ল ফুল-ফলের পরিষ্কার প্রতিবিম্ব ধার্ম্মিকের চিত্তে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ন্যায় স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছে।

সেই উদ্যান মধ্যে—ম'্মর প্রস্তরে গঠিত একটি বেদিকোপরি দুইটি যুবক উপবিষ্ট আছেন। ইঁহাদের একটির নাম ললিতমোহন ও অপরটীর নাম দেবেন্দ্র নাথ।

ললিতমোহন কালিকাপুরের অন্যতর জমিদার উপরোক্ত উদ্যানবাটীর অধিকারী। সংসারে ললিতমোহনই কর্ত্তা অল্পবয়-

সেই ললিতমোহনের পিতৃবিয়োগ হয় এখন পরিবার মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, ভার্য্যা সুকুমারী ও একমাত্র পুত্র সুধীরচন্দ্র ভিন্ন অপর কেহই নাই। ললিতমোহন পরম সচ্চরিত্র ও বিনয়ী, এই ক্ষুদ্র পরিবারটি লইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ দরিদ্র সন্তান,—বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক। এই তিন দিনের কথায় তাঁহার অন্য পরিচয়ে প্রয়োজন নাই।

দুইয়েরই চরিত্র ও বয়স প্রায়ই একরূপ—তাই অতি সহজেই ইঁহাদের মধ্যে অতি সুন্দর সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। প্রতি প্রভাতে দেবেন্দ্রনাথ ললিতমোহনের এই উদ্যানে ভ্রমণ করিতে আসিতেন —প্রতি প্রভাতেই ইহাঁদের মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন হইত। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম—কত বিষয়ের কত কথা হইত। অদ্যও তাঁহাদের, নিম্নবর্ণিত সেইরূপ কথোপকথন হইতেছিল :—

দেবেন্দ্রনাথ। ভাই! ভগবানের ক্রিয়ারহস্য অল্পবুদ্ধি মানব সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাই ধার্ম্মিকের কষ্টে, পাপীর উন্নতিতে লোকের ভগবদ্ভক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

ললিতমোহন। এটা ভাই, তোমার বড় অন্যায় কথা। ভগবানের কার্য্যে জটিলতা বা অসরলতা আরোপ করা পাপের কার্য্য। তাঁহার সমস্ত কার্য্যই সরল।

দেবেন্দ্রনাথ। যদি তাহাই হয়, তবে স্থলবিশেষে অধার্ম্মিকের উন্নতি, ধার্ম্মিকের অবনতি কিরূপে ব্যাখ্যা করিবে?

ললিত। আমি ভাই আদৌ সে কথা বিশ্বাস করি না। যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহার কোন কষ্ট নাই—আর যিনি প্রকৃত পাপী,

তাঁহার কোন সুখই হইতে পারে না। তবে লোকে ওরূপ কথা বলে কেবল লোক চিনিতে না পারিয়া, অথবা তাহার মানসিক সুখ দুঃখ বুঝিতে না পারিয়া।

দেবেন্দ্র। এ কথা বোধ হয় ঠিক নহে। এই যে বিজয় বাবু রাত্রি দিন পাপাচরণ করিয়া, প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া, ত্রিতল গৃহে মহাসুখে কালাতিপাত করিতেছেন—উহাঁকে তুমি অসুখী বলিবে কি? আর ঐ যে ব্রজেন্দ্র বাবু পরোপকারব্রতে জীবন দীক্ষিত করিয়া দিনান্তে একমুষ্টি অন্নও পাইতেছেন না—উহাঁকেই বা সুখী বলিবে কি দেখিয়া?

ললিত। বিজয় বাবুর মনে অবশ্যই কষ্ট আছে। আর ব্রজেন্দ্র বাবুর মনে অবশ্যই সুখ আছে; নতুবা তিনি মনের পাপে পাপী।

দেবেন্দ্র। ভাই! তুমি বড়ই বিশ্বাসান্ধ। যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহাকেও অপ্রকৃত মনে করিতে তোমার অপ্রবৃত্তি নাই, কিন্তু যাহা বিনাকারণে বিশ্বাস করিতেছ, তাহাতে ভুল দেখিতে তোমার প্রবৃত্তি নাই। আচ্ছা, মানিলাম,—বিজয় বাবুর ও ব্রজেন্দ্র বাবুর মনের ঠিক ভাব আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়াই এইরূপ বলিতেছি। কিন্তু ভাই! বাহিরের অবস্থা ত দেখিতেছ। একজন জন্ম হইতেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী—অন্যজন সামান্য অন্নেরও ভিখারী; আর্থিক অবস্থাভেদ কি কিছুই নহে?

ললিত। দেবেন্দ্র! তুমি অদৃষ্টবাদী—তোমার মতের সহিত

আমার মত মিলিবে না। তুমি ইহজীবনে স্থলবিশেষে পাপীর সুখ কল্পনা করিয়া তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহ, ঐহিক কল্পিত কষ্টকে প্রাক্তনফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহ। তোমার সকলই অদ্ভুত!

দেবেন্দ্র। আমার বিশ্বাস অদ্ভুত! তুমি যে স্থানবিশেষে ধার্ম্মিকের ঐহিক অবনতি ও পাপীর উন্নতিকে অপ্রকৃত মনে করিয়া তোমার বিশ্বাস বজায় রাখিতে চাহ, এটা বুঝি কিছু অদ্ভূত নহে? তোমার কথাই দেখ না কেন? যদি স্বীকারও করি, ব্রজেন্দ্র বাবুর অন্নাভাবে কোন কষ্ট হয় না, তাঁহার ক্ষুৎপ্রবৃত্তি তোমার আমার মত নহে—তাহা হইলেও তাঁহার অন্নাভাব ঘটনার ত একটি কারণ চাই। তিনি ত অন্নচেষ্টায় কিছুমাত্র বিরত নহেন। অন্নাভাব না হইলে যদি তাঁহার কষ্ট হইত, আর অন্নাভাবেই যদি তাঁহার সুখ হইত, কিম্বা অন্নসংগ্রহে তাঁহার চেষ্টার অভাব থাকিত, তাহা হইলে না হয় তোমার কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিতাম। বুঝিলে?

ললিত। দেবেন্দ্র! আমি তোমার এ সকল যুক্তি শুনিতে চাহি না। আমার মনে স্থির বিশ্বাস—ভগবান্ ধার্ম্মিকের ঐহিক পারত্রিক উভয় জগতেরই সুখ-বিধাতা। তাঁহার রাজ্যে অবিচার নাই। ভগবানের সর্ব্বমাঙ্গল্যে যে বিশ্বাস করে না, তাহার পদে পদে অসুখ,—পদে পদে অশান্তি—

বলিতে বলিতে যুবকের স্বর উত্তেজিত ও বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তখন সেই স্বচ্ছ সলিলে সহসা একটি লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত

হইল। দেবেন্দ্রনাথ শিহরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, উদ্যানের পার্শ্বে ললিতমোহনের শিশুপুত্র সুধীরচন্দ্র খেলিতে খেলিতে সরোবরে ঢিল ছুড়িতেছে। দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,—

'ললিত, ভাই! তোমার এ বিশ্বাস দেখিয়া আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। ভগবান্ তোমার এ বিশ্বাস অটল রাখুন। কিন্তু আমার বিশ্বাস,—এরূপ বিশ্বাস অটল থাকিবার নহে। ভগবানে ভক্তি—ভগবানে বিশ্বাস—ইহাও জ্ঞানসাপেক্ষ, জ্ঞানমূলক ভক্তি ভিন্ন অন্য ভক্তি অবস্থাধীন বিচলিত হইতে পারে। তুমি এখন পরম সুখ সম্পদে অবস্থান করিতেছ, পৃথিবীতে যাহা কিছু সুখের সামগ্রী, তাহা তোমার সকলই বর্ত্তমান। সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা, পারিবারিক স্নেহমায়া,—মানসিক ধর্ম্ম বিশ্বাস,—সবই তোমার আছে। যদি ইহা না থাকিত,—

'যাহা হউক, ভগবান্ যেন তোমাকে এই ভাবেই চিরদিন রাখেন।'

এই বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ললিতমোহনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ললিতমোহন একাকী সেই বেদিকোপরি উপবিষ্ট রহিলেন।

ধীরে ধীরে প্রভাতসমীরণ সেই সরসীতীরস্থ প্রসূনরাজি ঈষৎ কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। ললিতমোহন সেই সুখসেব্য সমীরণ সেবন করিতে করিতে, ভগবানের অপার করুণার কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে সুধীরচন্দ্র তাঁহার গলা জড়াইয়া মুখের-দিকে উকি মারিয়া কহিল,—"তুই কাঁদছিস্ কেন বাবা ?"

সেই সুখস্পর্শে ললিতমোহনের অন্য চিন্তা দূর হইল। তিনি সুধীরকে কোলে করিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিলেন। সেই ক্ষুদ্র বালকের সরল স্নিগ্ধ চক্ষুর্দ্বয় তাঁহার দৃষ্টি সংযত করিয়া রাখিল। ললিতমোহন দেখিলেন,—কি সুন্দর! আনন্দে তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল। ললিতমোহন মৃদুস্বরে বলিলেন,—'হায় মানব, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ক্ষুদ্রবুদ্ধি না হইলে এ হেন সুখদাতা ভগবানের বিচারে তোমার অনাস্থা ঘটিবে কেন ?' বলিতে বলিতে তাঁহার দৃষ্টি, সন্নিকটস্থ সেই সৌধপরি পতিত হইল। ললিতমোহন দেখিলেন,—তাঁহার সহধর্ম্মিনী ত্রিতল গৃহের বাতায়নদেশে অর্দ্ধলুক্কায়িতাবস্থায় থাকিয়া পিতা পুত্রের সম্ভাষণ নিরীক্ষণ করিতেছেন। সেই তাম্বুলরঞ্জিত অধরে আনন্দের হাসি যেন জমাট বাঁধিয়া নীচের ঠোঁটখানিকে একটু ফুলাইয়া রাখিয়াছে।

ললিতমোহনের হৃদয়ে আর আনন্দ কূল পাইল না। আবার দরদর বেগে নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ললিতমোহন দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—'ভগবান্! ধন্য তোমার কৃপা, ধন্য তোমার দয়া,—মানুষ নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, তাই তোমার এ কৃপা অনুভব করিতে পারে না।' এই কথা বলিয়া ললিতমোহন আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। বাড়ীর দেওয়ান এক পত্রহস্তে নিকটে আসিয়া সংবাদ দিল,—'বিজয় বাবু আমাদিগের নামে যে মিথ্যা ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত করিয়া-

ছিলেন, তাহা ডিস্‌মিস্‌ হইয়া গিয়াছে, আর মিথ্যা-অভিযোগের জন্য অভিযোগকারীর তলপ হইয়াছে।'

সংবাদ শুনিয়া, ললিতমোহন অধীরের ন্যায় হইলেন। বলিলেন,—'তবে নাকি সত্যের জয় আর অসত্যের পরাজয়—ইহজীবনেই সর্ব্বত্র ঘটে না ?'

দেওয়ানজী কিছুই বলিলেন না। ললিতমোহন সুধীরকে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় একদিন।

মধ্যাহ্নে—মর্ত্ত্যে।

নিদাঘের তপন মধ্যাকাশে আরূঢ় হইয়াছেন। জীবজন্তু গ্রীষ্মযন্ত্রণায় অধীর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ললিতমোহনের বৃহৎ অট্টালিকা আজি জনতায় পরিপূর্ণ। লোক জন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটী করিতেছে। ললিতমোহনের একমাত্র পুত্র সুধীরচন্দ্র আজ উৎকট ওলাউঠায় আক্রান্ত।

সেই বৃহৎ প্রাসাদের দ্বিতলপ্রদেশে একটী বিস্তৃত কক্ষে সুকোমল শয্যোপরি সুধীর শায়িত রহিয়াছে। সেই কক্ষের দুইপ্রান্তে দুইটী ক্ষুদ্র কক্ষ সংলগ্ন—তাহার একটীতে ললিতমোহনের ভার্য্যা সুকুমারী সুধীরের অবস্থা দেখিয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতেছেন। ললিতমোহনের বৃদ্ধা মাতা সুধীরের

শিয়রে উপবিষ্ট। সুধীর তৃষ্ণায় আকুল হইয়া 'জল জল' করিয়া হাহাকার করিতেছে। সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া বৃদ্ধার ও সুকুমারীর নেত্রজল বেগে গণ্ডদেশ হইতে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সুধীর তাহা দেখিয়া দেখিয়া ক্ষণেক ক্ষান্ত হইতেছে। বুঝি তাহা দেখিয়াও তাহার তৃষ্ণা কতকটা নিবারণ হইতেছে।

এদিকে ললিতমোহন তাঁহার নিভৃত কক্ষে বসিয়া পুস্তক পড়িতেছেন। এ ঘোর বিপদ্‌কালেও তাঁহার মন স্থির, অবিকৃত, প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত। পুত্রের ব্যারামের জন্য তাঁহার কোন ভাবনা নাই,—তাহার চিকিৎসার জন্য নিজের কোন চেষ্টা নাই। দেবেন্দ্র-নাথ সব করিতেছেন,—সব করাইতেছেন।

ক্রমে রোগীর অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। একজন বৃদ্ধ কবিরাজ ললিতমোহনের মাতাকে বলিলেন,—'রোগী এখন অনেকটা ভাল হইয়াছে। এখন ইহার মাতাকে একবার নিকটে আসিতে বলুন।' অন্যলোক পার্শ্বের অপর কক্ষে প্রবেশ করিল। সুকুমারী ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে আসিলেন। আসিয়া সুধীরের অবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধা হাহা-কার করিতে লাগিলেন। বাটী মধ্যে ভয়ানক কান্না-কাটার গোল পড়িল। দূরে ললিতমোহন তাহা শুনিলেন,—তাঁহার স্থির হৃদয়ে যেন একবার একটি বিদ্যুৎক্রিয়া হইয়া গেল। ললিতমোহন ভাবিলেন—বুঝি সব ফুরাইল।

সুকুমারী উন্মত্তের ন্যায় সুধীরের নিকট হইতে ছুটিয়া স্বামীর পদতলে আছাড়িয়া পড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমার পায়ে

পড়ি, একবার সুধীরকে জন্মের মত দেখিয়া আইস। এমন নির্দ্দয়তা কি ধর্ম্মের অঙ্গ ?”

ললিতমোহন ভাবিয়াছিলেন, সুধীর পলাইয়াছে। কিন্তু যখন সুকুমারীর নিকট শুনিলেন, সুধীর এখনও জীবিত, সহসা তাঁহার মনে কি হইল। তিনি স্থিরভাবে বলিলেন,—‘তুমি কোন আশঙ্কা করিও না। আমি ভগবানের নিকট এরূপ কোন গুরুতর অপরাধ করি নাই, যাহাতে আমার একমাত্র পুত্রবিয়োগদুঃখ ঘটিতে পারে। ভগবান্ কেবল আমাদিগের ভক্তি-বিশ্বাসের পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখ—কোন অমঙ্গল ঘটিবে না।’

কথা শুনিয়া সুকুমারীর বড় কষ্ট হইল। একটু রাগও হইল। তিনি বলিলেন,—‘সকলেই বলিতেছে, জীবনের আর আশা নাই ; আর তুমি বলিতেছ, ভগবান্ এতদ্দ্বারা তোমার পরীক্ষা করিতেছেন। তুমি না বুদ্ধিমান।’

ললিতমোহন হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—‘এসব কথা তোমরা বুঝিবে না। তুমি নিশ্চয় জানিও, সুধীরের কোন অমঙ্গল ঘটিবে না।’ শুনিয়া সুকুমারী একটু আশ্বস্ত হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—‘ভগবান্ তাহাই করুন ; কিন্তু একবার তাহাকে দেখিয়া আসিতে দোষ কি ? একবার তাহাকে দেখিয়া আইস, ইহাই আমার অনুরোধ।’

ললিতমোহন বলিলেন,—‘তুমি যাও, আমি এখনই যাইতেছি

এই বলিয়া ললিতমোহন দেবেন্দ্রনাথকে ডাকাইলেন। দেবেন্দ্রনাথ

আসিলে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ললিতমোহন সুধীরের নিকট গমন করিলেন। তথায় যাইয়া ধীরে ধীরে সেই শয্যাশায়ী সুধীরের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন। যাই বসিলেন, অমনি হরি! হরি! একি? এতক্ষণ যে চক্ষুতে অশ্রুবিন্দুও দেখা দেয় নাই—এখন যে সে চক্ষে ভাদ্রের বারিধারা ছুটিতে লাগিল! ললিতমোহন কিছুমাত্র ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, দেখিতে লাগিলেন—সুধীরের সেই কমনীয় স্নিগ্ধ মূর্ত্তি আর নাই,—সে মনোহর লাবণ্যময় বদন চন্দ্র আজি রাহুগ্রস্থ হইয়া গিয়াছে,—সেই ফুল্ল কপোলকমল অস্থি সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই স্নিগ্ধ নয়ন-দৃষ্টি জড়াবরণে লুক্কায়িত হইয়াছে। সুধীর আজি জড়ের ন্যায় শায়িত, মহাশ্বাসে বিকট শব্দ হইতেছে। দেখিয়া ললিতমোহন সেখানে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। দ্রুতপদে তাঁহার সেই নিভৃত কক্ষে গমন করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে একটু সুস্থ হইলে ললিতমোহন আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন—, 'ভগবান্ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

ললিতমোহন সেই কক্ষ হইতেই কাণ পাতিয়া এদিককার কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। ক্রন্দনের ধ্বনি একটু থামিল, ললিতমোহনের আবার আশা হইল, সুধীর বাঁচিবে। চিকিৎসক এখনও ঔষধ সেবন করাইতেছেন! ললিতমোহনের মনে পড়িল, ঠিক এইরূপ অবস্থা হইয়া একটি বালক সারিয়া উঠিয়াছিল। সুধীর এখনও বাঁচিতে পারে। বাঁচিতে পারিবে কেন?—

নিশ্চয়ই বাঁচিবে। এইরূপ নানা কল্পনায় ললিত একটু আশ্বস্ত হইতে ছিলেন—সহসা পুরীর মধ্যে আবার ক্রন্দনের রোল উঠিল। তাহা শুনিয়া ললিতমোহন বুঝিলেন, এবার সব শেষ হইল।

এবার ললিতমোহন কাঁদিলেন না। তিনি শয্যোপরি শয়ন করিলেন। শীঘ্রই কক্ষ নানাবিধ লোকে পরিপূর্ণ হইল। ললিত-মোহন অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের সহিত অনেক রকমের কথা বলিলেন। লোকে দেখিয়া বিস্মিত হইল—ললিতমোহন এখনও স্থির ও অবিকৃত।

সুধীরের শবদেহ শ্মশানে নীত হইল। ধীরে ধীরে ললিত-মোহন—যেখানে তাঁহার মাতা ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন। মনের ইচ্ছা মাতাকে সান্ত্বনা করি-বেন। কিন্তু যাই চারি চক্ষু মিলিত হইল, অমনি ললিতমোহন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিল।

* * * *

অপরাহ্নে সুকুমারী ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন। শুনিয়া ললিতমোহন তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ললিতমোহনকে দেখিয়া সুকুমারী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন—তাহা শুনিয়া পাষাণও বিগলিত হয়। ললিতমোহন সে ক্রন্দন শুনিয়া শিহরি-লেন—সুকুমারীর স্বরভঙ্গ ঘটিয়াছে। দেখিলেন সুকুমারী এখন চলনোন্মুখ। সুকুমারী ভাঙ্গাগলায় ললিতমোহনকে বলিলেন,—'প্রাণেশ্বর একবার তোমার চরণদ্বয় আমার মস্তকে অর্পণ কর।

আমি বৈকুণ্ঠধামে সুধীরের নিকট গমন করি। বাছার আমার বড় তৃষ্ণা—আমি নির্দ্দয়া, তাই এতক্ষণ তাহাকে ফেলিয়া এখানে রহিয়াছি।' বলিতে বলিতে সুকুমারীর নয়নজ্যোতি নিভিয়া গেল, কণ্ঠে ঘর্ঘর শব্দ হইতে লাগিল। ললিতমোহন চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গতিক বুঝিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া সুকুমারীকে নীচে আনিল। ললিতমোহন স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল—সেই স্থানেই উপবিষ্ট রহিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুকুমারী চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ললিতমোহন সংবাদ পাইলেন, তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য এক ওয়ারেণ্ট লইয়া কয়েকজন কনেষ্টবল ও জমাদার বাটির বাহিরে আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে। শুনিয়া ললিতমোহন শ্বাস ফেলিয়া—দ্রুতপদে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহারা অগত্যা তাঁহারই ইচ্ছামতে তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া প্রস্থান করিল।

তখন তপনদেব ধীরে রক্তাভ হইয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। বিজয়বাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যার নহবত গাহিল—

"ডুবিল তিমিরে ধরা,—অস্তে গেল দিনমণি।"

* * * *

কালিকাপুরে বিজয় বাবু নামে ললিতমোহনের এক দুর্দ্দান্ত সরিক ছিলেন। বিজয় বাবু সাক্ষাৎ পাপের প্রতিমূর্ত্তি। ললিতমোহনের সঙ্গে বিজয় বাবুর সর্ব্বদা বৈষয়িক বিবাদ চলিত। এতদিন বিজয়বাবু কিছুতেই ললিতমোহনকে অপদস্থ করিতে পারেন

নাই। ললিতবাবু সত্য পথে থাকিয়াই তাঁহার নানা প্রকার কূট চক্রান্ত হইতে অব্যাহতি পাইতেছিলেন। কিন্তু এবার বিজয়-বাবু এমনই এক বিষম ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন যে, ললিতমোহনের সুনাম সত্ত্বেও তাঁহার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইল। পরে ললিতমোহন কিরূপে নিজে স্বেচ্ছাক্রমে ধৃত হইয়া আসিলেন, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। ললিতমোহন বিচারালয়ে আসিয়া দেখিলেন,—যে ব্যক্তিকে তিনি স্বব্যয়ে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া ফরীয়াদী হইয়াছে।

সব দেখিয়া শুনিয়া, ললিতমোহনের মস্তিষ্কে ঘোর বিকার উপস্থিত হইল। ললিতমোহন বিচারক-সমীপে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলেন। তাঁহার পক্ষের উকীল কৌন্সলি সমস্ত অবস্থা বিচারক সমীপে উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে বাতুল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। বিচারক ডাক্তার সাহেবকে পরীক্ষা করিতে বলিলেন। পরীক্ষায় স্থির হইল, ললিতমোহন প্রকৃতিস্থ—পাগল নহেন। বিচারক ললিতমোহনের স্বীকারোক্তিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কারাবাসের আজ্ঞা প্রদান করিলেন, ললিতমোহনও হৃষ্টচিত্তে কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

ললিতমোহনের মাতার এ সকল সহ্য হইল না। বৃদ্ধা আত্ম-হত্যা করিল। একদিন সকালে কালিকাপুরের সেই সরোবরে বৃদ্ধার মৃতদেহ ভাসমান দেখা গেল। দেবেন্দ্রনাথ ললিতমোহনের বিষয়-আশয় রক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে ললিতমোহন কারাগার হইতে ফিরিয়া সমস্ত জমিদারী বিক্রয় করিলেন। কথার আছিলায় দেবেন্দ্রনাথকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিলেন, পরে যাহা যাহা করিলেন, তাহার সকল বর্ণনা আমার উদ্দেশ্য নহে। যাহা আবশ্যক, তাহা পাঠকগণ পরে বুঝিবেন।

তৃতীয় একদিন।

নিশায়—নরকে।

বর্ষার রাত্রি। ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। প্রবলবেগে ঝড় বাহিতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে,—অশনি গর্জ্জিতেছে। প্রকৃতির আজি প্রলয়ের বেশ।

পাঠক! আজি একবার ললিতমোহনের বৃহৎ প্রাসাদ মধ্যে চাহিয়া দেখ। কি মনোহর দৃশ্য! বাহিরের প্রকৃতিকে উপহাস করিয়া আজি সেই মনোহর প্রাসাদের মধ্যের কক্ষটি কি সুঠাম সজ্জায় শোভিত হইয়াছে। কিবা সুন্দর দীপাবলী,—কিবা নয়নাভিরাম আলোকাধার। শ্বেত, নীল, লোহিত, কাচাবরণে,—সুবর্ণ, রজত, স্ফটিক আলোকাধারে অসংখ্য বর্ত্তিকারাজি নক্ষত্রালোক উপহাস করিয়া জ্বলিতেছে, কাঁপিতেছে। যেন একটি বাগানে কতকগুলি হীরার ফুল মৃদুমলয়-হিল্লোলে অধীর হইয়া, ঈষৎ আকম্পিত হইতেছে। আর ঐ দেখ,—ঐ ক্ষুদ্রালোকমালা-

মধ্যবর্ত্তী বিদ্যুতালোকটি নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শশধরের ন্যায় কেমন তর তর করিয়া বিলাসভরে বিরাজ করিতেছে! কক্ষটির যেখানে যাহা সাজে, ঠিক সেইখানেই তাহা রহিয়াছে। বিবিধ বিলাসদ্রব্যে আজি কক্ষ পরিপূর্ণ। ব্যাপার কি শুনিবে? আজি ললিতমোহনের সেই কক্ষে নর্ত্তকীর নৃত্য গীত হইবে! তাই নবাবিধরণে গৃহটি সজ্জিত হইয়াছে। এখন এমন মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

কক্ষমধ্যে তিনটী নর্ত্তকী, দুইটী বাবু ও ইহাঁদের অনুচরবর্গ ভিন্ন অন্য কেহই নাই। নর্ত্তকীগণ মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। সম্মুখে বাবু দুইটী সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া মদিরা পান করিতে করিতে তাহা দেখিতেছেন।

পাঠক! ইহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছ? ইহার একটী ললিতমোহন—অপরটী সেই ললিতমোহনের পূর্ব্ব শত্রু বিজয় বাবু! আজি দুই জনে বড়ই ভাব!

ক্রমে অতিরিক্ত মদ্যপানে ললিতমোহনের স্বাভাবিক জ্ঞান তিরোহিত হইল। ললিতমোহন তখন নেশাঘোরে দেখিতেছিলেন—তিনি স্বর্গধামে নন্দনকাননে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভা বিদ্যাধরীগণ নৃত্য করিতেছে। সহসা বিজয় বাবুর দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, সে মূর্ত্তি যেন সে কল্পনার সঙ্গে মিশিল না। ললিতমোহন ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, মনে করিতে লাগিলেন,—'কে এই নন্দনকাননে ইন্দ্রের সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে?' ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে

হইল,—বিজয় বাবু বৃত্রাসুর। লম্ফপ্রদান করিয়া ললিতমোহন বৃত্রাসুরের কেশাকর্ষণ করিলেন। বলিলেন—'তুই বেটা বৃত্রাসুর, আমার বিদ্যাধরীগণকে চুরি করিতে আসিয়াছিস্,—এখনই বজ্রাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করিব'। বিকটরবে এই কথা বলিয়া ললিতমোহন চতুর্দ্দিকে বজ্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, দেখিয়া শুনিয়া নর্ত্তকীগণ নৃত্য গীত বন্ধ করিল। বিজয় বাবু তখনও প্রকৃতিস্থ,—তিনি * * * সে স্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।

* * * * * *

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। ললিতমোহন একটু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন,—নন্দনকাননে আর নৃত্য হইতেছে না। মনে বড় রাগ হইল,—নর্ত্তকীগণকে খুঁজিলেন; দেখিলেন,—মেনকা, উর্ব্বশী নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু রম্ভা কোথায় গেল? ললিতমোহন পুনঃপুনঃ এই কথা ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার স্মরণ হইল, বেটা বৃত্রাসুর তাঁহার নন্দনকাননে আসিয়াছিল—সেই তবে রম্ভা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। যাই এই স্মৃতি,—অমনি ললিতমোহন কক্ষ হইতে ছুটিলেন,—পুরীমধ্যে তখন কেহ জাগ্রত ছিল না।

দ্রুতপদে পুরীর বাহির হইয়া ললিতমোহন বৃত্রাসুরের অন্বেষণে চলিলেন। কিছুদূর গমন করিয়া ললিতমোহন অন্ধকারে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই বৃষ্টির ধারা, সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ললিতমোহনের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। ললিতমোহন তাহাতে যেন

একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া ললিতমোহন বুঝিতে পারিলেন, ভুলিয়া তিনি তাঁহার উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কারাগার হইতে ফিরিয়া আর তিনি এ উদ্যানে প্রবেশ করেন নাই। উদ্যানটী যত্নাভাবে অরণ্যে পরিণতপ্রায় হইয়াছিল। সরোবরটী শৈবালদলে পূর্ণ হইয়াছিল,—ললিতমোহনের মাতার অপমৃত্যুর পরে জনপ্রাণীও সেই সরোবরে যাইত না।

ললিতমোহন বাতবৃষ্টির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, সেই উদ্যানতীরস্থ চারিদিকে খোলা, ছাদ দেওয়া, একটী স্থানে প্রবেশ করিলেন। স্থানটীর চতুর্দ্দিকে রেলিং দেওয়া—ললিতমোহন তাঁহার পুত্র সুধীরের খেলার জন্য এই স্থানটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে এখানে চিত্তাকর্ষক অনেক দ্রব্যাদি ছিল, এখন তথায় কিছুই নাই। বৈদ্যুতালোক ললিতমোহনকে একবার সেগুলি দেখাইয়া দিল। কে যেন তখন ললিতমোহনের মস্তিষ্ক মধ্যে বিদ্যুতের ব্যাটারি প্রয়োগ করিল। তাহাতে তাঁহার মৃত স্মৃতিগুলি সহসা উজ্জীবিত হইয়া উঠিল।

একে একে, ধীরে ধীরে ললিতমোহনের সব মনে হইল,—সেই কমনীয় কান্তি প্রাণাধিক সুধীরচন্দ্র,—সেই প্রাণপ্রতিমা সুকুমারী,—সেই দেবীতুল্যা জননী,—একে একে সকলই তাঁহার মনে হইল।

আবার বিদ্যুৎ চমকিল। ললিতমোহন সেই বিদ্যুৎ প্রভায় তাঁহার বাতায়নপথে লক্ষ্য করিলেন, দেখিলেন একটী স্ত্রীমূর্ত্তি! বুদ্ধির বিকার ঘটিল। তিনি ভাবিলেন, সে মূর্ত্তি সুকুমারী।

ভয়ে সে দিক্ হইতে ললিতমোহন চক্ষু ফিরাইলেন। আবার এক পস্‌লা বৃষ্টি পড়িল। ললিতমোহন প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়! হায়! কি ছিলাম কি হইয়াছি!' আবার ভাবিলেন, 'ইহাতে আমার অপরাধ? ভগবানের যদি বিচারই না রহিল, মানুষ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিবে কেন?' দেবেন্দ্রনাথকে মনে পড়িল। সহসা তাঁহার মনে দারুণ একটা ভীতি উপস্থিত হইল। ললিতমোহন ভয়ে বিস্ময়ে—জাগ্রতে স্বপনে—জ্ঞানে অজ্ঞানে,—আলোকে আঁধারে—দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সম্মুখস্থ সোপানোপরি একটী শ্বেতমূর্ত্তি উপবেশন করিয়া আছে। বুদ্ধির বিকারে আবার ললিতমোহন ভাবিলেন,—এ নিশ্চয়ই সুকুমারী।' ভাবিয়া দ্রুতপদে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। যাইয়া সুকুমারীকে ধরিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। বাহু প্রথমে শূন্যে—পরে পাষাণোপরি পতিত হইল। ললিতমোহন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন,—সুকুমারী তবে কি পাষাণী?

ললিতমোহন দ্রুতপদে সে স্থান হইতে পূর্ব্বস্থানে আসিলেন হৃদয়ে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অনুভূত হইল। ললিতমোহন 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ললিতমোহন সেই বৃষ্টিধারা দেখিতে দেখিতে যেন দেখিতে পাইলেন, সরসী-শৈবাল ভেদ করিয়া একটী শুভ্র স্ত্রীমূর্ত্তি উত্থিত হইয়াছে। ললিতমোহনের মনে পড়িল—তাঁহার মাতা তাঁহারই জন্য একদিন এই সরোবরে

নিমগ্না হইয়াছিলেন। তাই তিনি স্থির করিলেন,—এ মূর্ত্তি তাঁহার জননীর। সকলে ত্যাগ করিতে পারে—মা কখন ত্যাগ করিতে পারেন না। ললিতমোহন দেখিলেন, তাঁহার জন্য তাঁহার মাতার অশ্রুরাশি দর দর ধারে প্রবাহিত হইতেছে। ললিত-মোহন 'মা মা' শব্দে সেই সরসীমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন।

পর দিন বহু অন্বেষণে, সেই সরোবরে ললিতমোহনের মৃতদেহ পাওয়া গেল।

* * * * * *

পাঠকগণ! আমার এই নিরস 'তিনটি দিন' এইখানেই শেষ হইল। ইহাতে মানবজীবনের একটী কঠিন সমস্যা বিবৃতির চেষ্টা হইয়াছে,—কৃতকার্য্য নাই বা হইলাম—চেষ্টায় দোষ কি? এই কথাটী মনে রাখিলেই আমি কৃতার্থ হইব। অন্যথা আমার এ প্রবন্ধে সামান্য উপকথারও মনোহারিত্ব নাই—"উপন্যাসের সৌন্দর্য্য ত অনেক দূরে। যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে, তাহাই প্রকারান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহাতে কল্পনার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই—তবে ভাবিবার বিষয় কিছু থাকিতে পারে। সে বিচার আপনারাই করিবেন। কথাগুলি উপন্যাসের উপকরণ-মাত্র!"

স্ত্রী। এ কি রকম গল্প বুঝিলাম না!

স্বামী। বুঝাইয়া দিতেছি। গল্পটীতে তিন অধ্যায়ে মানব-জীবনের তিনদিনের কথা লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রথম অধ্যা-য়ের সময়—বসন্ত, কাল—প্রভাত, দৃশ্য—রমণীয় উদ্যানমধ্যস্থ

সচ্ছসলিলে পরিপূর্ণ সুন্দর সরোবরতট। আর বর্ণিত ভাব ললিতমোহনের ভগবদ্ভক্তিবিশ্বাস। প্রথমে দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইলাম। ভক্ত ললিতমোহনের সেই ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া, তাহার সেই সুখসম্মিলন দেখিয়া কাহার না আনন্দ হয়? কিন্তু যখন দেখিলাম, ললিতমোহন ভক্ত বটে, কিন্তু তিনি সুখ সচ্ছন্দতার ক্রোড়ে থাকিয়া একমাত্র ঐহিক সুখদুঃখ বিচার দ্বারাই ভগবানের ন্যায়পরতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, যখন দেখিলাম অদৃষ্টবাদী বলিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথকে উপহাস করিতেছেন, যখন দেখিলাম ললিতমোহনের সম্মুখস্থ সেই স্বচ্ছসলিলে কোথা হইতে একটী লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই সলিলরাশি বিলোড়িত করিল, তখনই বুঝিতে পারিলাম যে, সেই বসন্তের প্রভাত উদয়োন্মুখ নিদাঘমধ্যাহ্নের সূচনা মাত্র। ফলতঃ কিছুক্ষণ পরেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিলাম, সে স্বর্গের দৃশ্য মর্ত্তে নামিয়াছে, সে বসন্ত নিদাঘে পরিণত হইয়াছে; সে প্রভাত মধ্যাহ্নে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই অধ্যায়েই দেখিলাম, ললিত-মোহনের অবস্থা দৈববশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ঐহিক কোন কারণ দেখিতে না পাইয়া ললিতমোহনের ভ্রমপূর্ণ ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাস কি সকলে স্থির রাখিতে পারে? কিন্তু এখনও সব দেখিতে পাইলাম না। দেখিতে সমস্ত পাইলাম, তৃতীয় অধ্যায়ে। এখানে বসন্তও নাই, সে নিদাঘও নাই, এখানে ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষার সমাগম। এখানে সে প্রভাতও নাই, মধ্যাহ্নও নাই—এখানে মেঘাচ্ছন্না তমোময়ী

রজনী। স্থান মর্ত্ত হইতে নরকে নামিয়াছে। ললিতমোহন সেই অবিশ্বাসের ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বর্ষাকালে যেমন ঝঞ্ঝাবাত বা অশনিপাত হয়, তেমনই আবার নিদাঘতপ্তা রমণীর তৃপ্তিদায়িনী বারিধারাও বর্ষিত হয়। ললিত-মোহনের শাস্তিও হইল, প্রায়শ্চিত্ত হইল। অন্য কথা থা'ক এ টুকু বুঝিয়াছ কি?

স্ত্রী। বুঝিয়াছি। খোকার মৃত্যুতে আমার মনটাও কেমন অবিশ্বাসী হইয়া উঠিতেছিল। ললিতমোহন আমাকে সাবধান করিয়া দিল।

স্বামী। এ গল্প বড় গল্প নয়। এমন ঘটনা মানবজীবনে অহরহঃ ঘটিতেছে।

স্ত্রী। আচ্ছা, মৃত্যুর পরে কি হয়?

স্বামী। এ কথার উত্তর কি মানবে দিতে পারে?

স্ত্রী। তা ত যেন নয়—তবে কে কি বলে, তাহা ত বলিতে পার?

স্বামী। তাহা কতকটা পারি। হিন্দু বলে, মৃত্যুতে আত্মা নষ্ট হয় না; যেমন তোমরা পুরাতন কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে, নূতন কাপড় পরিয়া থাক, সেইরূপ রোগাদি দ্বারা এই শরীর বাসের অনুপযোগী হইলে, আত্মা বাসস্থান গ্রহণ করে মাত্র। তাহার ধ্বংস নাই। শরীর নষ্ট হইলে, তাহাকে গতজন্মের অভুক্ত কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহার কর্ম্মফল ভোগ হইয়া যায়, তাঁহাকে মুক্ত পুরুষ বলে।

স্ত্রী। আচ্ছা বাছার এখন আমাদিগকে কি মনে হই-তেছে না?

স্বামী। আগে মৃত্যুর পরকাল সম্বন্ধে অন্যান্য ধর্ম্মে কি বলে, তোমাকে বলিয়া লই, পরে তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর করিব।

স্ত্রী। আচ্ছা বল।

স্বামী। অন্যান্য ধর্ম্মে, যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম্মে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মে, মুসলমান ধর্ম্মে, মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু পুনরায় জন্ম স্বীকার করে না। তাহারা বলে মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষ যাহা করিয়া গিয়াছে, তাহাই তাহাকে মৃত্যুর পরে ভুগিতে হইবে। সৎকর্ম্মের ফলে সুখ ও অসৎকার্য্যের ফলে দুঃখ ভোগ হইবে।

স্ত্রী। সুখ-দুঃখ ভোগ করিবে কোথায়?

স্বামী। খ্রীষ্টান মুসলমান বলে—স্বর্গে সুখভোগ হইবে, নরকে দুঃখভোগ হইবে। ব্রাহ্মগণ বলেন, আত্মা এক প্রকার চৈতন্যময় অশরীরি অবস্থায় ঐ সুখদুঃখ ভোগ করিতে থাকিবেন। তবে ব্রাহ্মেরা ইহাও বলেন যে ঐ অবস্থা হইতে আবার আত্মা উন্নত বা অবনত হইতে পারেন।

স্ত্রী। হিন্দুওত স্বর্গ নরক মানে।

স্বামী। তাহা মানে সত্য, কিন্তু অনন্ত নরক বা অনন্ত স্বর্গ তাহারা মানে না। তাহাদিগের মতে স্বর্গ ও নরকে সুখদুঃখের সাময়িক কর্ম্মফলই ভোগ হয়।* পরে আবার মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

স্ত্রী। যা'ক আমি ওসব কথা শুনিতে চাহি না। আমি

যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার উত্তর কর—বাছার কি আমা দিগের জন্য কষ্ট হইতেছে না?

স্বামী। তুমি শুনিতে চাহ না, তাহা জানি। তবু আমি বলিলাম এই জন্য যে, এখন এ সব কথা শুনিলে কিছু ফল হইতে পারে। ভাবিয়া দেখিলে আমার কথায় বড় মতভেদ নাই। কর্ম্মফল সকলেই মানেন, হিন্দু পূর্ব্বজন্ম মানেন, অদৃষ্ট মানেন, পরজন্ম মানেন, আত্মার বহুশরীর ধারণ স্বীকার করেন—অন্যে তাহা মানে না। যা'ক সে কথায়, তুমি হিন্দু, হিন্দু মতেই আস্থা স্থাপন কর, সহজেই বুঝিতে পারিবে। আর তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার উত্তর আমি শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে একটি উপাখ্যান বলিয়া বুঝাইতেছি।

পুরাকালে চিত্রকেতু নামে এক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। উপযুক্ত সময়ে তাঁহার সন্তান না হওয়ায়, রাজা মহর্ষি অঙ্গিরাকে আহ্বান করিয়া তষ্ট্রা নামক এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। মহর্ষি অঙ্গিরা সেই যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজমহিষী কৃতদ্যুতিকে যজ্ঞের অবশিষ্ট চরু প্রদান করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করতঃ বলিলেন, 'মহারাজ আপনার সত্বরেই একটী পুত্র সন্তান হইবে।'

যজ্ঞপ্রভাবে যথাসময়ে চিত্রকেতু নৃপতির এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। রাজা ও রাণী কৃতদ্যুতি পুত্রলাভে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। ক্রমে সেই পুত্রস্নেহে তাঁহাদের বিষম মোহ আসিয়া উপস্থিত হইল—তাঁহারা পুত্রস্নেহে অধীর হইয়া অন্যান্য কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইতে লাগিলেন।

কৃতদ্যুতি ভিন্ন রাজার অপরাপর অনেক মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের একটীও পুত্র হইল না; কৃতদ্যুতির পুত্র হইল এই জন্য তাঁহারা বিষম বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। একমাত্র পুত্রের গর্ভধারিণী বলিয়া রাজাও মহিষী কৃতদ্যুতিকে যেরূপ যত্ন ও ভালবাসা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন—অন্য মহিষীগণ তাহা দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া সকলে পরামর্শ করতঃ একদিন সেই পুত্রকে গোপনে বিষপান করাইল। সেই বিষপানেই শিশুর প্রাণত্যাগ ঘটিল।

রাজা ও রাণী কৃতদ্যুতি এ সকল ব্যাপার কিছুই বিজ্ঞাত ছিলেন না। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহারা নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাণী কহিতে লাগিলেন,—

"হে বিধাতঃ! তোমায় জ্ঞানী কে বলে? তুমি আমার ভাগ্যদোষে মূর্খ হইয়াছ, নচেৎ সৃষ্টির বিপরীত কার্য্য কেন প্রকাশ হইবে? যদি সৃষ্টিতে বৃদ্ধ জীবিত থাকে এবং বালক মরিয়া যায়, তাহা হইলে ক্রমে সৃষ্টি লোপ হইবারই সম্ভাবনা। আর তোমার কার্য্য দেখিয়া তোমায় কৃপালু বলিয়া বোধ হয় না; কারণ জীব যাহা ইচ্ছা করে না, সেই অকালমৃত্যু দুঃখ যখন তুমি বিধান করিতেছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই পরম শত্রু।

"হে বিধাতঃ! যদি বল জীব আত্মকর্ম্মবশতঃ আপনিই জন্মিয়া ও মরিয়া থাকে, উহার এমন কোন নিয়ম নাই যে, পিতা থাকিতে পুত্র মরিবে না, কি পুত্র থাকিতে পিতা মরিবে না, তাহা হইলে কর্ম্মই সৃষ্টির কর্ত্তা হইতেন; তবে তুমি কেন স্নেহপাশ

দ্বারা পরস্পরকে আবদ্ধকরতঃ সৃষ্টিবৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়া আবার সময়ক্রমে তাহাকে ছেদন করিয়া জীবকে অতি ঘোর দুঃখ দিয়া থাক? আমি জানি কর্ম্ম জড়ভাবাপন্ন, ঈশ্বরই তাহার নিয়ন্তা, সেই নিয়মে তুমিই দুঃখদাতা হইতেছ।”

এইরূপে মহিষী বিধাতাকে তিরস্কার করিয়া পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজা চিত্রকেতু ও রাণী কৃতদ্যুতির এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত মহর্ষি অঙ্গিরা, দেবর্ষি নারদের সহিত রাজা ও রাণীর নিকট আগমন করিলেন। তাঁহারা আসিয়া রাজা ও রাণীকে বিবিধ প্রকার উপদেশবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন। অঙ্গিরা কহিলেন,

“রাজেন্দ্র! যাহার জন্য তুমি এত দুঃখ করিতেছ, তাহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে, তাহা কি জান? ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমানকালে কতবার যে তোমাকে পুত্রাদি ও পিতাদি হইতে হইয়াছে, এবং জন্ম মৃত্যু দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় কি?

“যেমন নদীর স্রোতবেগে বালুকাকণার কোথাও সংযোগ কোথাও বিয়োগ হয়, তদ্রূপ কালস্রোতে দেহীর দেহও কখন জন্মাদিতে সংযুক্ত এবং কখন মৃত্যুর ক্ষমতায় বিযুক্ত হইয়া থাকে।

“হে মহারাজ যেমন এক বীজ হইতে অন্য বীজের কখন উৎপত্তি হয় কখন নাও হয়, তদ্রূপ ভগবন্মায়ায় এক প্রাণী হইতে অন্য প্রাণীর কখন উদ্ভব কখন অনুদ্ভব হইয়া থাকে। এই জন্যই

তোমার প্রথমাবস্থায় পুত্র হয় নাই, শেষে সংসার বুঝাইবার জন্যই আমি তোমাকে সন্তান দিয়াছিলাম।

"হে রাজন্! দেখ দেখি, তুমি, আমরা, এমন কি, এই চরাচরাত্মক বিশ্ব, বর্ত্তমানকালে সকলেই বর্ত্তমান আছে; কিন্তু এ সকলের কিছুই জন্মের পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হয় নাই, মৃত্যুর পরও প্রত্যক্ষ হইবে না। যাহার আদি ও অন্ত মিথ্যা; সে বস্তুর বর্ত্তমান প্রকাশটিও যে মিথ্যার অবভাসক, ইহা কে না স্বীকার করিবে? অতএব অসৎ বস্তুর স্বরূপ যে দেহ, তাহার বিনাশে কথনই শোক করা উচিত হয় না।

"হে রাজন্! যদি বল ঈশ্বর কষ্ট দিবার জন্য অসদ্‌বস্তুর উপরে কেন অভিমান সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহার উত্তর এই, ঈশ্বর বালকের ন্যায় সৃষ্টিকার্য্যে ক্রীড়া করেন মাত্র, কোন বস্তুতে আসক্ত বা অপেক্ষিত নহেন। তিনি আপন হইতে সৃষ্টি প্রকাশ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকেন, তিনি আপনার মায়াবলে ভূতসমূহের সম্মিলনে ভূতগণের সৃজন করেন, ভৌতিক বন্ধনে পালন করেন, ভৌতিক বিয়োজনে হরণ করেন। এই যে মায়ার কার্য্য, ইহাতে জীবসমূহ নিমিত্ত মাত্র। অর্থাৎ এক জীব হইতে জীবান্তর সৃষ্টি ও পালনার্থ যে সকল মায়া মোহ স্নেহাদি বৃত্তি ঈশ্বর দিয়াছেন, জীব সেই বৃত্তিসমূহ স্বভাবক্রমে ব্যবহার করিয়া অজ্ঞানবশতঃ অভিমানী হইয়া পড়েন। অতএব অভিমানও মিথ্যা বুঝিতে হইবে?

"হে রাজন্! যেমন এক বীজ হইতে অপর বীজের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সেইরূপ মাতাপিতার দেহ হইতে পুত্রাদির উৎপত্তি

হইয়া থাকে ; কিন্তু পিতামাতার আত্মা যেমন এক ও নিত্য সত্য বস্তু, পুত্রের আত্মাও সেইরূপ নিত্য ও অপরিণামী বস্তু।

"হে রাজন্! জীবাত্মার যে পুত্রাদি রূপ ভৌতিক দেহ ইহা মিথ্যা, এ সম্বন্ধও মিথ্যা; আত্মা সকলেরই এক, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। অতএব মিথ্যা দেহ সম্বন্ধে শোক করা উচিত নহে।

"হে রাজন্! যদি বল, দেহ ব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশ পায় না, দেহের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ থাকাতে দেহের বিনাশ সহ তাহারও বিনাশ হয়, এ কথা মিথ্যা। কারণ দেহ ও দেহীর কাহারও ক্ষয় নাই। রূপান্তর মাত্র আছে। তবে জীবের সহজাত অজ্ঞানসংস্কারবশতঃ বস্তুভেদজ্ঞান বুঝিতে যেমন সমস্ত মনুষ্যকে মনুষ্যজাতি বলা হয়, একটীকে ব্যক্তিবিশেষ বলা যায়, তদ্রূপ আত্মার বহুতর শক্তি ও বৃত্তির সম্মিলনের নামই দেহ এবং শক্তি ব্যতীত সৎবস্তুই আত্মা। কিন্তু দেহের পরিবর্ত্তন ও আত্মার অপরিনামত্ব হেতু জ্ঞানিগণ দেহ ও দেহীর ভেদ কল্পনা করিয়াছেন।

"হে নৃপ! আমি পূর্ব্বে যখন তোমার নিকটে আগমন করি, তখন তোমাকে উপযুক্ত পরম জ্ঞানশিক্ষা দিতে আমার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তখন তোমার মন পুত্রকামনায় পূর্ণ থাকাতে আমি পুত্র দিয়াছিলাম।

"হে মহারাজ! পুত্রস্নেহাকৃষ্ট হইলে মনুষ্যের যে কত কষ্ট তাহা এক্ষণে তোমার প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়াছে। এইরূপ যে

ব্যক্তি, গৃহ, ধন, স্বজন, সম্পদে একান্ত আসক্ত হয়; তাহারও এইরূপ অন্তিমে ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে।

"হে মহারাজ! এই সংসারে তুমি যে সকল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ ভোগ করিয়া থাক এবং রাজ্য বিভূতি সকল ভোগ করিয়া থাক এ সমস্তই অনিত্য ও ক্ষয়শীল; এইটী বিশেষরূপে জানিবে।

"হে রাজন্! এই যে মহীরাজ্য, এই যে অসংখ্য সেনাবল, এই যে প্রভূত কোষসঞ্চয়, এই যে বিশ্বাসী ভৃত্য ও অমাত্যবর্গ এবং বন্ধুজন, হে শূরসেন! এই সমস্তই সময়ক্রমে শোক, মোহ, ভয় ও দুঃখের হেতু হইয়া থাকে। যেমন গন্ধর্ব্বনগর কখন দেখা যায়, কখন অদৃশ্য হয়, যেমন স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল ও কল্পনা ক্ষণিকের জন্য, সেইরূপ উহারাও ক্ষণস্থায়ী মনে করিও।

"হে রাজন্! যে সকল জাগতিক সম্বন্ধ ও বৈভব এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ইহারা মনের কল্পনায় প্রকাশিত হইয়া থাকে; তত্ত্ব-বিচারের সময়ে ও বিবেক উপস্থিত হইলে, ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না। এইজন্য মীমাংসকেরা কহেন, মনের স্বাভাবিক ক্ষমতা যোগে জীবের কর্ম্মানুধ্যান বশতঃ এই সকল বিষয় ও কর্ম্মাদি সর্ব্বদা মনেই ভোগ হইয়া থাকে, বাস্তবিক উহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই।

"হে রাজন্! জীবের এই যে দেহ-দ্রব্য, ইহা জ্ঞান ও ক্রিয়া-ত্মক। যখন জীব কর্ম্মাভিমানে এই দেহের উপর অভিমানী হয়, তখনই সে আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ তাপে সন্তাপিত হইয়া থাকে।

কারণ ভোগ্য বিষয়েও দেহের মমতা ঘটে। যেমন উত্তম বস্ত্রে দেহ ভূষিত করিতে যত্ন পাইলে বস্ত্র প্রতি যত্ন হয়, কাম চরিতার্থ করিতে হইলে কামুকাতে সম্প্রীতি হইয়া থাকে, যেমন সম্পদ চাহিলে সম্পদে আসক্ত হইতে হয়, এইরূপ দেহকে ভোগপর করিলে, পরে ভোগ্যবস্তুতেই মনের আসক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

"হে রাজন্! এই যে মনোকল্পিত দ্বৈত বা অনিশ্চিত ভোগ, ইহা ত্যাগ করিবার জন্য, মনকে স্থির করিয়া সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব বিচার কর, সেই বিচারে বিশুদ্ধ হইয়া উপশম অবলম্বন কর।"

এই কথা কহিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা স্থির হইলেন।

"অঙ্গিরার উপদেশ সমাপ্ত হইলে নারদ রাজাকে কহিলেন 'হে রাজন্, অঙ্গিরা মহামতি যে উপায়ে উপশম গ্রহণ করিতে বলিলেন, তাহা অনুষ্ঠান কর, এক্ষণে যাহাতে তুমি সত্বর পরম বস্তুর সমীপস্থ হইতে পার, সেই চেষ্টায় কিছু মন্ত্র তোমাকে বলিতেছি; তুমি আমার নিকটে তাহা সাদরে গ্রহণ কর; সেই মন্ত্র ধারণ করিলে, তুমি ত্বরায় সপ্তরাত্রির মধ্যে সর্ব্বপাপহারী সঙ্কর্ষণ দেবকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া মুক্ত হইবে।"

দেবর্ষি নারদ রাজা চিত্রকেতুকে পূর্ব্বকথা কহিয়া তাঁহার মৃতপুত্র দ্বারা মায়া মোহাদি ও জ্ঞাতি সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য যোগবলে সেই মৃতপুত্রকে জীবিত করিয়া কহিলেন,—

"ওহে মৃত শিশুর দেহান্তর্গত জীবাত্মা! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি একবার আবির্ভূত হইয়া দেখ, তোমার মৃত্যুজনিত দুঃখে

তোমার মাতা, পিতা, সুহৃদ্, বন্ধু প্রভৃতি শোকে উন্মত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন।

"দেখ বৎস! তুমি অকালে মৃত হইয়াছ, এখনও আয়ু ভোগ অবশিষ্ট আছে, পুনর্ব্বার এই কলেবর গ্রহণ করিয়া সুহৃদ্গণের সহিত পিতৃদত্ত রাজ্য ও অতুল বৈভব উপভোগ কর।"

এই কথা শুনিয়া সেই দেহান্তর্গত জীব কহিল :—

"হে মহাশয়! আমি আপন কর্ম্মে বহুকাল হইতে দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি; ইহারা আমার কোন্ জন্মে, কোন্ সময়ে মাতা বা পিতা হইয়াছিলেন?

"হে মহাশয়! প্রতি জন্মেই আমার পক্ষে সম্বন্ধ কল্পনায় কেহ বৈবাহিক সম্বন্ধে বন্ধু, সপিণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞাতি বিরুদ্ধাচরণে শত্রু, নিরপেক্ষ ভাবাপন্নে মধ্যস্থ, বিপদে সম্পদে রক্ষার্থ মিত্র, অভীষ্ট দ্রব্যাদি বিপরীত ব্যবহারার্থ দ্বেষ্টা এবং আসক্তিহীনতায় উদাসীন প্রভৃতি আখ্যাতে সংবদ্ধ থাকে। এই সকল সম্বন্ধ কল্পনা কেবল ক্ষণিকের জন্য; চিরকাল আমার সহিত সংযোগ থাকে না। যেমন স্বর্ণাদি পণ্য দ্রব্য যতক্ষণ বিক্রীত না হয়, ততক্ষণ বিক্রেতার—বিক্রীত হইলে ক্রেতার অধিকারস্থ থাকে; সেইরূপ কর্ম্মবশে আমি যখন যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করি, সেই যোনিতে জন্মদাতাই আমার পিতা, গর্ভধারিণীই মাতা, ইত্যাদি ক্ষণিক জন্য কল্পিত হয়েন।

"হে মুনে! আপনি যে আমাকে পিতৃ মাতৃ প্রকৃতি সম্বন্ধ দেখাইতেছেন, তাহা কিরূপে ঠিক হইতে পারে? প্রত্যক্ষ জীব-

দশা পর্য্যন্ত সম্বন্ধ থাকিবার কথা—তাহাও যখন পশ্বাদি ক্রয় বিক্রয় বা পুত্রাদিকে পোষ্যপুত্র দানে ক্ষয় হয়, তখন মৃত হইলে আর সম্বন্ধ কিরূপে থাকিবে? দেখুন, যতক্ষণ যাহার সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণই পরস্পরের মমতাদি থাকে। দেখুন মহাশয়! জীবগণ যখন জরায়ুগত হয়, তখনই নানাবিধ উপাধি ও সম্বন্ধ লাভ হয়, কিন্তু বাস্তবিক জীবভাবটী নিত্য। তাহার জন্মাদি নাই, কোন বিষয়ে ভোগেচ্ছা বা অভিমান তাহার নাই। যতক্ষণ তাহার দেহযোগে জন্ম, ততক্ষণই তাহার আত্মীয় পিতা পুত্রাদি সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে; দেহত্যাগে কিছুই থাকে না। হে মহাশয়! আমার এই যে জীবভাব, ইহা নিত্য, ইহার ক্ষয় নাই, ইহার জন্মাদি পরিবর্ত্তন নাই, ইনি সকল ভৌতিক দেহের সাক্ষী চৈতন্য এবং সকল যোনির আশ্রিত হইতেছেন; ইনিই আপনার মায়াগুণে এই ভোগময় বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রভু হইয়া থাকেন।

"দেখুন মহাশয়! জীবের প্রিয়ও কেহ নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই, আপনার বলিতে কেহ নাই, পর বলিতেও কেহ নাই। তিনি এক অথচ সম্বন্ধ রহিত। কেবল শত্রু বা মিত্র, পিতা বা পুত্র প্রভৃতি বিবিধ ভাবাপন্ন মনোরাজ্যের বশবর্ত্তী বুদ্ধির সাক্ষী মাত্র হইয়া থাকেন। সম্বন্ধ ও স্বপর ভাবাদি কেবল মনেতেই ঘটিয়া থাকে।

"হে মহাশয়! আপনি যে আমাকে রাজ্যাদি ভোগ করিতে বলিয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আমার জীবভাব

কখনই কোন প্রাকৃতিক গুণ বা দোষ, সুখ বা দুঃখ কিংবা সদসৎ কর্ম্মফলের ন্যায় রাজ্য বা ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। ঈশ্বর যেমন জাতিগত কার্য্য কারণের দ্রষ্টামাত্র থাকেন, তদ্রূপ জীবও ভোগ্য বিষয়ের সাক্ষীরূপে উদাসীনভাবে আসীন থাকেন। কখনও কিছুতে লিপ্ত থাকেন না। অতএব সংসারী অজ্ঞলোকে জীবের জন্য মমতাপর হয় না, দেহ ও কার্য্যের জন্য মমতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব উহা অসৎ বিধায়, নিত্য বলিয়া লোকের বিবেচনা করা বৃথা হইতেছে।”

জীব সেই মৃতশিশুকলেবর হইতে এইরূপ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। জীবের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ তত্ত্ব-বোধ হওয়াতে, তাহার পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু প্রভৃতি বিস্মিত হইয়া স্নেহ-শৃঙ্খল তৎক্ষণাৎ মোচন করিলেন। অনন্তর সকলেই সেই মৃত জ্ঞাতিদেহের সৎকার্য্যাদি করিয়া যে স্নেহ সকলের পক্ষে শোক, মোহ, ও ভয়াদির কারণস্বরূপ, তাহা ত্যাগ করিলেন।

আমি এই উপন্যাসটি একটু বিস্তৃতভাবেই তোমাকে বলিলাম। মহর্ষি অঙ্গিরার উপদেশ যে তুমি বুঝিতে পারিবে, আমার এরূপ আশা নাই। তবে এখন শোকের সময় পূজ্যপাদ ঋষিবাক্য যদি কথঞ্চিৎ তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে আমার শ্রম নিষ্ফল হইবে না। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা তোমাকে একটী বিষয় বুঝাইতে পারিব, এরূপ ভরসা আছে। রাজা যে মৃত পুত্রের জন্য এত কাতর হইয়াছিলেন, সেই মৃত পুত্র কিরূপ

বলিল, তাহা ত শুনিয়াছ? এরূপ অবস্থায় তোমার শোকে আকুল হওয়া অকর্ত্তব্য।

স্ত্রী। তবে মৃত্যুর পরেই সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়? সতী তবে পতিলোকপ্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মচর্য্য করে কেন? পুত্র তবে পিতার স্বর্গাদি কামনায় শ্রাদ্ধাদি করে কেন? যদি সম্বন্ধ একজীবনেই রহিত হইয়া যায়, তবে শাস্ত্রে এ ব্যবস্থা রহিয়াছে কেন?*

স্বামী। এ সব প্রশ্ন যে তুমি করিবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমার এমন জ্ঞান নাই যে তোমাকে ইহার সদুত্তর করিতে পারিয়া সুখী হইব।

স্ত্রী। যাহা বুঝাইতে পারিবে না, তাহা না বলিলেই ভাল হইত। শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে উপাখ্যান বলিবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল? অত কটমট শব্দ, অত বড় বড় তত্ত্ব, এ পাণ্ডিত্যের কিছুই দরকার ছিল না। তুমি ভাগবৎ পড়িয়াছ, আমি ত তাহা জানি।

স্বামী। উপাখ্যানটি বলিয়াছি বলিয়া অপরাধ হইয়াছে?

---

* এই "শোক" প্রবন্ধে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপিত হইয়াছে, এমনও অনেক কথা বলা হইয়াছে যে, তাহা স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থে না থাকিলেই ভাল হইত। আমি এ সব বুঝিয়াও কোন কারণ বশতঃ প্রবন্ধটি এইরূপই মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম। সকল কারণ সকল সময় বলা যায় না—ইহার কারণও পাঠিকাগণকে আমি বলিতে পারিলাম না। তবে একটি কথা বলা যায়। ঈশ্বর না করেন, যদি কেহ শোকের সময় ইহা পাঠ করেন, তবে কোনরূপ অপ্রাসঙ্গিকতা বা অসংযোজনা বোধ না হওয়াই সম্ভব—গ্রন্থকার।

স্ত্রী। এক প্রকার হয় বই কি। যাহা পড়িয়া মনে এমন সন্দেহ হয়, যাহা ভঞ্জন করিবার উপায় নাই, তাহা পড়িলে কষ্ট হয় না? আর সে কষ্ট যে দেয় তাহার অপরাধ হয় না?

স্বামী। তবে না হয়, আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলি।

স্ত্রী। আমি ত তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

স্বামী। সতীর পতিলোকপ্রাপ্তির কথার সহিত জীবের পৃথক্‌রূপে কর্ম্মফল ভোগের কথার বিরোধ নাই। পতির কর্ম্মই যে স্ত্রীর কর্ম্ম—সম্পূর্ণই পতিতে আত্মবিসর্জ্জন যে স্ত্রী করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সতী স্ত্রী। তাঁহার পতিলোক ত প্রাপ্তি হইবেই। তাঁহার কর্ম্মফল, তাঁহার পতির কর্ম্মফলেরই অনুরূপ; সুতরাং দুইয়েরই এক লোক প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব।

স্ত্রী। তবে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য কেন? সতী হইলে ত বিনা ব্রহ্মচর্য্যেই পতিলোক পাইতে পারে!

স্বামী। যিনি প্রকৃত সতী, তাঁহার কি আবার ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়? পতি মরিলে কি সতী জীবিত থাকে?

স্ত্রী। তবে যাঁহারা জীবিত থাকে, তাঁহারা কি তোমার মতে সকলেই অসতী?

স্বামী। (জিব কাটিয়া) আমার কথা বুঝিয়াই লও; শেষে যাহা বলিতে হয় বলিও। "সতী" কথাটার দুইটি অর্থ আছে। একটী বিস্তৃত, একটী সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত অর্থে, যিনি পরপুরুষে রত নহেন, তিনিই "সতী"। কিন্তু বিস্তৃত অর্থে "সতী" বলিতে

অনেক বুঝায়। তাহা তোমাকে একদিন * বলিয়াছি। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সেই সতী হইতে পারিবার চেষ্টা।

স্ত্রী। আচ্ছা, পুত্রে পিতার শ্রাদ্ধ করে কেন?

স্বামী। কেন করিবে না?

স্ত্রী। বাঃ—যদি সম্বন্ধই না রহিল, তবে সে সব কেন?

স্বামী। (কিছু ভাবিয়া) আচ্ছা তোমাকে এখনই ইহা বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা হীন দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। বল দেখি, তোমার যে চাকরাণীটি আছে তাহাকে যদি তুমি বরখাস্ত কর, তবে কি তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ ঘুচিবে?

স্ত্রী। সব সম্বন্ধ ঘুচিবে কেন? আমার সঙ্গে তাহার যে প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ ছিল, তাহাই ঘুচিবে।

স্বামী। আচ্ছা; তাহা হইলে আর তাহাকে মাহিয়ানা দিতে হইবে না?

স্ত্রী। (হাসিয়া) বিলক্ষণ। বরখাস্ত করিব দেখিয়া তাহার পূর্ব্ব প্রাপ্য কেন দিব না?

স্বামী। (হাসিয়া) আর পুত্রের পক্ষে তাহার মৃত পিতা যদি অন্যত্র জন্মগ্রহণও করেন, তবে তাঁহার পূর্ব্ব প্রাপ্য কিছু চাহিতে পারেন না কি?

স্ত্রী। (অবাক্ হইয়া) এ কি এক রকম কথা হইল?

স্বামী। ইহা একরকমই বটে। পিতা যে পুত্রের জন্য এত করেন, তাহার জন্য পুত্রের কি কিছু দিতে হইবে না? শ্রাদ্ধাদিতে

* গৃহলক্ষ্মী ১ম ভাগ।

পুত্র তাহাই যেন দেয়, মনে কর। মৃত্যুর পরে পিতা পূর্ব্ববৎ পুত্রের জন্য কিছু করিতে না পারিলেই কি, পুত্র সেই পূর্ব্বের অসীম স্নেহ বিস্মৃত হইয়া তাঁহার জন্য কিছু করিবে না?

স্ত্রী। এখন তোমার কথা বুঝিলাম। মৃত্যুর পরে পিতা পুত্র সম্বন্ধ না থাকিলেও, উপকৃত ও উপকারী সম্বন্ধটা থাকিয়াই যায়।

স্বামী। ঠিক্ বুঝিয়াছ।

স্ত্রী। তবে ত দেখিতে পাইতেছি, সকলই মিথ্যা। শোক করাই অবৈধ।

স্বামী। না সরোজ, আমি সেরূপ মনে করি না। আমি বলি, শোকের আবশ্যকতা আছে। শোকে মানবের মন পবিত্র করে—শোকে কর্ম্মফল নষ্ট করিয়া দেয়। সেই যে বাছাকে পাইয়াছিলাম তাহাকে কি সহজে ভুলিতে পারিব, তাহা নয়। তবে আমার মত এই যে, শোকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি নষ্ট না হয় ইহাই দেখিতে হইবে। যদি শোক না করি, তবে কষ্ট হইবে কেন? যদি কষ্ট না পাই, তবে পাপের ক্ষয় হইবে কেন? তাই বলি, কাঁদিতে চাহ কাঁদ। দিনরাত্রি চক্ষের জলে সমুদ্রস্রোত বহাইয়া তাহার জন্য শোক করিতে চাহ, কর, কিন্তু শোকে আচ্ছন্ন হইয়া কর্ত্তব্য ভুলিও না—ভুলিও না যে, একবার কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়া এই কাঁদিতে হইয়াছে, আবার কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে, আবার এই প্রকার কষ্ট পাইতে হইবে। শোক ত করিতেই হইবে; আমরা জন্মান্তরে কত পাপ করিয়াছিলাম। তাহার জন্য শোক ত

করিতেই হইবে। সেই সকল দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া যদি না কাঁদিলাম, তবে তাহা নষ্ট হইবে কেন? তাহাতে ভয় থাকিবে কেন? তাই বলিতেছি, শোক ভাল, কিন্তু শোকমোহ ভাল নহে; পুত্রের জন্য শোক করিও না। তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু গত পাপের জন্য শোক কর, তাহা হইলে ইহকালে পাপানুষ্ঠান করিতে ভয় হইবে। শোককে পাপের শাস্তি ভাবিয়া শোক কর, শোককে মৃতের স্মৃতি ভাবিয়া শোক করিও না। শোক করিয়া পাপক্ষয় কর, হৃদয় নির্ম্মল কর, কিন্তু শোক করিয়া মুগ্ধ হইয়া সুখী হইতে চেষ্টা করিও না। আর অধিক কি বলিব; শোকে যেন কর্ত্তব্য-পথ-ভ্রষ্ট না করে। যাহা ঘটিয়াছে, আপনাদিগের পাপের ফলেই ঘটিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া আর যাহাতে এরূপ না ঘটিতে পারে সেই বিষয়ে সাবধান হও। প্রতিপালনের সামান্য ত্রুটি, বা চিকিৎসার ত্রুটি ভাবিয়া আপনাকে প্রবোধ দিতে যাইও না, অত ক্ষুদ্র পাপে তোমাদের অত গুরুতর দণ্ড নিশ্চয়ই হয় নাই। আমাদিগের পাপ গুরুতর, তজ্জন্য অনুশোচনা কর, তাহা ক্ষয় করিবার জন্য চেষ্টা কর—তাহা হইলেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে। নতুবা শুধু কাঁদিলে কিছু হইবে না। বরং না বুঝিয়া কাঁদিলেই হৃদয়ে মোহ আসিয়া উপস্থিত হইবে, মোহাচ্ছন্ন হইয়া আবার গন্তব্যপথ হারাইবে; আবার শোকের কারণ ঘটিবে।

সুখ।

স্বামী। আজ আমি তোমাকে সুখের কথা বলিব।

স্ত্রী। সুখের আবার কথা কি?

স্বামী। সুখের কথা—সুখের তত্ত্ব। মনুষ্য মাত্রেরই ইহা জানা আবশ্যক। ইহা না জানিলে নিজের বুদ্ধি অনুসারে কেহ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না।

স্ত্রী। আমি কি তাহা বুঝিব?

স্বামী। কেন বুঝিবে না? যাহাতে বুঝিতে পার, আমি তেমনি করিয়া বলিব। বিষয়টি যখন জানা আবশ্যক, তখন ইহা বুঝিতে একটু কষ্ট স্বীকার অকর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রী। যদি উহা আমার জানা একান্ত আবশ্যক হয়, তবে বল।

স্বামী। মানুষ যত কিছু কার্য্য করে, প্রায়ই সুখের জন্য। কোন কোন স্থলে প্রকাশ্যভাবেই সেই সুখ কার্য্যের লক্ষ্য থাকে—কোন কোন স্থলে একটু লুক্কায়িত ভাবেও সেই সুখ, কার্য্যের লক্ষ্য ভাবে বিদ্যমান থাকে। মানুষ আহার করিতে সুখ খোঁজে—বিহারে সুখ খোঁজে। মানুষ অনেক স্থলে পুত্র

প্রতিপালন করে, তাহাতে সুখ হয় বলিয়া, অনেক স্থলে মানুষ পরকে ভালবাসে, তাহাতে সুখ হয় বলিয়া। সুখের জন্য তাহার প্রায় সকল কার্য্য বটে, কিন্তু সকল কার্য্যে তাহার এক জাতীয় সুখ হয় না। একটী সুপক্ক সুমিষ্ট আম্রফল ভক্ষণে যে প্রকার সুখ হয়, একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ পড়িলে তাহার সে প্রকার সুখ হয় না। সুন্দর বেশভূষা করিতে পারিলে যে জাতিয় সুখ হয়—পুত্রমুখদর্শনে সে জাতীয় সুখ হয় না। যেমন মানবের কার্য্য অনন্ত—তেমনই সুখের জাতিও অনন্ত। সুখের মাত্রা ভেদ ত আছে—তা ছাড়া সুখের জাতিভেদও আছে। যাহাহউক আমি তোমাকে বুঝাইবার জন্য সুখকে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে চাহি।

স্ত্রী। সে কি রকম?

স্বামী। বুঝাইতেছি। ইহার এক প্রকার সুখের মধ্যে আমি সেই সকল সুখকেই অন্তর্নিবিষ্ট করি, যাহা ইচ্ছানুযায়ী সকল সময়ে ভোগ করা যায় না—প্রাকৃতিক নিয়ম যাহার ভোগের একটা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে—অর্থাৎ যাহা অবিশ্রান্ত অহরহঃ ভোগ করিতে কেহ সমর্থ হয় না—যাহার ভোগের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়াইলে কোন প্রকার অবসন্নতা বা কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং যাহা ভোগ করিতে বাহিরের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বর্ত্তমানতা একান্ত আবশ্যক।

স্ত্রী। তুমি যে প্রকার সুখের কথা বলিলে, এ প্রকার সুখ ছাড়া অন্য কোন প্রকার সুখ আছে না কি?

স্বামী। আছে—যে সুখ যত ভোগ করিতে ইচ্ছা ততই ভোগ করিতে পারা যায়—যাহা অনন্তকাল প্রভৃত পরিমাণে ভোগ করিলেও কোন প্রকার অবসন্নতা বা কষ্ট হয় না, যাহা ভোগের জন্য বাহিরের কোন প্রকার বিশেষ অবস্থার বিদ্যমানতা অনাবশ্যক, তাহাকেই আমি অপর শ্রেণীর সুখ বলি। ইহাই প্রকৃত উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দ।

স্ত্রী। একটা দৃষ্টান্ত দেও দেখি।

স্বামী। পরে দিব। আমার ভাগটা আগে শেষ করিয়া লই। আমি প্রথমে বলিয়াছি, সুখ দুই ভাগে বিভক্ত—সে দুই ভাগ কি, সেই সকল সুখের সম্যক্ প্রকৃতি ও পরিণাম কিরূপ, তাহা পরে বলিয়াছি। এক ভাগের নাম করিয়াছি—আনন্দ বা উৎকৃষ্ট সুখ—অপর ভাগের কোন নাম করি নাই।

স্ত্রী। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু অপর ভাগেই সুখের প্রকার বেশী রহিয়া গেল।

স্বামী। তা ত বটেই। যাহাকে আমি আনন্দ বলিলাম—তাহাকে সুখ না বলিলেও চলিত। তবে, অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহাকে সুখশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন, তাই আমি তাহাকে আপাততঃ সুখের মধ্যেই ভুক্ত করিলাম—তবে তাহাদের পার্থক্য জ্ঞাপন জন্য তাহাকে আনন্দ এই আখ্যাও প্রদান করিয়াছি।

স্ত্রী। বলিয়া যাও—যখন দৃষ্টান্ত দিবে, তখন আমার কথা আমি বলিব।

স্বামী। প্রথমে যে জাতীয় সুখের কথা বলিয়াছি, তাহা মাত্রা ও গুণভেদে অনন্ত। তবে, আমি তাহারও একটা ভাগ করিতে চাহি। সেই সুখগুলির মধ্যে কতক প্রকার সুখের প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র রকমের—যেমন নিদ্রাজনিত সুখ, আলস্য-জনিত সুখ, আরামজনিত সুখ, বিহ্বলতাজনিত সুখ। এই জাতীয় সুখে চিত্তের অবসন্নতা আনয়ন করে—ঐ অবসন্নতাতেই যেন সেই সকল সুখের উৎপত্তি হয়। এই জাতীয় সুখে জ্ঞান বা চৈতন্য এক প্রকার লুপ্ত অবস্থায় থাকে। নিষ্ক্রিয়াজনিত অবসন্নতা হইতে উৎপন্ন মোহোৎপাদক এই জাতীয় সুখকে আমি নিকৃষ্ট সুখ বলিতে চাহি।

স্ত্রী। এ সকলকে নিকৃষ্ট বল কেন?

স্বামী। তাহা পরে বলিব। এখন যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া যাও। উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দ কাহাকে বলে, বলিয়াছি, নিকৃষ্ট সুখ কাহাকে বলে, তাহাও বুঝাইয়াছি। বাকী সুখ-গুলিকে মধ্যম সুখ বলিতে চাহি।

স্ত্রী। মধ্যম সুখ কি সবই এক প্রকারের?

স্বামী। তাহা নহে। যাহা উৎকৃষ্ট নহে—নিকৃষ্ট নহে, তাহা-কেই মধ্যম জাতীয় বলিলাম। ঐ মধ্যম সুখগুলি অনন্ত—উৎকৃষ্ট সুখের মাত্রা আছে—নিকৃষ্ট সুখেরও বুঝি মাত্রা আছে—মধ্যম সুখের মাত্রা নাই। উহা গুণভেদে অনন্ত—মাত্রাভেদে অনন্ত।

স্ত্রী। তবে আর ভাগ করিয়া ফল হইল কি?

স্বামী। তাহা পরে বুঝাইতেছি।

স্ত্রী। আচ্ছা, এখন দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

স্বামী। একমাত্র ভগবদ্ভক্তিজনিত সুখ বা ভগবৎজ্ঞানজনিত সুখ বা তত্ত্বজ্ঞান উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দ। বুঝিলে?

স্ত্রী। লক্ষণগুলির সহিত মিলাইয়া দাও। তুমি বলিয়াছ, যে সুখ যত ভোগ করিবার ইচ্ছা ততই ভোগ করিতে পারা যায়, যাহা অনন্তকাল প্রভৃত পরিমাণে ভোগ করিলেও কোন প্রকার অবসন্নতা বা কষ্ট হয় না, যাহা ভোগের জন্য বাহিরের কোন প্রকার বিশেষ অবস্থার বিদ্যমানতা অনাবশ্যক, তাহাকেই উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দ বলে। এখন যে ভগবদ্ভক্তিজনিত বা তত্ত্বজ্ঞান-জনিত সুখকে উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দ বল, ইহার কারণ? ইহা যত ইচ্ছা তত কি আমি ভোগ করিতে পারি?

স্বামী। তুমি এখন পার কি না, আর কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ইহা পারে কি না, তদ্দ্বারা ত ইহার বিচার হইবে না। ইহার বিচার হইবে, কোনও মানুষ ইহা যত ইচ্ছা তত ভোগ করিতে সমর্থ হয় কি না—ইহা যত ইচ্ছা ভোগ করিতে গেলে কোন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় কি না তাহাই দেখিয়া।

স্ত্রী। তবে তুমি বলিতেছ, ইহা যত ইচ্ছা তত ভোগ করা মানবের ক্ষমতায়ত্ত।

স্বামী। হাঁ, তাহাই বলিতেছি। কারণ এই সুখ ভোগ জন্য কোন বিশেষ উপকরণ আবশ্যক হয় না—বা, কোন বিশেষ উপকরণের অভাব হয় না। ইহার ভোগে অতৃপ্তি জন্মায় না—অনন্তকাল প্রভৃত পরিমাণে ইহার ভোগ সম্ভব।

স্ত্রী। বুঝিলাম, ইহার সহিত তোমার কথিত অপরাপর জাতীয় সুখের সাদৃশ্যটা কি?

স্বামী। আপাত দৃষ্টিতে বেশ সাদৃশ্য আছে। বিশুদ্ধ সুখের নামই আনন্দ। যেমন ইক্ষুরসই ক্রমে গুড়, চিনি, মিশ্রীরূপে পরিণত হয়, তেমনই এই সুখই ক্রমে আনন্দে পরিণত হইতে পারে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন তাই ইহাকেও সুখ বলিয়াছি। ইহাকে "আনন্দ" বলাই কর্ত্তব্য।

স্ত্রী। উৎকৃষ্ট সুখ ত বুঝিলাম। এখন নিকৃষ্ট সুখের দৃষ্টান্ত দেও।

স্বামী। নিকৃষ্ট সুখের দৃষ্টান্ত এক প্রকার দিয়াছি। অবসন্নতা জন্য সুখ—যেমন নিদ্রাজনিত সুখ, আলস্যজনিত সুখ, খেলাজনতি সুখ—ইহাকে নিকৃষ্ট সুখ বলে।

স্ত্রী। আর মধ্যম সুখ?

স্বামী। বাকীগুলি সবই মধ্যম সুখ।

স্ত্রী। আচ্ছা আহারজনিত সুখকে মধ্যম সুখ বল কেন?

স্বামী। প্রথমতঃ এই সুখ কোন মানব ইচ্ছা করিয়া অবিশ্রান্ত অনন্তকাল ভোগ করিতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে, ইহাতে শীঘ্রই তৃপ্ত হইতে হয়। পরে, এই সুখের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের দ্রব্য আবশ্যক, অর্থাৎ ভোজন দ্রব্যাদিরও আবশ্যকতা আছে; অপিচ, এই সুখ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে গেলে, শারীরিক পীড়াও হইয়া থাকে।

স্ত্রী। পরিমিত স্বাস্থ্যকর আহারে শরীরের কষ্ট হইবে কেন?

স্বামী। পরিমিত ও স্বাস্থ্যকর আহারে শরীরের কষ্ট হয় না এই জন্য ইহা উৎকৃষ্ট সুখের একটী লক্ষণ পাইয়াছে। কিন্তু ইহা অন্যান্য লক্ষণ পায় নাই বলিয়াই ইহাকে মধ্যম সুখ বলিয়াছি।

স্ত্রী। তবে উৎকৃষ্ট সুখের যে সকল লক্ষণ বলিয়াছ সবগুলিই তাহাতে থাকা চাই?

স্বামী। হাঁ—তবে প্রথমে যে লক্ষণটি বলিয়াছি—সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, আর সব লক্ষণ উহা হইতেই বাহির করা যায়।

স্ত্রী। পতিভক্তি জনিত সুখকে কোন্ শ্রেণীর সুখ বল?

স্বামী। মধ্যম শ্রেণীর।

স্ত্রী। কেন? ইহা ত অনন্তকাল অহরহঃ ভোগ করিতে পারা যায়—ইহার জন্য ত কোন অবসন্নতা বা কষ্ট উৎপত্তি হয় না, তবে ইহাকে উৎকৃষ্ট সুখ বল না কেন?

স্বামী। (হাসিয়া) যদি কোন রমণী অনন্তকাল এই সুখ অহরহঃ ভোগ করিতে পারেন, পতি জীবিত থাকুন কি মৃত হউন, সম্মুখে থাকুন কি দূরে থাকুন, অনুকূল হউন কি প্রতিকূল হউন ভালবাসুন কি না বাসুন, যিনি সকল অবস্থাতেই পতিভক্তি দৃঢ় রাখিয়া—অবিশ্রান্ত পতিভক্তিজনিত সুখে মত্ত থাকিতে পারেন—তাঁহার সেই পতিভক্তিজনিত সুখই উৎকৃষ্ট সুখই বটে।

স্ত্রী। তবে তোমার সেই দৃষ্টান্ত বজায় রহিল কই?

স্বামী। এ স্থলে এই পতিভক্তিই ভগবদ্ভক্তি। পতিভক্তি ভগবদ্ভক্তিরূপে না দাঁড়াইলে পতিকে ভগবানরূপে না দেখিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সুখ হইতে পারে না। তাই

স্ত্রীজাতির বিশুদ্ধ পতিভক্তিতেই শ্রেয়োলাভ হইতে পারে—শাস্ত্রকারগণ এই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

স্ত্রী। এখন বুঝিলাম—পতিভক্তি বিশুদ্ধ করিতে গেলে, ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হয়।

স্বামী। ঠিক বুঝিয়াছ।

স্ত্রী। আচ্ছা—দান জন্য সুখকে মধ্যম শ্রেণীর সুখ বল কেন?

স্বামী। তবে কোন্ শ্রেণীর সুখ বলিব?

স্ত্রী। উৎকৃষ্ট সুখ।

স্বামী। দানজনিত সুখ কি অবিশ্রান্তভাবে অহরহঃ কেহ উপভোগ করিতে পারেন?

স্ত্রী। কেন পারিবেন না? বাধা ত দেখিতে পাই না।

স্বামী। বাধা যথেষ্ট আছে। এই ধর, দানজনিত সুখে দানের অর্থ বা দ্রব্য চাই—দানের পাত্র চাই। ইহা কি অনন্তকাল কেহ পাইতে পারে? দিবারাত্রি দান করিতে গেলে, সে কয়দিন করিতে পারে?

স্ত্রী। তা' অনেক দিন দান করিতে কষ্ট হয় বটে। কিন্তু অসম্ভব নহে। যাহার প্রত্যহ এমন আয় হয় যে, দান করিতেও তাহা ফুরায় না, সে ত পারে?

স্বামী। এমন মানুষ কেহ আছে কি?

স্ত্রী। তবে অহর্নিশ ইচ্ছানুরূপ ভগবদ্ভক্তিজনিত সুখ ভোগ করিতেছে, এমন মানুষই কেহ আছে কি?

স্বামী। তাহা আছে, এরূপ যুক্তিবলে প্রমাণ করা যায়।

প্রাকৃতিক কোন নিয়মে তাহার বাধা জন্মায় না। আর যদি ধরাই যায়, দানজনিত সুখ অহর্নিশ ভোগ করা যায়—তাহা হইলেও উহা উৎকৃষ্ট সুখ হইতে পারিল না।

স্ত্রী। কেন?

স্বামী। উহাতে বাহিরের বিষয় আবশ্যক। দানের দ্রব্য ও পাত্র সেই বিষয়।

স্ত্রী। তা' ঠিক বটে। তবে উহা কি শ্রেষ্ঠ সুখ নহে?

স্বামী। শ্রেষ্ঠ সুখ হইতে পারে। কিন্তু আমি "উৎকৃষ্ট সুখ" পদে যাহা অভিহিত করিতেছি, এ সে সুখ নহে। বাহিরের বিষয় আবশ্যক করে বলিয়াই, উহা কেহ অহর্নিশ অবিশ্রান্তরূপে ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

স্ত্রী। আচ্ছা—ধর, এই উৎকৃষ্ট পুস্তকপাঠজনিত সুখের কল্পনাজনিত সুখ। ইহা কোন্ শ্রেণীর সুখ?

স্বামী। নিশ্চয়ই মধ্যম শ্রেণীর সুখ।

স্ত্রী। কেন? ইহাতে ত বোধ হয় বাহিরের কোন বিষয়ের অপেক্ষা করে না।

স্বামী। কে বলিল? উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ না করিলে ত তাহার স্মৃতিজনিত সুখ হইতে পারে না। আর তাহার উপভোগ অনন্ত কাল চলে না। প্রাকৃতিক নিয়ম মধ্যে অন্তরায় দাঁড়ায়।

স্ত্রী। আচ্ছা, এক প্রকার এ সকল সুখের কথা মোটামুটি বুঝিলাম। এখন কি বলিবে বল।

স্বামী। এখন বলিতেছি—মানব জীবনের লক্ষ্যের কথা। কোন্ পথে মানুষের চলা উচিত, তাহারই কথা ।

স্ত্রী। বেশ ত বল। এ সকল কথা শুনিতে আমার বড় আনন্দ হইতেছে।

স্বামী। সুখের কথা বলিলাম—এখন বল দেখি, মানুষের পক্ষে কোন্ সুখের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ?

স্ত্রী। নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দ উপভোগের জন্য।

স্বামী। আহারবিহারজনিত সুখ—দানজনিত সুখ—দয়া-জনিত সুখ—এ সকল সুখ কি তবে ত্যাগ করিতে হইবে ?

স্ত্রী। তাহা ত্যাগ কেন করিব ? উহা ভোগ করিতে হয় ভোগ করিব—উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দ উপভোগের জন্য ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎজ্ঞানের বিকাশ সাধনা করিব।

স্বামী। তাহা কি সম্ভব ? ঐ সকল সুখ সম্পূর্ণ নহে—উহার কোনটা বা দীর্ঘকাল ভোগ করা যায় না, কোনটা বা ভোগের পরে অবসন্নতা আনয়ন করে—কোনটার বা অভাব নিদারুণ কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে—উহাতে সুখ মনে করিলে, উৎকৃষ্ট সুখ কি পাওয়া যায় ?

স্ত্রী। তবে তুমি কি বল ? তুমি কি বল উৎকৃষ্ট সুখ পাইতে হইলে, ঐ সকল সুখ ত্যাগ করিতে হইবে ?

স্বামী। (হাসিয়া) যদি বলি।

স্ত্রী। তবে তোমার উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দ প্রাপ্তি আমি অসম্ভব জ্ঞান করিব। মানুষ আহারবিহার না করিয়াও পারিবে

না—আর আহারবিহার করিতে গেলে তজ্জন্য সুখও অনুভব না করিয়া পারিবে না।

স্বামী। এখন আমি যাহা বলি, মন দিয়া শুনিয়া যাও। সকল শুনিয়া যাহা বলিতে হয় বলিও।

স্ত্রী। তাহাই হউক।

স্বামী। ভগবদ্ভক্তিজনিত আনন্দ বা ভগবৎজ্ঞান জন্য আনন্দই মানবের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত বটে—কিন্তু ইচ্ছা করিলাম, আর ত তাহা পাইলাম না।

স্ত্রী। কেন, ইচ্ছা করিলেই ত ইহা পাওয়া যায়।

স্বামী। আবার গোল করিতেছ? ইচ্ছা করিলেই ইহা পাইতে পারা যায়। কিন্তু তজ্জন্য অন্য অনেক অনুষ্ঠানের আবশ্যক। ইচ্ছা করিয়া তুমি এক মিনিটে সেই সুখ স্থায়ী রাখিতে পার। ইচ্ছা করিয়া আর একজন এক ঘণ্টা তাহা উপভোগ করিতে পারিলেন। কিন্তু ইহা হইলে ত জীবন কাটিল না? জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত এই সুখে মত্ত থাকা কি সাধারণ ক্ষমতার কার্য্য? মানুষে তাহা পারে বটে—কিন্তু সহজে নহে। হিন্দু বলেন, যুগ যুগান্তরের কঠোর চেষ্টার প্রভাবে মানুষের ইহা ক্ষমতায়ত্ত হয়।

স্ত্রী। তবে—

স্বামী। ব্যস্ত হইও না। যাহা বলিতেছি শুনিয়া যাও। ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎজ্ঞানজনিত আনন্দকে আদর্শস্বরূপ রাখিয়া মনুষ্যের সুখ ভোগের চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে ভগবদ্ভক্তিজনিত আনন্দ উৎপন্ন হইবে।

স্ত্রী। সে কি রকম ?

স্বামী। বুঝাইতেছি। এই ধর, আহারজনিত সুখ। এই সুখেচ্ছা স্বাভাবিক। এই সুখকে উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দের আদর্শে ভোগ করিতে হইবে।

স্ত্রী। কিছুই বুঝিলাম না।

স্বামী। আচ্ছা এই যে উৎকৃষ্ট সুখের কথা বলিয়াছি, তাহার লক্ষণ মনে আছে ?

স্ত্রী। আছে।

স্বামী। আহারজনিত সুখকে যথাসম্ভব সেই লক্ষণান্বিত করিতে হইবে।

স্ত্রী। তাহা কি পারা যায় ? পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি—এ দুইয়ে তফাৎ ঢের, এখন আবার এরূপ বল কেন ?

স্বামী। তফাৎ ত বিস্তরই বটে। তবু যতদূর সম্ভব, আহারজনিত সুখকে ঐ আদর্শ সুখের লক্ষণান্বিত করিতে হইবে। যেমন, এই ধর, উৎকৃষ্ট সুখের এক লক্ষণ এই যে, ইহাতে কোন প্রকার অবসন্নতা বা কষ্ট উৎপাদন করে না। পরিমিত স্বাস্থ্যকর সাত্ত্বিক আহারজনিত সুখ—এই লক্ষণান্বিত ; তুমি এই সুখ ভোগ করিতে পার। এই প্রকার যত সুখ আছে, বৈধরূপে তাহার ভোগ করিলে, সেইগুলি আদর্শ সুখ বা আনন্দের কতেক লক্ষণান্বিত হইল।

স্ত্রী। তুমি তবে বলিতেছ যে, বৈধসুখ উপভোগ করিতে

করিতে উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দ লাভের জন্য চেষ্টা করাই মানব-জীবনের লক্ষ্য ?

স্বামী। ঠিক বলিয়াছ। সেই আনন্দ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টায় সময় আবশ্যক। সেই সময়, মানুষ নিষ্ক্রিয়াবস্থায় থাকিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং মানুষ তাহাতে কাজ করিবেই। কাজ করিলেই, সুখের জন্য করিতে হইবে ; আমি বলি, সেই সুখের জন্য যখন কার্য্য করিতে হইবে, তখন তাহা বৈধ সুখের জন্য হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে, সেই সুখ উৎকৃষ্ট সুখের কতক লক্ষণান্বিত হওয়াতে আনন্দলাভ পক্ষে বিশেষ বিরোধী হইবে না।

স্ত্রী। সুখের জন্য ভিন্ন কি মানুষ কাজ করিতে পারে না, বা করে না ? তবে নিষ্কাম কর্ম্মটা কি ?

স্বামী। একমাত্র সেই আনন্দ লাভের জন্য কর্ম্মকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। সচরাচর যাহাকে সুখ বলে—অর্থাৎ আমি যাহাকে মধ্যম ও নিকৃষ্ট সুখ বলিয়াছি, তাহারই কামনায় কার্য্য করিলে সকাম কার্য্য হয়। আমি যে উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দের কথা বলিয়াছি, তাহারই লাভের জন্য কার্য্যকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে।

স্ত্রী। তবে নিষ্কাম কর্ম্মেরও কামনা আছে ?

স্বামী। লক্ষ্য মাত্রকেই যদি কামনা বলা যায় তবে নিষ্কাম কার্য্যেরও কামনা আছে। কারণ উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দই তাহার কামনা। তবে উৎকৃষ্ট সুখ ভিন্ন অন্য জাতীয় সুখের

কামনা যাহাতে না থাকে, তাহাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। ইহা না বুঝিয়া অনেকে নিষ্কাম ক্রিয়ার অর্থ বুঝিতে পারেন না।

স্ত্রী। কি কার্য্য করিলে তবে সেই উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দ পাওয়া যায়?

স্বামী। সে কি সহজ কথা! তাহা আমি কি বুঝাইতে পারি? সকল শাস্ত্র, সকল ধর্ম্ম ত এই পন্থাই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আমি মূর্খ—অধম, আমি তোমায় তাহার কি বলিব? আমি বলিতে পারি, শাস্ত্রবিধি মানিয়া কার্য্য কর—চিত্তশুদ্ধি হইবে; চিত্তশুদ্ধি হইলে সকলই হইবে।

স্ত্রী। তবে এতক্ষণ ধরিয়া এ সুখের কথা বলিতেছিলে কেন?

স্বামী। বলিতেছিলাম এই জন্য। এই সুখের জন্যই আমরা সর্ব্বদা ঘুরিতেছি। এই সুখের প্রকৃতি কিছু জানিলে, অনেক উপকার হইতে পারে।

স্ত্রী। সুখের প্রকৃতি যেন বুঝিয়াছি—এখন উপকারটা কি হইবে বল দেখি?

স্বামী। প্রতি কার্য্যেই এখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাইবে যে, যে সুখের জন্য তুমি কার্য্য করিতে চাহিতেছ, তাহা কি পরিমাণে আদর্শ আনন্দের লক্ষণান্বিত। যে যে সুখে সেই লক্ষণ কিছুই পাইবে না, তাহা ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিবে—যাহাতে সেই লক্ষণ আছে, তাহাই ভোগ করিবে। কিন্তু সেই প্রকার কোন সুখই উৎকৃষ্ট সুখ বা আনন্দ নহে, তাহা সর্ব্বদা

মনে রাখিয়া, ক্রমে যদি পার, সেই সকল প্রকার সুখই ত্যাগ করিবে।

স্ত্রী। দুঃখ ত্যাগ করিতে অনেকে বলিয়া থাকেন, এরূপ শুনিয়াছি; তুমি যে সুখ ত্যাগ করিতে বলিতেছ!

স্বামী। দুঃখত্যাগের চেষ্টা লোকের স্বাভাবিক। তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। সুখত্যাগের চেষ্টার কথাই বলিতে হয়; আর তাহা শিখাইলেই, তাহা করিতে পারিলেই, দুঃখত্যাগ আপনা হইতেই হইয়া পড়ে।

স্ত্রী। এখন তুমি যাহা বলিয়াছ, একটু গুছাইয়া বল দেখি।

স্বামী। আমি বলিয়াছি এই যে—যে সুখ অবিশ্রান্তরূপে অনন্ত কাল ভোগ করা যায়, যাহার ভোগের জন্য বাহিরের কোন বিশেষ অবস্থার বিদ্যমানতা আবশ্যক নহে—যাহার ভোগে কোন প্রকার অবসন্নতা বা কষ্ট উৎপন্ন হয় না,—যে সুখ দুঃখমূলক নহে, সেই সুখ বা আনন্দ লাভই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু একেবারে সে সুখে মগ্ন থাকিয়া, অন্যান্য সুখদুঃখাদির ভোগ কেহই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ধীরে ধীরেই সেই সুখলাভের চেষ্টা করিতে হয়। যে সকল সুখ জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্য হইতে যে গুলি অধিক পরিমাণে সেই আদর্শ আনন্দের লক্ষণান্বিত—প্রথমে সেই সকল সুখ ভোগ করিতে করিতে অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতীয় সুখ যাহা আদর্শ সুখের লক্ষণান্বিত নহে, তাহা ত্যাগ করিতে হয়। পরে আস্তে আস্তে এই সুখগুলিও ত্যাগ করিয়া, সেই আদর্শ সুখে রত হইতে হয়।

একমাত্র ভগবদ্ভক্তিজনিত বা ভগবৎজ্ঞানজনিত সুখই সেই আদর্শ সুখ। ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎজ্ঞান একই কথা বলিয়া আমার নিকট বোধ হয়। স্ত্রীজাতির পতিভক্তিতেও সেই আদর্শ আনন্দ লাভ হইতে পারে, যদি পত্নী পতিকে ভগবান ভাবিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি করিতে পারেন। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন করিয়া, সেই ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎজ্ঞান লাভ করা যায়। এই আর কি—সব বুঝিলে ?

স্ত্রী। বুঝিয়াছি।

স্বামী। (সবিস্ময়ে) বটে ?

স্ত্রী। বটে কি ?

স্বামী। আচ্ছা, আমি পরীক্ষা করিব ?

স্ত্রী। কর।

স্বামী। বল দেখি কি শিখিলে ?

স্ত্রী। স্ত্রীজাতির পতিভক্তিই বিশুদ্ধ সুখ বা আনন্দ লাভের একমাত্র সহজ উপায়।

স্বামী। (সবিস্ময়ে ও আহ্লাদে) তুমি যথার্থই বুঝিয়াছ। আমি আজ কৃতার্থ হইলাম।

উপসংহার।

স্বামী। তোমার শিক্ষা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তবে আমার এখন আর অধিক কিছু বলিবার নাই। এখন সংক্ষেপে কয়েকটি দুঃখের কথা তোমাকে জানাইয়া, এ কার্য্যের উপসংহার করিব। সে দুঃখের কথা, অন্যের কাছে বলা যায় না; তাহা শুনিলে কেহ বা হাসিবে, কেহ বা প্রলাপ বলিয়া আমাকে উপহাস করিবে। হাসুক বা উপহাস করুক, তাহার জন্য কোন দুঃখ ছিল না; তাহার জন্য আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত না। আমি চুপ করিয়া আছি, তাহাদিগের নিকট মুখ ফুটাইয়া বলিতে পারি না দেখিয়া। যাহারা আমার কথা শুনিয়া হাসিবে, আমাকে উপহাস করিবে, তাহাদিগের নিকট আমার কথা ফুটিতে চাহে না। কথা বুঝি সহানুভূতিতেই ফোটে; যেখানে সহানুভূতি নাই, সেখানে কথা ফুটিবে কেন? তাই তোমার কাছে বলিতেছি। তুমি ত আর হাসিতে পারিবে না, উপহাস করিতেও যাইবে না। আর, তুমি হাসিতে গেলেও, উপহাস করিতে গেলেও, তোমার নিকট কথা ফুটিবে।

সরোজ—হিন্দু স্বামী স্ত্রীকে এমন করিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতে পারে না, আমি কিন্তু কুঅভ্যাস বশতঃ তোমাকে সময়ে সময়ে নাম ধরিয়া ডাকিয়া থাকি—আজি আমাদিগের দেশের যেরূপ দুর্দ্দশা দেখিতেছ, পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। সে অতীত কাহিনী স্মরণ করিলে যেমন একভাবে আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হয়, তেমনই আবার অন্যভাবে বিষাদে অন্তর আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই কি সেই দেশ? যেখানে ব্যাস বশিষ্ঠ, কালিদাস ভবভূতি, রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণ, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কি সেই দেশ? যে দেশের আপ্তবাক্য বেদ, সংহিতা মনু যাজ্ঞবল্ক্য, ইতিহাস রামায়ণ মহাভারত, দর্শন সাংখ্য পাতঞ্জল, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ? যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা শুনাইয়াছিলেন, বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে পুরাণ শুনাইয়াছিলেন, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ? যেখানে প্রভাত-প্রারম্ভে প্রান্তর-কানন কম্পিত করিয়া মধুর ওঙ্কার ধ্বনি লক্ষ লক্ষ ভ্রমরঝঙ্কারবৎ দিক্ দিগন্তরে ভাসিয়া বেড়াইত, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ—যেখানে ভগবান শঙ্করাচার্য্য সেই অদ্ভুত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া জ্ঞানালোকে জগৎ প্রোদ্ভাসত করিয়াছিলেন, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ, যেখানে শিশু ধ্রুব মাতার নিকট মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া একাকী অরণ্যমধ্যে সেই মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া ভক্তিবলে তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ—যেখানে পূতাত্মা প্রহ্লাদ ভক্তিভরে ভগবানকে ডাকিয়া বিবিধ

বিপদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ—যেখানে রামচন্দ্র পিতার প্রতিজ্ঞাপালনার্থ রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে প্রবাস করিয়াছিলেন, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ, যেখানে পিতার সুখ সম্বর্দ্ধনার্থ ধর্ম্মবীর ভীষ্ম আজীবন কৌমার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ, যেখানে শূর সৌমিত্রি সৌভ্রাত্রভাবে সেবকের ন্যায় সহোদরের সেবা করিয়াছিলেন, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ, যেখানে পরম জ্ঞানী সংযমী শুকদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ, যেখানে ঋষি বশিষ্ঠ, পুত্রহত্যা-শোক বিস্মৃত হইয়া ঋষি বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা করতঃ জগৎবাসীকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ, যেখানে রাজা উশীনর আশ্রিতরক্ষার্থ স্বীয় শরীর পর্য্যন্ত শ্যেন পক্ষীকে সানন্দে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এই কি সেই দেশ? এই কি সেই দেশ, যেখানে অতিথি-ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ অগ্নিতনয় সুদর্শন স্বীয় ভার্য্যাভিলাষী অতিথিকে অম্লানবদনে আপনার প্রাণসমা পত্নী ওঘবতীকে প্রদান করিতে উদ্যত ছিলেন, এই কি সেই দেশ? সরোজ! সত্যসত্যই কি আমরা ভারতে আছি? তবে কেন সে তেজঃপুঞ্জ তপস্বীতনয়গণে আর দেখিতে পাই না? তবে কেন সেই সুমধুর ওঙ্কার ধ্বনি আর শুনিতে পাই না? তবে কেন লোকে এমন জরাব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে? তবে কেন লোকে সামান্য ঐহিক

সুখলালসায় এমন ছট্‌ফট্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? তবে কেন আর মানব মনুর কথা মানিতেছে না? তবে কেন পুত্র পিতাকে, পত্নী পতিকে, শিষ্য গুরুকে, মূর্খ জ্ঞানীকে, আর সেরূপ ভয়-ভক্তি করিতেছে না? তবে কেন কামিনী-কাঞ্চনে লোক এত আসক্ত হইতেছে? এ নিশ্চয়ই সেই ভারত নহে। শুনিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া থাকে। ভারত কি তবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রসাতলে গেল? হায় রে দুরদৃষ্ট! আমরা যে দুগ্ধভ্রমে তণ্ডুলের জল পান করিতেছি!

আহা, কি ছিলাম, কি হইয়াছি! একদিন জ্ঞান-ভক্তি-বলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌কেও সামান্য ধূলিকণার ন্যায় দর্শন করিয়াছি, এখন একটী রজতমুদ্রার লোভও সম্বরণ করিতে পারিতেছি না! এক দিন অনাহারে, অল্পাহারে, অরণ্যে অধিবাস করিয়াও অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছি—এখন চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় আস্বাদন করিয়া অট্টালিকায় অবস্থান করিয়াও, কত কষ্টে কাল কাটিতেছে!

কেন এমন হইল, সরোজ! কোন্‌ পাপে এমন পতন হইল, সরোজ! এমন সুন্দর চাঁদনী রজনী কেন এমন ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল? এমন সুন্দর নন্দনকানন কেন এমন কণ্টকারণ্যে পরিণত হইল? কেন এমন সুধার সাগর এমন লবণাম্বুতে পরিবর্ত্তিত হইল? কেন এমন স্বর্গের দেবতা এমন নরকের নরাধম নর হইল? শুনিবে কি? শুনিতে চাহ কি? তবে শুন।

বলবীর্য্যের অভাবে ভারতের এ ভাব ঘটে নাই। বলবীর্য্য

বাহিরের জিনিস—সে বাহিরের জিনিসে এমন অন্তস্পর্শী অধঃপতন ঘটাইতে পারে না। ভারতে বলবীর্য্য ছিল বটে, কিন্তু তাহাতেই কি ভারতের গৌরব রাখিতে পারিয়াছিল? বলবীর্য্য অনেক দেশেই ত ছিল—অনেক দেশেই আছে, কিন্তু কই, ভারতের ন্যায় কোন দেশই ত এমন গৌরবান্বিত নহে? ভারতের গৌরব ছিল, ভারতের তত্ত্বজ্ঞান। এখন একমাত্র সেই প্রকৃত জ্ঞানের অভাবেই হিন্দুর এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। যে হিন্দু এক দিন ভগবদ্ভক্তিবিশ্বাসেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ দেখিতে পাইত, এখন সেই হিন্দু কামিনীকাঞ্চনে সেই সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়। যে হিন্দু এক দিন ইন্দ্রিয় জয় করিয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা সম্ভোগ করিত, এখন সেই হিন্দু শাস্ত্র জয় করিয়া, প্রচলিত প্রথা জয় করিয়া স্বাধীন হইতে চাহিতেছে। যে হিন্দু পূর্ব্বে সুখ ত্যাগ করিয়া দুঃখের দায় হইতে উদ্ধার পাইত, এখন সেই হিন্দু সুখ খুঁজিয়া দুঃখের দায় দূর করিতে চাহিতেছে! সরোজ! এ দুঃখ কি বলিবার?

কিসে এই দুঃখ যাইবে? কিসে ভারতে আবার সেই ধর্ম্ম, সেই নীতি, সেই সংযম, সেই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে? চারিদিকে ত চেষ্টার অভাব দেখিতেছি না! কেহ মনে করিতেছেন—শারীরিক বলবীর্য্য বাড়িলেই, ভারত আবার সেই ভারত হইবে, তাই চারিদিকে ব্যায়াম বিদ্যার বিকাশ হইতেছে। কেহ মনে করিতেছেন, রাজনীতি আন্দোলনেই ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচিবে—তাই চারিদিকে সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে সভা-

সমিতি হইয়া রাজনীতির আন্দোলন হইতেছে। কেহ মনে করিতেছেন, বিদ্যার চর্চ্চাতেই ভারতের বিষাদ ঘুচিয়া যাইবে, তাই বিবিধ ভাষায় বিবিধ বিষয় শিক্ষা প্রদানার্থ চারিদিকে বিদ্যালয় হইতেছে। কেহ মনে করিতেছেন, হিন্দু-শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারে দেশের দুঃখ দূর হইবে—তাই রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ হাটে বাজারে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু ভারতের সুখ বাড়িতেছে কি? কি প্রকারে বাড়িবে? বলবুদ্ধিতে, রাজনীতির চর্চ্চায় যদি দেশ সুখী হইতে পারিত, তবে ইংলণ্ড কেন সেই প্রাচীন ভারতের মত সুখী নয়? যাহার জন্য যাহার অনুকরণ করিতেছি, তাহা যদি তাহাতে না পাইলাম, এ অনুকরণে কি লাভ হইবে? ভারত ইংলণ্ড হইলে, সুখী হইবে না—ভারতবাসী সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। বুঝি বৃথা এ চেষ্টা—বৃথা এ ক্লেশ!

ভারতের অভাব অন্তরের—বাহিরের নহে। ভারত সুখী হইবে, সংযম শিখিয়া—সম্পদ্ পাইয়া নহে। মনের বল পাইলেই, ভারত উত্থিত হইবে; শরীরের বলে তাহার কিছু হইবে না। বিদ্যাশিক্ষায়, শাস্ত্র-চর্চ্চায় মনের বল হয় না—মনের বল হয়, সংযমশিক্ষায়—ধর্ম্মানুষ্ঠানে।

কে এই সংযম শিখাইবে সরোজ? এক দিন ভাবিয়াছিলাম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা এ পতিত দেশের পুনরুদ্ধার ঘটিবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেটি ভয়ানক ভুল। দেশের পণ্ডিতগণও এখন স্পর্শসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন—এখন সুবর্ণ

রজতেই তাঁহাদিগের সংযম ভঙ্গ করিতেছে। যাঁহারা নিজেরা সংযম-ভ্রষ্ট তাঁহারা অন্যকে কি শিখাইবেন?

তবে এক ভরসা আছে, ভারতের রমণীজাতি। তাহাদিগেরও অধঃপতন হইয়াছে, দিন দিন হইতেছে, কিন্তু তবু রমণীতে ভারতের যে গৌরব আছে, পুরুষে তাহা নাই। অধঃপতনের অনুপাতে তাহারা এখনও অনেক উচ্চে অবস্থিত, বলিতে হইবে। তাই মনে হইতেছে, এই রমণীই ভারতকে রাখিলে রাখিতে পারে।

রমণী অনন্ত শক্তি-স্বরূপিণী। বাহিরে যাহা দেখিতে পাইতেছ, তাহা বিস্মৃত হইয়া একবার অন্তর অবলোকন কর। কি দেখিতে পাও? রাজা রাজ্যশাসন করিতেছেন—তাঁহার কত সৈন্য কত সেনাপতি, কত অর্থ কত কৌশল, কত হস্তী কত অশ্ব আবশ্যক হইতেছে—কিন্তু চাহিয়া দেখ, ঐ একটী রমণী অবহেলায় সহাস্যবদনে, সেই রাজারই হৃদয়রশ্মি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এমন আধিপত্য কাহার? এমন শক্তি কাহার? রমণী মনে করিলে কি না করিতে পারে? কি না করিয়াছে?

বিস্মিত হইতেছ? অশিক্ষিতা অক্ষরজ্ঞানবর্জ্জিতা, বাহুবলবিরহিতা, হিন্দুরমণী ভারতের দুঃখ দূর করিবে? প্রলাপ ভাবিতেছ? না, সরোজ, এ প্রলাপ নয়। চারিদিকে কি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না? হিন্দু গৃহে হিন্দু আচার ব্যবহার যাহা কিছু আজিও প্রচলিত আছে, তাহা কাহারা রাখিয়াছে ও রাখিতেছে? স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও যে একটু শান্তি দেখিতে পাইতেছ, তাহা কাহারা রাখিতেছে? চারিদিকের

শ্মশানের অস্থিকঙ্কালের মধ্যে যে ভারতের একটু স্থান ফুল্লফুল-শোভিত দেখিতে পাইতেছ, সে স্থানের অধিকারী কাহারা? কাহারা এ আফ্রিকার সাহারা মধ্যে এক প্রান্তে জলরেখার ন্যায় ঐ বিরাজ করিতেছে? সে কি এই রমণী নহে? এই রমণী দ্বারাই দেশের উদ্ধার হইবে। দশ হস্তে দশ আয়ুধধারিণী দশভুজার ন্যায় এই অজ্ঞানাসুরকে এই রমণীরই পদদলিত করিতে হইবে। তাই যখন শরতে মহাশক্তির সেই মহামহিমাময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করি, আনন্দে হৃদয় অধীর হইয়া উঠে। যে দেশে এমন আদর্শ রহিয়াছে, সেই দেশের আবার ভাবনা কি?

হিন্দুরমণীই ভারতকে আবার হিন্দুস্থান করিতে পারে। তাহাদিগকে যদি কেহ পথ দেখাইয়া দেয় তাহা হইলে তাহারাই আমাদের পথ প্রদর্শক হইতে পারে। কেবলমাত্র তাই সরোজ, তোমাকে এত কথা বলিলাম। যদি কখন দেখিতে পাও, আমি দেশের সেই ভয়ানক স্পর্শসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া হিন্দু-রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতেছি, তখন তুমি ধীরে ধীরে আমাকে সে রোগ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। যখন দেখিতে পাও, সংসারে আমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সুখ অন্বেষণ করিয়া, হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি, তখন তুমিই ধীরে ধীরে হাসিতে হাসিতে আমাকে অন্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। যখন দেখিতে পাইবে, আমি কূট তর্ক অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রকথা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছি, তখনই বুঝিবে যে বিপদ্ বেশী দূরে নহে—যখন দেখিতে পাইবে, শরীরের দোহাই দিয়া আমি

ব্রতানুষ্ঠানে বিমুখ হইতেছি, তখনই তোমাকে বিশেষ সাবধানে আমার হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। তুমি সহধর্ম্মিণী, সরোজ, আমার ধর্ম্মের শক্তিই তুমি। "আনন্দমঠের" সেই প্রকৃত শান্তিস্বরূপিণী "শান্তি" দেবীকে আদর্শ করিয়া, তুমি যেন পতনোন্মুখ হইলে আমাকে উদ্ধার করিতে পার।

এখন তুমি হিন্দুরমণি! একবার শিখাও দেখি সেই সংযম— যাহা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, দেবের দেবত্ব, হিন্দুর প্রাণ, ভারতের গৌরব, একবার শিখাও দেখি সেই সংযম। একবার দেখাও দেখি সেই পাতিব্রত্য, যাহা সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, অহল্যা, অরুন্ধতি দেখাইয়া গিয়াছেন, একবার দেখাও সেই পাতিব্রত্য। তোমাদিগের মধ্যে যিনি মাতা হইয়াছ, যিনি দশমাস দশদিন পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছ, তিনি একবার সাহসে ভর করিয়া, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, দাঁড়াও দেখি পুত্রের সম্মুখে, দেখি কিরূপে কোন্ কুলাঙ্গার আর কুপথে বিচরণ করিতে পারে? যিনি পত্নী, তিনি দাঁড়াও দেখি একবার পতির নিকট—পতিব্রতা রমণীর ন্যায় ভগবানের নিকট বল প্রার্থনা করিয়া, দাঁড়াও দেখি পথভ্রান্ত পতির সম্মুখে, দেখি কেমন সে পতি আর তোমাকে উপেক্ষা করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে? তোমরা কি না করিতে পার? ভগবান তোমাদিগের চক্ষে যে জল দিয়াছেন, তাহা দ্বারা তোমরা কি না সাধিতে পার? সে এক একটি অশ্রুবিন্দু যেন এক একটী মহাসমুদ্র? পৃথিবীর সমস্ত পাপরাশি তাহার কাছে কি? শুনিয়াছি, পতিতপাবনী সুরধুনী অল্পকাল মধ্যেই

অন্তর্হিতা হইবেন; তা হউন, এ বারি ত আর শুকাইবে না? বহাও দেখি, ভারতরমণি! একবার তোমাদের সেই বারিপ্রবাহ —সেই মন্দাকিনী-স্রোত, দেখি কোন্ গর্ব্বিত ঐরাবত তোমাকে লঙ্ঘন করিতে পারে? দেখি কোন্ পাপ তাহাতে ক্ষালিত না হয়? দেখি কোন্ পাষাণ তাহাতে না গলিয়া যায়? দেখি কোন্ মরুভূমি তাহাতে শুষ্ক হইয়া থাকে? দেখি কোন্ আগুণ তাহাতে না নিভিয়া যায়? ঊর্দ্ধে ভগবান আছেন—চন্দ্র সূর্য্য এখনও নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেছে—একবার কায়মনোবাক্যে ডাক দেখি তাঁহাকে—ভূমিতে জানু পাতিয়া, ঊর্দ্ধকরে, সাশ্রু-নয়নে, একবার ডাক দেখি তাঁহাকে—কেমন তোমাদিগের পতি-পুত্র আর বিপথে বিচরণ করিতে পারে?

ইহাতেই কি দেশ উদ্ধার হইবে? হইবে বই কি! ভারতের উদ্ধার অর্থ—ভারতের সেই শিক্ষার উদ্ধার। বাহিরের অবস্থা যাহাই থাকুক, রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপই থাকুক, ভারতবাসী যখন আত্মসংযম শিখিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিতে শিখিবে, তখনই তাহাদের প্রকৃত উদ্ধার হইবে। অন্তর জয় করিতে পারিলে, কি বাহিরের জয় জন্য চেষ্টা করিতে হয়? কাম ক্রোধাদি রিপু জয় করিতে পারিলে কি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করিতে আয়াস পাইতে হয়? এই জয় ভিন্ন, এই উদ্ধার ভিন্ন, আমরা হিন্দু, আর কোন প্রকার জয় কামনা করি না, আর কোন প্রকার উদ্ধার কামনা করি না। আমরা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমরা ক্ষুদ্র সংসার লইয়াই সুখী হইতে চাহি। আমরা এই জগৎকেই স্বর্গের নন্দনকানন

করিতে চাহি না—আমরা এই মর্ত্ত্যক্ষেত্রেই ত্রিদিবের কল্পতরু রোপণ করিতে চাহি না—আমরা বিজ্ঞানবলে অনন্ত কামনার পরিতৃপ্তির জন্য অনন্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়া সুখলাভ করিতে চাহি না—আমরা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ; আমরা চাহি ক্ষুদ্র হইয়াও এই মহতের অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে—বামন হইয়া এইরূপ চাঁদ ধরিবার চেষ্টায় বিরত হইতে—সুখ আয়ত্ত করিয়া এই দুঃখ রাশি দূর করিবার চেষ্টায় বিমুখ হইতে। ইংরাজ মণিমুকুট পরিয়া সুবর্ণের অট্টালিকায় হীরকের খট্টায় বিলাসিনীবৃন্দসহিত বিলাস-সুখের পরাকাষ্ঠা ভোগ করুন, আমরা নগ্নমস্তকে পর্ণ-কুটীরে ভূমিশয্যায় আমাদিগের এই ভারতরমণী "গৃহলক্ষ্মী" গণকে লইয়া, সেই সুখের কামনাই পরিত্যাগ করিতে চাহি।